INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 3rd February , 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 3rd February, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, Chief Minister, Four Ministers, Dy. Speaker, Dy. Minister and twenty one Members.

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, here is a sad news for us. Chief Minister Shri C. N. Annadurai, Tamil Nadu, has expired. Obituary reference on his sad demise is being read out.

"Born in 15th September, 1909 Annadurai, Conjeevaram Natarajan took education from Conjeevaram and Pachaiappa's College, Madras. After taking M. A. degree plunged into Justice Party Politics and was the Sub-Editor of the Justice founded by the late Dr. T. M. Nair. He was arrested by the first Rajaji Ministry for participating in the anti-Hindi compaigns. Started his own weekly the "Dravidnadu in 1952. He was an Editor of Viduthalai and was editing the Tamil weekly Kanchi till March, 1967. Started the English weekly Homeland in 1957.

He founded another weekly Home rule. Left Dravida Kazhagam due to difference of opinion with Periyar and started Dravida Munnetra Kazhagam in September, 1949. He was elected to the Rajya Sabha in 1962, elected M. L. A., Madras from Kancheepuram Assembly Constituency and also to the Lok Sabha in 1957. Elected Leader of the D. M. K., Legislature Party, Madras in March, 1967. Courted Jail seven times during his public life. Served for a brief period in Conjeevaram municipality and then as a teacher, as a journalist, social reformer and a prolific writer. Before his sad demise he was the Chief Minister of State Tamil Nadu.

This House expresses its deep sense of sorrow and condolence at the premature demise of this great political leader and conveys the same to the members of the bereaved family."

Mr. Speaker :—Now Hon'ble Members, I would request you to observe two minutes silence in memory of the deceased.

(All stood and observed two minutes silence)

Mr. Speaker :—Thank you. To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 208.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Started Question No. 208.

QUESTION

(1) How many families shifted away from Hezacherra under P. S. Kanchanpur after the murders and arson incidents that took place during the 1st part of this year (1968) ;

(2) What steps have been taken by the Government to relieve and rehabilitate these families at Hezacherra ?

ANSWER

(1) 9 (nine) families.

(2) The affected families who left Hezacherra after the incident were persuaded to return to their houses. They were also given assurance of appropriate steps by Government for prevention of recurrence of such incidents. In view of the loss suffered by the affected families, an amount of Rs. 1500/- was paid as gratuitous relief to the affected families.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্যাংক্রাক পার্টি তাদের বাড়ীঘর লুটপাট এবং মার্ডার করার পর তাদিগকে হেজাছড়াতে রিহেবিলিটেড করার জন্য কি চেষ্টা করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— I already narrated that the affected families who left Hezacherra after the incident were persuaded to return to their houses. They were also given assurance of appropriate steps by Government for prevention of recurrence of such incidents. In view of the loss suffered by the affected families, an amount of Rs. 1,500/- was paid as gratuitous relief to the affected families.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তারা সেই জায়গাকে রিহেবিলিটেড না হওয়ার কারণটা কি ?

Shri S. L. Singh :—It is upto them.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যদি সেই সমস্ত পরিবার সেই জায়গাতে রিহেবিলিটেড না হয় তাহলে কি স্যাংক্রাক পার্টি উৎসাহ পাবে কি না ?

Shri S. L. Singh :—We persuaded them to be there and to prevent recurrence of such incidents.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাদের জমিজমার কি অবস্থা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—Their houses were built at Annanda Bazar and at Sobhanagar.

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 225.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, Question No. 225.

প্রশ্ন

(১) সদর বিভাগের সিধাই থানার অন্তর্গত গ্রামগুলি হইতে ১৯৬৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুলাই ৩১ তাং পর্য্যন্ত কতটি পরিবারে ডাকাতি ও গরু চুরি হইয়াছে ;

(২) এই সামান্ত গ্রামগুলিতে ডাকাতি ও গরুচুরি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

(৩) ঐ ডাকাতগুলিতে সংশ্লিষ্ট কতজন আসামীকে এবং গরু চুরির অপরাধে কতজনকে ধরা হইয়াছে এবং কতজনের বিচারে শাস্তি হইয়াছে ?

উত্তর

(১) ডাকাতি ১১টি পরিবারে—
গরুচুরি ২৩টি পরিবারে—

(২) সেই এলাকাতে ডাকাত ধরার জন্য তিনটি পুলিশ ফাড়ী বসানো হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে পল্লী রক্ষা বাহিনী গঠন করিয়া পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৩) ৩০জনকে ডাকাতির কেইসে এবং ১৬জনকে গরু চুরির অপরাধে ধরা হইয়াছে। কেইসগুলি তদন্তাধীনে থাকা বিধায় কাহাকেও শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বি. ও. পি ক্যাম্প যেগুলি বিজয়নগর, সীমনাছড়িতে আছে, সেগুলিতে এখন কোন ফোর্স আছে কি না ? ক্যাম্পগুলি উইদ-ড্র করা হয়েছে কি না সেখান থেকে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে যে এ' এলাকাতে ডাকাত ধরার জন্য তিনটি পুলিশ ফাড়া বসানো হয়েছে। গ্রামে গ্রামে পল্লী রক্ষী বাহিনী গঠন করে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিজয়নগরে একটা পুলিশ ফাড়ি বি, ও, পি ক্যাম্প করা হয়। সীমান্তে একটা বর্ডার আউট পোষ্ট থেকে ফোর্স উইদ-ড্র করা হয়েছে কি না সেই ইনফর্মেশন আমি চাইছি। আউট পোষ্ট করা হয়েছে ফর দি প্রটেকশান অব দি ভিলেজার্স দেয়ার।

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সীমনাছড়া কলোনী থেকে সাত মাইল পূর্বে সমস্ত বর্ডারে কোন রকম কমিউনিকেশন নেই পুলিশ ফোর্স বা পুলিশ যাতায়াত করার জন্য এবং এই কারণে সমস্ত সীমানা অরক্ষিত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোন বর্ডারই অরক্ষিত নয়। বর্ডার ফোর্স যেমন বি, এস, এফ, বি, এম, পি, সি, আর, পি এবং আমাদের পুলিশের বন্দোবস্ত সেখানে করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেখানে যদি রোড না থাকে, শুধু জংগল থাকে, সেখানে রোড করার কোনরকম ব্যবস্থা করা হবে কি না, যাতে এই সব বি, এস এফ, বি, এম, পি, এবং পি, এ, সি, তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—These border roads are under the Central Govt We are now trying to construct 147 miles of road. But I do not know how much money we will get to get the work done.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এ সাত মাইল বর্ডার রাস্তাটার কথা বলছি, সেটা যদি না থাকে সেটার কনষ্ট্রাকশানের ব্যবস্থা আছে কি না এবং এটা যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ষ্টায়ারে হয়, তাহলে Construction এর জন্য Central Govt.-এ রেফার করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ -মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে সীমান্তের রাস্তাগুলি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের জুরিসডিকশানে। আমরা তিপুরার জন্য ১৪৭ মাইল রাস্তা করব এবং অর্থ পেলে সেটার কাজ আমরা সুরু করতে পারব। তবে আমি জানি না, ফোর্থ প্ল্যানে আমরা কত টাকা পাব। অতএব কোন্ রাস্তা করা হবে এবং কোন্ রাস্তা করা হবেনা সেটা নির্দিষ্ট করে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে প্রথম নাম্বার কোয়েশ্চানের উপরে যে বললেন যে ১৯৬৮ সনের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১১টি পরিবারে ডাকাতি হয়েছে এবং ২৩টি পরিবারে গরুচুরি হয়েছে। কোন মাসে কেইস রেকর্ড করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি, এই সাত মাসের মধ্যে একমাত্র বামুটিয়া এলাকায় ২৫টির উপর গরুচুরি গিয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইট ইজ নট নোন্ টু মি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ--থানাতে গরুচুরির কেস্ দায়ের করে কোন কাজ হয়না বলে অনেকেই থানাতে কেইস দায়ের করে না, এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে ৭০ জনকে ডাকাতির কেইসে এবং ১৬ জনকে গরুচুরির অপরাধে ধরা হইয়াছে, কেইসগুলি তদন্তাধীনে থাকা বিধায় কাহাকেও শাস্তি দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। অতএব কোন কাজ হয় না ইহা বলা চলে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—গত সাত মাসের মধ্যে ১২৫টি গরুচুরি হয়েছে কিন্তু সরকারী হিসাব মতে দেখা যায় যে মাত্র ২৭টি পরিবারে গরুচুরি গিয়াছে, এতে কি বুঝা যায় না সকলে থানাতে রেকড করেনা। এই বিষয়ে সরকার অবগত আছেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে ১১টি পরিবারে ডাকাতি হয়েছে এবং গরুচুরি গিয়েছে ২৭টি পরিবারে। এখানে কতটা গরুচুরি গিয়েছে সেটা আমি বলতে পারব না। সেখানে ১০০টি হতে পারে আবার ১০টিও হতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৬জনকে গরুচুরির অপরাধে ধরা হয়েছে, কতটা কেইসের জন্য ধরা হয়েছে বললেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—৭০ জনকে ডাকাতির কেইসে এবং ১৬ জনকে গরুচুরির অপরাধে ধরা হয়েছে, এখানে আগেই বলা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানতে চাইছি যে একটা কেসের জন্য ১৬ জনকে ধরা হয়েছে না ডিফারেন্ট কেসের জন্য ধরা হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এখানে বলাই হয়েছে যে গরুচুরির অপরাধে ধরা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে সাধারণের পুলিশ কর্মচারীর নিষ্ক্রিয়তার দরুণ গরু চুরি বন্ধ হচ্ছে না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই যে গরু পাচারকারী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, থানাতে এই সম্বন্ধে এজাহার দিলে পুলিশ কোন এ্যাকশান নেয় না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট হজ নট ফ্যাক্ট, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সম্বন্ধে ট্রাইবেল এলাকা থেকে সরকারের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হাঁ করা হয়েছে, আমি সেটা জানি এবং সেই অনুসারে তদন্ত হচ্ছে। তবে একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডাকাতির কেইসেই হউক বা গরু চুরির অপরাধেই হউক, তাদের ধরা হলে দেখা যায় যে আমাদের লোকই তাদের জামিন ইত্যাদি হয়ে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৬ জনকে ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে পাকিস্তানী নাগরিক আছে কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ : -আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত : মাননীয় মন্ত্রী, মহোদয়, যাদের গরু চুরির জামিন হয়, তাদের উপর পি, ডি, এক্টের প্রয়োগ করা হয় না কেন তাদের এই এন্টিসোশ্যাল এ্যাক্টিভিটীজের জন্য ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যেখানে পি, ডি, এ্যাক্ট প্রযোজ্য সেখানে পি, ডি, এ্যাক্ট প্রয়োগ করা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—যেখানে পি, ডি, এ্যাক্ট শহরের মস্তানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে বডার এলাকাতে যারা ডুবিয়াস ক্যারেক্টারের লোক, তাদের বিরুদ্ধে পি, ডি, এ্যাক্ট কেন ব্যবহার করা হয় না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

Point of Order

Shri Tarit Mohan Das Gupta .—Point of Order—Whether all these questions are related to the main question or not ?

Mr. Speaker : —These questions are not relevent to the main question.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উত্তর দিয়েছেন অনেক লোক এই গরু চুরির জামিন ইত্যাদি হয়, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতে চাইছি যে এই সব এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টসের বিরুদ্ধে, যাদের ডুবিয়াস ক্যারেক্টার তাদের বিরুদ্ধে এই পি, ডি, এ্যাক্ট কেন প্রয়োগ করা হচ্ছে না অতএব আমি মনে করি এটা রেলিভেন্ট।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, স্যার।

Mr. Speaker :—No more supplementary on this question.

শ্রীএর্শাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে থানাতে কেইস দায়ের করা হয়েছে, তার মধ্যে কতটা কেইসে চার্জসীট দেওয়া হয়েছে এবং কয়টি কেইসে ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই, স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২নং প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে গ্রামে গ্রামে পল্লী রক্ষী বাহিনী গঠন করে পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদেরকে সরকার থেকে কি কি সাহায্য দেওয়া হয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যাহা সরকারের বিধান আছে, তাহাই দেওয়া হইয়া থাকে।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question no. 234.

Shri S. L. Singh :—Question No. 234, Sir.

প্রশ্ন

(১) B. O. P. গুলিতে নিযুক্ত সীমান্ত রক্ষীরা পাকিস্থানী অনুপ্রবেশকারী যাহারা গরু চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অসদুদ্দেশ্যে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে তাহাদিগকে বাধা দেয় কি ? অথবা গ্রেপ্তার করে কে ?

(২) যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে প্রতিরাবে সীমান্তে এতগুলি গরু চুরি ও ডাকাতি কি ভাবে হয়।

উত্তর

(১) হাঁ, অনুপ্রবেশকারীদের পাইলে বাধা দেওয়া ও গ্রেপ্তার করা হইয়া থাকে।

(২) সীমান্ত সুদীর্ঘ, সীমান্তের নিরাপত্তার দিক হইতে বিচার করিয়া সীমান্ত ঘাঁটি স্থাপন করা আছে। ইহার প্রতিটি ঘাটিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সীমান্ত রক্ষী প্রহরারত আছে। ইহাদের মধ্য হইতে টহলদার দল সীমান্তে টহল দিতে দিতে গ্রাম হইতে গ্রামে অগ্রসর হইযা যায়। এই ফাঁকে সুযোগ বুঝিয়া পাকিস্থানী দুস্কৃতিকারী হঠাৎ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে ও গরু চুরি ডাকাতি ইত্যাদি করিযা থাকে। সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থা আশানুরূপ না থাকিলেও সীমান্ত রক্ষী দল সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং যেখানে যে কোন ঘটনা ঘটে, সংবাদ পাওযা মাত্র তৎপরতার সহিত যেখানে উপস্থিত হইযা ঘটনার মোকাবিলা করে। প্রতি রাত্রে এরূপ গরু চুরি বা ডাকাতির সংবাদ জানা যায় না।

শ্রীনরেশ রায় :—সীমান্তের বহু পরিবার এই গরুচুরির জন্য গ্রাম সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছেন সেইজন্য তারা ঠিকমত চাষাবাদ করতে পারছে না, তাদের কাউকে গরু কিনে দিবার বা অন্য কোন রকম সাহায্য দিবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

মিঃ স্পীকার :—ইট ইজ নট রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কি জানা আছে সীমান্তরক্ষীরা যে জনসাধারণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—দিস ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বি, ও, পি, ক্যাম্পের সঙ্গে গরুপাচারকারীদের সাথে মাসিক কোন চুক্তি আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমাদের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নম্বার ২৫৯, স্যার।

প্রশ্ন

(১) দুরন্ত সেংক্রাক পার্টি এই পর্যান্ত ত্রিপুরায় কোন স্থানে কতবার হামলা করিয়াছে ;

(২) তাহাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত ;

(৩) ক্ষতিগ্রস্তদের কোন প্রকার সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

(১) ত্রিপুরার নিম্নলিখিত স্থানে সেংক্রাক পার্টি এই পর্যান্ত মোট ২৬ বার হামলা করিয়াছে।

(১)	গোবিন্দবাড়ী	৩ বার
(২)	রাজধর	৪ বার
(৩)	মালিধর	৩ বার
(৪)	ছৈলেংটা	১ বার
(৫)	সাকান	১ বার
(৬)	লিকান চৌধুরী পাড়া	১ বার
(৭)	ডলুছড়া	২ বার
(৮)	পাতিছড়া	১ বার
(৯)	হেজাছড়া	১ বার
(১০)	কামাক্ষাপুর	১ বার
(১১)	নবিয়ামপাড়া	১ বার
(১২)	গাছিরাম বাড়ী	১ বার
(১৩)	মাকুমছড়া	১ বার
(১৪)	গরজান পাশা	১ বার
(১৫)	মাছিলাইথাম	২ বার
(১৬)	ছামনু	১ বার
(১৭)	বৈজামছড়া	১ বার

(২) ক্ষয়ক্ষতি সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়া সর্ব্বমোট ৬,৯৪,৮১৭ টাকা

(৩) ৭৩৫০ টাকা, ৮০ জোড়া ধুতি কাপড়, ২৫ বস্তা চাউল এবং ২৫ বস্তা আটা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে ;

Shri Ghanashyam Dewan :—গত বছর এই যে স্যাংক্রাক পার্টির অত্যাচারে ছামনু অঞ্চলে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল সেই কারণে সেখানকার জুমিয়াদের মধ্যে জুম চাষ কতক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—বলা হয়েছে যে তাদের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গাতে এই রকম একটা এ্যাক্সিডেন্ট হলে পরে সেখানে বেশ কিছু ক্ষয় ক্ষতি হতে পারে বা সেখানে জুম চাষেরও ক্ষতি হতে পারে তবে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ বলা সম্ভব নয়। তবে আমি বলেছি যে সেখানে ৬.৯৪,৪১৭ টাকার মত ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—এই ক্ষতি কি তাদের জুমের ক্ষতি, না আর্থিক ক্ষতি, না তাদের গৃহদাহের ক্ষতি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চিফ মিনিষ্টার) :—এর প্রত্যেকটাই আর্থিক ক্ষতি।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—এই যে ৬,৯৪,৮১৭ টাকা ক্ষতি হয়েছে, তাতে সরকারী কত আর বে-সরকারী কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—Specifically, it is difficult to say. So, I want notice of it.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে জুলাই বাড়ীতে কুঞ্জরাম রিয়াং নামে এক ব্যক্তিরই ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার গৃহ লুণ্ঠিত হয়েছে এবং গরু বাছুর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—ইট ইজ নট নোন টু মি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮।

QUESTION

(1) No. of dacoities happened during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ;

(2) Whether any attempt has been made to unveil the reasons of this crime ;

(3) in how many cases the Police has traced out the suspected guilty persons and arrested accordingly :

(4) how many persons have been proved guilty in the Court ?

ANSWER

(1)	1966-67	37 cases
	1967-68	56 cases.
	1968-69	85 csses upto January '69.

(2) Yes.

(3)

1966-67	17 cases	46 persons arrested.
1967-68	37 cases	76 persons arrested
1968-69	23 cases	87 persons arrested.

(4) Fifty nine cases are subjudice. The remaining cases are pending investigation or disposed of. None was found guilty in the cases disposed of.

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নের ২নং তে আছে Whether any attempt has been made to unveil the reasons of this crime তার উত্তর আমি পাইনি।

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Yes.

আর ৩তে—1966-67—17 cases—46 persons arrested.
1967-68—37 cases—76 persons arrested.
1968-62—23 cases—87 persons arrested.

৪তে—Fifty nine cases are subjudice. The remaining cases are pending investigation or disposed of. None was found guilty in the cases disposed of.

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নটা হ'ল "Whether any attempt has been made to unveil the reason of this crime."

Mr. Speaker :—Hon'ble Member wants to know the reasons of this crime committed.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Certainly attempts were made and the persons were arrested. 1966-67—17 cases—46 persons were arrested.
1967-68—37 cases—76 persons were arrested.
1968-69—23 cases—87 persons were arrested.

59 cases are subjudice. The remaining cases are pending investigation or disposed of. None was found guilty in the cases disposed of.

Shri Monmohan Deb Barma :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে, whether its economical or social crime ? What is this crime. This is my question.

Shri S. L. Singh :—First of all Police could not trace out all the guilty persons involved in dacoities. In the cases which are committed in the tribal area it has become difficult for police to trace out the culprits as the tribals generally do not disclose the names of the recognised culprits. In border crime cases the culprits generally return in Pakistan immediately after the commission of the offences. In such cases it becomes difficult to arrest

the forein culprits though later on they may collect the names of the persons responsible. To round up the offenders continued searches were made and strict vigilances were maintained. The crimes along the long border cannot be checked only by intensive petrolling by the B.S. F. personnel, and Village Rakshi Bahinies have been organised to guard the respective villages of the border.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এখানে দেখা যায় ৬৬-৬৭ থেকে ৬৭-৬৮ পর্য্যন্ত ক্রাইম ৬৬, তারপর ৬৮-৬৯ এ ক্রাইম হচ্ছে ৮৫। তাতে দেখা যায় যে ক্রাইম দিনের পর দিন বাড়ছে এবং যে স্টেপ নেওয়া হয়েছে সেই স্টেপ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছে। এর কারণ কি? এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বি, ও, পি, অরগেনাইজ করা হয়েছে, বি, এস, এফ, অরগেনাইজড করা হয়েছে, রক্ষী বাহিনী অরগেনাইজ করা হয়েছে। কিন্তু ক্রাইম বেড়েই চলেছে। হোয়াট ইজ দি রিজন?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি সাপ্লিমেন্টারী পড়ে শুনিয়েছি। Police could not trace out all the guilty persons involved in dacoities. In the cases which are committed in the tribal area it has become difficult for police to trace out the culprits as the tribals generally do not disclose the name of the recognised culprits. These are the main cause.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন গত বৎসর বিশ্রামগঞ্জ থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে কুচাও দিঘির নিকটে ডাকাতির ঘটনায় দুইজন আর্মড কনস্টেবল জড়িত ছিল কিনা?

মিঃ স্পীকার :—দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান। ইউ ক্যান আস্ক এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সমস্ত ফিগার দেওয়া হয়েছে ৬৬, ৬৭ এবং ৬৮ এই তিন বছরের ঘটনা সম্বন্ধে এর মধ্যে এই ঘটনাটা ইনকলুডেড আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—ঘটনাটা ইনকলুডেড হতে পারে। বাট ইউ হ্যাভ স্পেসিফিকেলী স্টেটেড।

Shri T. M. Das Gupta :—On point of clarification. Here the question is one of the statistical nature. Here there is no scope for the details. Only

some conclusion out of this statistic is to be drawn. The idea of the crimes only be drawn out of this statistics as desired from the Minister. So all these details as he has said are included, it is not implied. So whatever supplementary should come that should be limited within the statistics.

Mr. Speaker I quite agree.

Shri P. R. Dasgupta :—আমার কোয়েশ্চানটা ছিল নাম্বার অব ক্রাইমস ইন্‌ক্রিজ হচ্ছে ইয়ার আফটার ইয়ার এই সম্পর্কে আমায় প্রশ্ন হচ্ছে যে পুলিশ সেখানে ফেল্যুর হয়েছে কিনা টু চেক দি ইনক্রিজ ইন্ দি নাম্বার অব ক্রাইমস।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি আগেই বলেছি যে পুলিশ ব্যর্থ হয় নি। তবে ক্রাইম বেড়েছে। পুলিশ যদি ব্যর্থ হত তা হলে এই লোকগুলি অ্যারেসটেড হল কি করে। এফেকটিভ পেট্রল যদি করতে হয় তা হলে পিপলস অব দি ইন্টারিয়র, পিপলস অব দি বর্ডার কো-অপারেশন ইজ নীডেড অ্যাণ্ড দ্যাট ভেরী কো-অপারেশন উইল স্ট্রেনদেন দি বর্ডার এণ্ড ফোর্স স্ট্রেনদেন টু ফাইট আউট দি অ্যানটিসোসালিজম্।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী : —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই তিন বৎসরের মধ্যে কতগুলি কেস পুলিশ বিচারের জন্য আদালতে চার্জসীট সাবমিট করেছে এবং কতগুলি কেস নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে কমিটমেণ্ট করা হয়েছে এবং কমিটমেণ্ট করা হয়ে থাকলে কতগুলি কেস ডিসপোজড আপ করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ফিফটি নাইন কেসেস আর সাবজুডিস ইন দি কোর্ট অ্যাণ্ড দি রিমেনিং কেসেস আর পেণ্ডিং ইনভেষ্টিগেশন। আর কিছু ডিসপোজড আপ করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ট্রাইবেল এরিয়াতে কালপ্রিট-দের ধরা শক্ত কারণ ট্রাইবেল কালপ্রিটদের নাম বলতে চায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন নাম বলতে চায় না। এটা কি ভয় থেকে না অন্য কোন কারণে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা সাইকোলজিক্যাল।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) কমলপুরের হারেরখোলা ও কলাছড়ি কলোনীতে মোট কত পরিবার উদ্বাস্তুকে পুনর্বসতি দেওয়া হইয়াছে,	১) হারেরখোলা কলোনীতে ৮৩টি পরিবারকে এবং কালাছড়িতে ২৪৭টি পরিবারকে মোট ৩৩০টি পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছিল।
২) ঐ সকল পরিবারের সকলই কি সম পরিমাণ জমি পাইয়াছে ? যদি সমপরিমাণ জমি না পাইয়া থাকে তাহার কারণ কি,	২) আটটি পরিবার ছাড়া হারেরখোলা কলোনীতে এবং কালাছড়ি কলোনীতে ৩৩০টি পরিবারের প্রত্যেকের নামে দুই একরের সামান্য বেশী জমি এ্যালট করা হয়েছে। জমির স্বল্পতা হেতু হারেরখোলা কলোনীর আটটি পরিবারের প্রত্যেককে দুই একর জমির কম পরিমান জমি এ্যালট করা হয়েছে।
৩) ইহা সত্য কি না যে হারেরখোলা কলোনীবাসীগণের মধ্যে যাহাদের জমির পরিমাণ কম ছিল তাহাদিগকে পরে কলাছড়ি কলোনীর খাসের জায়গাতে স্থান দেখাইয়া লোন দেওয়া হইয়াছিল যাহার ফলে সেই স্থানে রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট'এর এলটমেন্ট রেজিস্টার অনুযায়ী ম্যাপ ও জায়গার মিল নাই,	৩) হারেরখোলা কলোনীর আটটি পরিবার যাহাদের এ্যালট করা জমির পরিমাণ দুই একরের কম, তাহাদিগকে কালাছড়িতে খাসের জমি থেকে বক্রী জমি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারা ঋণও পাইয়াছে। এই সকল এ্যালট করা প্লট কালাছড়ির পুনর্বাসন বিভাগের এ্যালটমেন্ট রেকর্ডে রেকর্ড করা হইয়াছে এবং জমি ও রেকর্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল আছে।
৪) যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি ?	৪) উপরোক্ত তথ্য মতে ইহা সত্য নহে।

মিঃ স্পীকার ঃ শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) June 66 থেকে Oct, '68 পর্য্যন্ত অমরপুর মহকুমায় কতটা ডাকাতি ও চুরি হইয়াছিল ?

২) বর্ত্তমানে কতটা Case court-এ বিচারাধীন আছে ?

৩) কতজন ব্যক্তিকে ১নং প্রশ্নে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চোর বা ডাকাত সন্দেহে পুলিশ arrest করিয়াছিল ও কতজনকে বিচারে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) }
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে --
৩) }

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৯ স্যার।

প্রশ্ন

(১) ধ্বজনগর হোমগার্ড ট্রেনিং ক্যাম্পের ট্রেনিং দেওয়া অবস্থায় ক্যাম্পের উর্দ্ধতন কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক কোন ট্রেইনী কাঠোরভাবে প্রহৃত হইয়া উদয়পুর হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল কি না ;

(২) হইয়া থাকিলে কোন তারিখে কতজন হইয়াছে ;

(৩) বিশেষরূপে চিকিৎসার জন্য আহত কোন ট্রেইনীকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে কি না ;

(৪) হইয়া থাকিলে বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা কিরূপ এবং তাহার নাম ধাম কি ?

উত্তর

(১) না

(২) }
(৩) } প্রশ্ন উঠে না।
(৪) }

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সুনীলচন্দ্র দেববর্ম্মা ১৫।১১।৬৮ এ বেড নং ৮, উদয়পুর হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ : - One Home-gaurd trainee Shri Sunil Ch. Deb Barma, S/o. Shri Birendra Deb Barma sustained some injury on 15. 11. 68. The injured trainee informed the O/C Training Centre and he was transferred to Udaipur Hospital for Medical aid. The Trainee returned to the Camp on 30. 11. 68 and he completed his training course thereafter.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৭।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

(১) ত্রিপুরায় ১৯৬৪ইং সন হইতে ১৯৬৮ ইং সন পর্য্যন্ত কতকগুলি আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে।

(২) কি কি কারণে বেশীর ভাগ আত্মহত্যা হইয়া থাকে ?

উত্তর

(১)
(২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫৪ স্যার।

QUESTION

1) Whether a petition was submitted to the District Magistrate and Collector, Tripura who is also the President, D. S. S & A. Board, Tripura against the Secretary D. S. S & A. Board, Tripura on 15. 12. 61 & 12. 11. 68 (Ref. Ex. 99/p/68 of 12. 11. 68) by the Tripura Ex-Soldiers association, Krishnanagar, Agartala affiliated to the Indian Ex-Service League, New Delhi.

2) Whether it is fact that the rehabilitation of the Ex-Jawan has totally failed due to the mal-practices of the Secretary D. S. S & A Board. Though the abandant land has been acquired by the Govt. for the rehabilitation of Ex-Jawans

ANSWER

1)
2) The materials are under collection.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৬৮ সালে মোট কতজনকে নূতন চাকুরী দেওয়া হইয়াছে?

২) এই চাকুরীগুলিতে চাকুরী দিবার সময় জাতি হিসাবে কি নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে?

৩) চাকুরীতে কি জাতি বৈষম্য অবলম্বন করা হইয়াছে?

৪) নিম্নলিখিত জাতিগুলির চাকুরীপ্রাপ্ত সংখ্যা কি?

তপশীল জাতি

উপজাতি

সাধারণ

উত্তর

১) ২,০৮৩

২) এই চাকুরীগুলিতে চাকুরী দিবার সময় সরকারের নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী তপশীল-ভুক্ত জাতির জন্য ৭½% ও উপজাতির জন্য ৩০% পদ সংরক্ষণ জাতি যথাসম্ভব অবলম্বন করা হইয়াছে।

৩) উপরোক্ত বিধি অবলম্বন ব্যতিরেকে, সরকারা চাকুরীতে কোন জাতি বৈষম্য নীতি অবলম্বন করা হয় না.

৪) নিম্নলিখিত জাতিগুলির চাকুরী প্রাপ্ত সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

তপশীল জাতি--	২৪৭
উপজাতি—	৪৫৩
সাধারণ	১৩৮৩

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট মাইনরিটি কমিউনিটির কতজন চাকুরী পেয়েছেন সে হিসাব আছে কি ?

শ্রী এস. এল, সিংহ : -এই তথ্য সাধারণে পড়ে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, মাইনরিটি কমিউনিটির শিক্ষিত ছেলেরা চাকুরী না পাওয়ার দরুন মাতৃভূমি ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ধর্ম্মনিরপেক্ষ ত্রিপুরা থেকে একটা ধর্ম্ম লোপ পেয়ে যাচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাকুরী না পেলে দেশ পরিত্যাগ করে চলে যায় এটা একটা নূতন তথ্য। আমি ইহা শুনে দুঃখিত। অন্যান্য যারা তপশীল এবং উপজাতি ব্যতিরেকে আছেন তাদের সমস্তকেই "সাধারণের" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কনষ্টিটিউশান অনুসারে এবং সেখানে অনেকেই বেকার আছেন। অতএব আমার জানা নেই যে বেকারেরা সব পাকিস্তান চলে গিয়েছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এই ২০৮৩ জনের মধ্যে মুসলমান কতজন আছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কতজন হিন্দু, কতজন মুসলমান এইভাবে কোন হিসাব করা হয়নি, সাধারণ হিসাবেই করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এখানে প্রশ্নে স্পেসিফিক্যালি আছে যে মুসলমান

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মুসলিম ইজ নট জাতি, ইট ইজ কমিউনিটি।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারাবল মেম্বারের যে প্রশ্নটা ছিল সেটা এডিট করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—সাধারণের মধ্যে একটা সম্প্রদায়কে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে রাখার প্রয়োজন কি ?

শ্রীএস এল. সিংহ :—ব্যাকওয়ার্ডের জন্য কোন চাকুরী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—১৯৬৭-৬৮ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান যুবককে গেজেটেড পদে চাকুরী পায় নি. সেটা কি সত্য ?

শ্রীএস, এল. সিংহ ঃ—সেটা আমার জানা নেই। আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—চাকুরী ব্যাপারে মাইনরিটির কোন সুযোগ সুবিধা আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল. সিংহ ঃ—চাকুরীর ব্যাপারে মাইনরটি বা ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির সুবিধা নাই।

প্রশ্ন

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 633

Shri S. L. Singh :—(Minister in-charge of Home Police Department)

Starred Question No. 633

(১) গত ১৯৬৮ সালের ১১ই এপ্রিল কমলপুরে পুলিশের গুলি চালনা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার কাজ সমাপ্ত হয়েছে কি না ?

(৪) হয়ে থাকলে উক্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধান সভায় উপস্থিত করা হইবে কি না ?

উত্তর

(১) হঁ্যা।

(২) রিপোর্ট বিবেচনা করার পর জন-স্বার্থে রিপোর্ট বিধান সভায় পেশ করা হইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইবে—

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার প্রশ্নের মধ্যে আছে যে তদন্ত কমিশনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—(চীফ মিনিষ্টার)—হ্যাঁ, বলা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—যদি সমাপ্ত হয়ে থাকে, তবে কত তারিখে রাজ্য সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—(চীফ মিনিষ্টার)—রিপোর্ট বিবেচনা করার পর জনস্বার্থে রিপোর্ট বিধান সভায় পেশ করা হইবে কি না তাহা বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইনকোয়ারী কমিশন তার রিপোর্ট শেষ করার পর কত তারিখে তা রাজ্য সরকারের কাছে সাবমিট করেছে ?

Shri S. L. Singh :—(Chief Minister)—I want notice, Sir.

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 650

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 650

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই জায়গাতে একটু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—সেটা হচ্ছে উদ্বাস্তুর একটা বিশেষণ 'বহিরাগত উদ্বাস্তুর' উদ্বসত্ত্ব যদিও হয়ে থাকে সেটা আবার কোয়ালিফাইং এ্যাডজেক্টিভ দিয়ে হয়েছে বহিরাগত উদ্বাস্তু।

মিঃ স্পীকার :—জেনারেলী ইট মিন্‌স দ্যাট রিফুইজি ফ্রম আদার ষ্টেটস।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—(চীফ মিনিষ্টার)—

১। ১৯৫৮ ইং সনের পর ত্রিপুরায় বহিরাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে কি না ? ২। যদি দেওয়া হইয়া থাকে তবে কত পরিবার দেওয়া হইয়াছে ?	১৯৫৮ ইং সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে সকল উদ্বাস্তু আসিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে যাহাদের ঋণ মঞ্জুর করা যায় নাই ও যে সকল উদ্বাস্তু অনাথা শিবিরে ছিলেন, কেবল তাহাদেরই মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী ১৯৫৮-৫৯ ও ১৯৬০-৬১ আর্থিক সনের মধ্যে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগে ৮১৩৮ পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।
৩। তাহাদের কোন্ কোন্ বিভাগে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে ?	বর্ত্তমানে সঠিক বিভাগ ভিত্তিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে।

প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে উপরোক্ত ৮১৩৮ পরিবার পুরাতন উদ্বাস্তু ব্যতীত ৩৫০৭ পরিবার নূতন উদ্বাস্তু যাহারা ১৯৬৪ ইং ও ১৯৬৮ ইং সনের মধ্যে ত্রিপুরায় বিভিন্ন বিভাগে স্থাবর

সম্পত্তি বিনিময় করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের পরিবার পিছু ৩০০৲ টাকা হারে বলদ ক্রয় করার জন্য ঋন দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৬।

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 716

প্রশ্ন	উত্তর
(১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে বেশ সংখ্যক লোক আছে যাহারা উদ্বাস্তু অথচ উদ্বাস্তু হিসাবে তাহাদের কোন রেকর্ড রিলিফ কিংবা অন্য Department এ নাই ?	সম্ভাবনা আছে।
(২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে উদ্বাস্তু হিসাবে তাহাদের নাম রেকর্ড করা হইবে কি ? অথবা তাহাদিগকে ত্রিপুরার অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করা হইবে কি ?	যেহেতু তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত দলিলাদি সহ পুনর্ব্বাসন বিভাগে উপস্থিত হইতে পারেন নাই বা হন নাই। তাহাদের নাম উদ্বাস্তু হিসাবে রেকর্ড করায় বিধান নাই। আইন নির্দ্দেশ পালন করিয়া ভারতীয় নাগরিক হওয়ার বিধান আছে।
(৩) এইরূপ ননরেকর্ডেড্ উদ্বাস্তু সংখ্যা কত ?	এইরূপ উদ্বাস্তুর কোন রেকর্ড অত্র বিভাগে রক্ষা করা হয় নাই।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 427

Shri S. L. Singh :— Starred Question No. 527

(a) Whether the Government is making any representation or reference to the Central Government for the purpose of appointing a whole-time-Judicial Commissioner exclusively for Tripura ?

(b) How many cases are pending in the court of the Judicial Commissioner for more than 2 years ?

(c) How many are the cases of Jail appeals pending in the Court of the Judicial Commissioner for more than one year ?

(d) What is the total number of prisoners suffering imprisonment inspite of Jail appeals pending in the court of the Judicial Commissioner ?

Answer :—

(a) No. But owing to a rise in the number of cases in the court, demand for appointment of full time Judicial Commissioner exclusively for Tripura is becoming strong and persistent.

(b) 259.

(c) 12.

(d) 17.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নের সি অংশের কোন উত্তর পাইনি।

শ্রীএস. এল. সিংহ :- বলেছি ত ১২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একজন লোক জেলে থাকা অবস্থায় সে জেল মুক্তির জন্য এপিল করলো অথচ জাজমেন্টের পর দেখা গেল যে তার জেলের টার্ম শেষ হয়ে গেছে, এতে কি লোক সাফার করে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—নিশ্চয় সাফার করে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—হোল টাইম জুডিসিয়াল কমিশনারের জন্য কোন তারিখে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে লেখা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ : আমি বলেছি যে সেটা লেখা হয়নি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে শত শত কেস এই ভাবে পেণ্ডিং আছে তাতে যে সর্ব সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেজন্য একজন হোল টাইম জুডিসিয়াল কমিশনারের কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ — আমি মনে করি, সেই সম্বন্ধে একটা সাপলিমেন্টারী আমি আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি A-resolution of the Tripura Bar Association was submitted to the Chief Commissioner regarding appointment of a permanent Judicial Commissioner exclusively for Tripura. for having a high court branch here.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে প্রস্তাবটা আছে তাতে দেখলাম যে একজন জুডিসিয়াল কমিশনার এখানে হয়তো হবে কিন্তু তিনি কি বাঙ্গালী হবেন কি অবাঙ্গালী হবেন ? কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে ট্রান্সলেট করতে হলে অনেক সময় লেগে যায়—এখানে ডিসিশানগুলি হয় বাংলাতে অথচ জুডিসিয়াল কমিশনার এগুলিকে ইংরেজীতে ট্রান্সলেট করে নেন। এজন্য যদি বাঙ্গালী জুডিসিয়াল কমিশনার হন তাহলে এই যে ট্রান্সলেট করতে অনেক টাইম লাগে সেটা অনেকটা সর্ট হয়ে যাবে।

শ্রী এস, এল, সিংহ—We can not think like this.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জায়গাতে বাঙ্গালী জজ না হওয়ার কোন কারণ আছে কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) —এই রকম বিধান আছে বলে আমার জানা নেই। কারণ বাঙ্গালীর জায়গায় বাঙ্গালী জজ হবে, ত্রিপুরীর জায়গায় ত্রিপুরী জজ হবে, মণিপুরীর জায়গায় মনিপুরী জজ হবে তা সম্ভব নহে। এইরূপ বিধান ভারতবর্ষের কনষ্টিটিউশানে নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রেকর্ডের মধ্যে হাজার হাজার পিটিশন থাকে, ঐ সমস্তপিটিশনগুলি টাইপ করার জন্য কনষ্টিটিউশনে বলা হয় নি। এতে যদি একজন বাঙ্গালী জজ হয় তাহলে সমস্ত পিটিশনগুলি উনি ষ্টাডি করতে পারেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি হাই কোর্টে এখন পর্য্যন্ত যে বিধান আছে, তাতে সেখানে সব কিছুই ইংরেজীতে হয় এবং সুপ্রিম কোর্টে ও সেগুলি ইংরেজীতেই হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে ইংরেজীতে ট্রান্সলেট করার বিধান আছে, কনষ্টিটিউশানে কিন্তু পিটিশানগুলি ট্রান্সলেট করার কোন বিধান নেই, সেই কারণে তে আমি বলতে চাই যে যদি বাঙ্গালা জুডিসিয়াল কমিশনার হয় তাহলে এটা একটা সুবিধা হয়

শ্রী এস, এল, সিংহ — ইট ডিপেণ্ডস আপন দি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরা বার এ্যাসোসিয়েসন যে প্রস্তাবটা মাননীয় চীফ কমিশনারের এবং কাউন্সিল অব মিনিষ্টারদের কাছে দিয়েছেন, তারপরবর্ত্তী পর্য্যায়ে সেটার কি করেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে হাই কোর্টে কেস বাংলাতে করা যাবে কিনা, কারণ আমাদের এখানে একজন জাজ আছেন, আর হাই কোর্টে তিন জন থাকেন, তারপরে চীফ জাষ্টিস তো আছেনই। তবে একজন লোকের দ্বারা পুরাপুরি জাষ্টিস মেনটেইন করা সম্ভব নয়। অতএব আমাদের চিন্তা করতে হবে if Tripura সুড বি আনডার দি ক্যালক্যাটা হাই কোর্ট অর এ সেপারেট জাজ সুড বি এ্যাপয়েন্টেড অনলি ফর ত্রিপুরা। দিস ডিসিসান ইজ উইথ দি কাউন্সিল অব মিনিষ্টাস নাউ।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are 11 Unstarred Questions to-day. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred Questions and the Starred Questions which are not answered.

RULING OF THE SPEAKER

Mr. Speaker—Now I am giving my ruling on the question of Breach of Privilege raised by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., has raised a point of privilege alleging that in furnishing evidence before the Bakshi Enquiry Commission on the proceedings of 29. 8. 66 without order of the House Sharvasree U. K. Roy, M L. A., Renu Chakraborty. M. L. A.. and Manchor Ali. Deputy Minister have committed breach of privilege of the House. Shri Aghore Deb Barma

has not furnished any document to indicate what were the actual facts of evidence furnished by the persons alleged. It is a fact that none of the members and officials of the House can furnish any evidence before any court of law without leave of the House. But as Shri Aghore Deb Barma could not produce any text of their evidence, it is difficult on my part to determine the prima-facie in the contention of Shri Deb Barma. I, therefore, decided to ask the members concerned if they furnished evidence on the proceedings of the business of the House, On enquiring from them, it has been revealed to me that the evidence furnished by them did not relate to the proceedings of of the House. The definition of the parliamentary proceedings should be read as follows :—

The term "proceedings in Parliament" or the words "anything said in Parliament" have not so far been expressly defined by courts of law. However, as a technical term, these words have been widely interpreted to mean any formal action, usually a decision taken by the House and in the whole precess, the principal part of which is debate, by which it reaches a decision. The term thus cannot be more than mere speeches and debate.

The term "proceedings in Parliament" cover both the asking of a question and the giving of written notice of such question. and includes everything said or done by a member in the exercise of his functions as a member in a Committee of either House, as well as everything said or done in either House in the transaction of parliamentary business.

In view of the above. I do not find any prima-facie in the point of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma. M. L. A. , and rule out the question.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
(MOTION)

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is private members' Motion. Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that--

"The Food Policy of the Government be taken into consideration."

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য রাখার পূর্ব্বে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব এবার গভর্ণমেন্টের যে ফুড পলিসি এই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে কিছু আলোকপাত করার জন্য। উনি যদি আলোকপাত করেন এবং রাজ্য সরকারের খাদ্য নীতিটা কি, উনি যদি তার উপর বক্তব্য রাখেন তাহলে আলোচনা করতে সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। অতএব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারের খাদ্যনীতির উপর আলোকপাত করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে আমি এই আলোচনা করব।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস।

শ্রীএস, এল, সিংহ—প্রকিউরমেন্ট, ডিসট্রিবিউশন, স্কেল অব ইস্যু, মেনটেনেনস অব প্রাইস লাইন ফর অপেন মার্কেট অব রাইস অ্যাণ্ড প্যাডি, সাপ্লাই টু টি গারডেনস এবং বাফার ষ্টক অব সাম এসেনসিয়াল কমোডিটিজ। এই স্কীমগুলি অনুসারেই ত্রিপুরার খাদ্যনীতি পরিচালিত করা হয়েছে। ত্রিপুরা ডেফিসিট এবং সেই ডেফিসিট প্রতি বছরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইবার আমরা ৭১ হাজার মেট্রিক টন অব ফুড গ্রেন্স এর জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেন্টকে জানিয়েছি। তার মধ্যে চাউল থাকবে ৩৫,৯০০ মেট্রিক টন, আর ৩৫,০০০ মেট্রিক টনস অব হুয়িট। এটা হল সেন্টার থেকে। আর গত বৎসর থেকে আমরা এখানে প্রকিউর করছি এবং সেই প্রকিউরমেন্ট সাড়ে বার কাণি এবং তদূর্ধে যার জমি আছে তার থেকেই আমরা ফুড গ্রেইনস (রাইস অ্যাণ্ড প্যাডি) প্রকিউর করছি। চাউলের মূল্য আমরা ধার্য্য করেছি কুইন্টাল ৯১ টাকা ১৩ পয়সা আর ধানের মূল্য কুইন্টাল ৫৬ টাকা ২৫ পয়সা এবং সেই অনুসারে এখানে প্রকিউরমেন্ট করা হচ্ছে। ডিসট্রিবিউশন যেটা করা হচ্ছে, বিলি যেটা আমরা করি সেটা ইনফরম্যাল রেশনে এখানে করা হয়েছে এবং তাতে ফেয়ার প্রাইস সপ এখন আছে ১৯৬৮ থেকে have been allowed to continue during the current year also, At the end of December, 1968 some 214 fair price shops were in operation all over the Territory covering a population of about 9 lakhs. It is the policy of the Government to open fair price shops wherever supply f rice in the open market becomes scarce. So depending upon availability of stock with the Government larger number of fair price shops may be required to be opened during lean months. Since Tripura is solely dependent upon supply of rice from Central Govt. stock for maintaining public distribution arrangement has been made to fix the quantum issue of rice content in the scale of ration keeping an eye on the supply that may be made available from Govt of India. This being the position it may not be possible to raise the rice content in the existing scale of ration according to the demand of the public.

(Statement read out by the Chief Minister on the Food policy was laid on the Table of the House as directed by the Speaker).

PROCUREMENT

Tripura is a deficit area in production of rice. As increase in local production of rice is not commensurate with the gradual rise in population in the Territory the extent of deficit widens year after year. To meet the deficiency a substantial quantity of foodgrains is imported from Central Govt. stock every year. For the current year this Government has placed indent with the Central Government for supyly of about 71,000 M. T. of foodgrains in the shape of 35.900 M. T. of rice and 35,000 M. T. of wheat. But due to paucity of stock of

rice in Central Pool Central Government may not be in a position to supply required quantity of rice of this Territory as per demand of this Government. Major portion of the demand of foodgrains is, however, expected to be met by supply of wheat from Central Government stock. This being the position it may be difficult to release larger quantity of rice through larger number of fair price shops of the Territory. Endeavour will, however, be made to release adequate quantity of wheat through fair price shops subject to supply of indented wheat by Central Government.

Side by side import from Central Government stock this Government feels it absolately necessary to built up stock by local procurement of rice and paddy in the Territory so as to run the informal rationing system. This Government also feels that whatever quantity of rice/paddy is procurred locally it will stand in good stead to keed the informal rationing system running. With this end in view this Government has decided to implement a scheme for local procurement of rice in this Territory this year alike last year. The execution of the scheme is under way. The scheme envisages purchase of rice and paddy on Government account at fixed price of Rs. 93·73 p. per quintal of rice and Rs. 56·25 p. per quintal of paddy from voluntary offers and by requisitioning of surplus crops of producers owning lands of and above 5 acres according to provision of Tripura Foodgrains Requisition order, 1960. There are instructions to make assessment of surplus crops of producers owning lands of and above 5 acres after giving allowance of 30 Kg. of paddy per month for 7 month per member of a family calculated on the basis of actual yield of paddy per acre and 75 Kg. of paddy per acre for seed purpose. Local procurement is also undertaken as a measure for price support in the surplus pockets and also in the border areas to arrest smuggling across the border.

DISTRIBUTION

The informal rationing system will be contained during 1969. The foodgrains imported from Central Government stock as well as procured locally will be released for consumtion through fair price shop against

family cards. The fair price shops as were in operation at the end of December, 1968 have been allowed to continue during the current year also. At the end of December, 1968 some 214 fair price shops were in-operation all over the Territory covering a population of about 9 lacs. It is the policy of the Government to open fair price shops wherever supply of rice in the open market becomes scarce. So depending upon availability of stock with the Government larger number of fair price shops may be required to be opened during lean months.

Scale of issues : Since Tripura is solely dependent upon supply of rice from Central Govt stock for maintaining public distribution arrangement Government has to fixe the quantum issue of rice content in the scale of ration keeping an eye on the supply that may be made available by Govt. of India. This being the position it may not be possible to raise the rice content in the existing scale of ration according to the demand of the public. At present 2000 grams of wheat/atta per adult per week and half that quantity per minor per week is uniform for all places of Tripura except some vulnerable tribal areas, rural areas of Sadar Sub-Division, Urban and semi-urban areas of Sadar (Agartala where scale of issue is as follows) : –

	Rice (per adult per week)	Wheat (per adult per week)
(i) Tribal areas	1000 grams	1000 grams
(ii) Sadar Urban	1000 ,,	1500 ,,
(iii) Sadar Semi-Urban (a)	1000 ,,	1500 ,,
(b)	750 ,,	1750 ,,
(iv) Sadar Rural	750 ,,	1250 ,,

and half that quantity per minor per week.

Depending upon availability of stock Govt. will try to maintain the scale of issues as in operation in different places of the Territory at present.

Maintentace of price line for open market rice and paddy: Various regulatory measures as are in force at present will be continued so as to maintain the price line of open market rice and paddy. If need be, price line will be maintained by opening larger No. of fair price shops subject to availability of stock with the Government.

Supply to Tea gardens.

To feed Tea Garden population 2 kgs. of wheat/atta adult per week are being supplied to the garden managements. Stock at the disposal of the Government permitting, the same scale of issue to Tea Garden population is likely to be maintained during the current year also.

Buffer stock of some essential commodities :

One the strength of a scheme sanctioned by the Govt. of India a Buffer stock of salt, pulses, and edible oil is being maintained on Govt. accounts. The scheme aims at always maintaining two months' requirement of this the commodities with the Govt. The stocks are replanished from time to time by disposing of old stocks. According to the policy of Govt. Buffer stock commodities are released through fair price shops. The prices for the same of the commodities are fixed by the Govt. taking into account the Govt. issue price which is determined on no-loss no profit basis and reasonable margin of profit for the seller. If however, the price fixed by the Government is found to be more than the market price, the commodities are sold at the market price and in that case the losses are subsided by the Government as far as practicable.

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister I would request you to lay on the table of the House a copy of your report.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই খাদ্য সমস্যা একটা জাতীয় সমস্যা। এতদিন পর্য্যন্ত সরকারীভাবে আমরা এই বিষয়ে কিছুই জানতাম না। যাই হোক অনারাবল চীফ মিনিষ্টার আজকে রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি তিনি যেন আমাদের এই জটিল সমস্যার উপর ডিসকাশনের জন্য সময় দেন। কারণ জটিল একটা সমস্যার উপর যদি ডিসকাশন করতে হয়, তার মধ্যে পয়েন্টস থাকা দরকার এবং সময়ের দরকার। হঠাৎ আজকে হাউসের মধ্যে শুনে তার উপর আলোচনা করা ঠিক হবে না। তাই আমি অনুরোধ করছি চীফ মিনিষ্টার যে কপিটা হাউসে লে করেছেন তার কপি যেন প্রত্যেক মেম্বারকে দেওয়া হয় এবং অন্য একটা দিন যেন আলোচনার জন্য ধার্য্য করা হয়। আমি এই বিষয়ে চীফ মিনিষ্টারের কাছেও অনুরোধ রাখছি একটা দিন ঠিক করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :—Hon'ble Chief Minister, have you any objection ?

Shri S. L. Singh :—I hope and request the Hon'ble Speaker to keep the tradition and convention of the House.

Mr. Speaker :- There is no such tradition or convention. So I would request the Hon'ble Member to open the discussion. We should follow the convention. You will open the discussion to-day afternoon.

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—ট্রেডিশান বা কনভেনশন যদি না থাকে তাহলে করে নেওয়া যায় কি না ?

Mr. Speaker :—We should follow our old tradition and convention of the House.

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যিনি ফুড পলিসী সম্বন্ধে আলোচনা করতে চান, তিনি নিশ্চয়ই তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন। উনারই ডিসকাশন ওপেন করার কথা। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমতিতে যেটা কোনদিন হয়নি, সেটা আমি করেছি। আগে যিনি মোশান আনবেন তিনিই ডিসকাশান ওপেন করবেন এটাই নীতি। ইনসপাইট অব দ্যাট আই হ্যাভ গিভেন ষ্টেটমেণ্ট।

Mr. Speaker :—When a resolution is given by a Member, the Member concerned will open the discussion. This is our convention.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা একটা ইম্পোর্টেণ্ট জিনিষ, সেইজন্য আবার আমি প্রেস করছি যেন আমাদের ডিসকাশনটা অন্য একটা দিনে করা হয়। সাধারণতঃ আমরা জানি যে মুভার অব দি রিজলুশান প্রথমে আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু এটা একটা জটিল বিষয় বস্তু। সমস্ত বিষয় বস্তুটা যদি না জানা থাকে তাহলে ডিসকাশন করতে অসুবিধা হয়, সেই জন্যই আমি আবার অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি যখন রিজলুশান এনেছেন, আমি ধরে নিতে পারি যে আপনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। কাজেই আজকে আফটারনুনে আপনি ডিসকাশন ওপেন করবেন।

Mr. Speaker :—Next item in the list of business is Private Members' Resolution. Now, I would call on Shri Rabindra Ch Deb Rankhal to move his Resolution that—

এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ডুম্বুর বাঁধ পরিকল্পনা রূপায়ণে যাহাদের জমি জলে ডুবিয়া যাইবে তাহাদিগকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও খাস জমি ভোগ দখলকারীদিগকে বদলি জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।'

As the mover of the Resolution is absent and he has not authorised any Member to move his resolution, the Resolution is deemed to have been withdrawn.

There is another Resolution of Shri Jatindra Kr. Majumder. I would now call on Shri Mazumder to move his resolution that--

In view of the fact that the Old Carmical Bridge on the river Howrah is lying being of no use at present at its present place, this House resolves that 'this bridge be placed on the river Howrah on the road from Ranirgaon to Jarulbachhai to facilitate easy crossing to the people of both the sides of the river.'

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, I beg to move that in view of the fact that the Old Carmichel Bridge on the river Howrah is lying being of no use at present at its present place, this House resolves that this bridge be placed on the river Howrah on the road from Ramirgaon to Jarulbachai to facilitate as crossing to the people of both the side of the river.

এই প্রস্তাবটা যদিও একটা নির্দিষ্ট এলাকাতে বা ঐ এলাকা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য এনেছি তথাপি এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এজন্য আমি বলছি যে আমাদের আগরতলা শহরের পূর্বদিকে রেশমবাগান থেকে চম্পকনগর অবধি তথা বড়মুড়া আসাম-আগরতলা রাস্তার দক্ষিণ পার্শে আঁকা বাঁকা হয়ে বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজার উপর দিয়ে হাওড়া নদী চলে গেছে। সেই হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যে সমস্ত জনসাধারণ ও যে সমস্ত গাঁওসভা, রেভিনিউ ভিলেজ, বাজার, হাট ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থা, ডিসপেনসারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা স্কুল আছে, সে সমস্ত জনসাধারণের এবং সংস্থার পক্ষ থেকে এর সেই সমস্ত বাজার, হাট-এর লোকজন কেনাবেচা এবং তাদের বিভিন্ন কাজে আসাম-আগরতলা রাস্তায় অথবা আসাম-আগরতলার পাশে বা উভয় পাশে যাতায়াত করতে হয়। আমি দেখেছি যে সেখানে ৮টি গাঁওসভা আছে এই হাওড়া নদীর দুই দিকে—যেমন :—তেলাকোণা, পূর্বনোয়াগাঁও, রাধা মোহনপুর, রাধাপুর, পূর্ব চাম্পামুড়া, মেখলা পাড়া, জয়েজরনগর, জিরানীয়া খোলা ইত্যাদি ৮টি গাঁওসভা বা রেভিনিউ ভিলেজ এর পরিবারের সংখ্যা হবে ন্যূনপক্ষে সাড়ে তিন হাজার এবং সেই সমস্ত পরিবারগুলির লোক সংখ্যা হবে ১৬ থেকে ১৭ হাজার এর মধ্যে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে গাঁওসভাগুলির কথা উল্লেখ করেছি, তাছাড়া হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যেসব বিভিন্ন জায়গা আছে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে জনসাধারণকে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে হাওড়া নদী ক্রস করে বা পার হয়ে এই আসাম-আগরতলা রাস্তায় উঠতে হয়। আমি যে কয়েকটি গাঁওসভার কথা উল্লেখ করেছিলাম, তা ছাড়াও গাবর্দি এবং জাকুলবাচাই, রামবাবু, বাশখোলা, টাকারজলা, জম্পুই ইত্যাদি কতগুলি বাজার আছে, সেই বাজার-হাটগুলিকে অবলম্বন করে ঐসব অঞ্চলের বহু লোককে বা কৃষককে, ল্যাণ্ডলেস কলোনীর লোকদের, কো-অপারেটিভ ইত্যাদির জনসাধারণকে এই আসাম-আগরতলা রাস্তার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং এই সমস্ত জায়গার লোকসংখ্যাও কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫ হাজার হবে। মোটামুটি আমার কথা হচ্ছে, হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যে সমস্ত গাঁওসভা বা অন্যান্য জায়গায় যে সব লোক আছে তার মোট লোকসংখ্যা হবে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৭ হাজার। সেই সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষক, কৃষিজীবি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সমস্ত জায়গার কথা আমি উল্লেখ করলাম, সেই সমস্ত জায়গার লোকেরা এই হাওড়া নদী পার হয়ে এই পাড়ে বাজার করতে হয়, ঐসব বাজারে তাদের কৃষিজাত পণ্য বিক্রি করে, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করে এবং কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ধানের বীজ, সার ইত্যাদি সংগ্রহার্থে এবং তাদের গরু মহিষাদির রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের আসা যাওয়া করতে হয়। এই ভাবে তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে বা বিশেষ প্রয়োজন বোধে তাদের এই হাওড়া নদী পার হয়ে আসতে ও যেতে হয়। যে কয়েকটি বাজারের কথা বললাম, তাছাড়া জিরানীয়া বাজার,

রাণীর বাজার, চম্পকনগর বাজার, মোহনপুর বাজার, অতন্দ্র বাজার, মান্দাই বাজার, নৃপেন্দ্রনগর বাজার হাওড়া নদীর উত্তর পাড়ে যেগুলি আছে সেগুলি করবার জন্য নদী পার হয়ে জনসাধারণকে আসতে হয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে এসব অঞ্চলে কৃষিজীবিদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, কাজেই যারা কোন না কোন কারণে বা ব্যবসাদি উপলক্ষ্যে অথবা সরকারী সংগ্রহের জন্য সেই সমস্ত জায়গাতে বিশেষ করে যেতে হয়। এই হাওড়া নদী এমনভাবে ঐ সমস্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে আটকিয়ে রাখে মাঝে মাঝে, প্রায় বছরে ৬ মাস তার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ যদি কোন রকম আপদ বিপদ আসে যেমন কোথাও ভগবান না করুন আগুন লাগে- ফায়ার ব্রিগেড সব সময়ে আগরতলাতে তৈরী থাকা সত্বেও, সেখান থেকে রাণীর বাজার বা জিরানীয়ার সংগে টেলিফোনে সংযোগ করলেও সেই সমস্ত জায়গাতে ফায়ার ব্রিগেড আগুন নিবাবার জন্য তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না। তখন জনসাধারণকেই এই নদীর দুইদিক থেকে পারাপার হয়ে বা যেখানে আগুন লাগলো সেখানে গিয়ে তা নিবাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে করে আমাদের যে ফায়ার ব্রিগেড আছে তার সাহায্য তারা পেতে পারবে না, এবং যেটুকু লাঞ্ছনার হাত থেকে তারা বাঁচতে পারত সেটাও পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এছাড়া ঐসব অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি এবং খুন ইত্যাদি বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকায় আছে এবং নন-ট্রাইবেল এলাকায়ও চলছে। কাজেই হঠাৎ করে থানাতে খবর যদি দিতে হয়, বা যোগাযোগ করতে হয়, তাহলে সেখানকার জনসাধারণের সেই সুযোগ হয়ে উঠবে না, তাতে অনেক সময় লাগবে। শুধু সময়ই নয়, এমনও হয় যে হাওড়া নদীতে অনেক সময় এত জল থাকে যে, ২।৩ দিন পর্যন্ত জনসাধারণকে দক্ষিণ পাড় থেকে উত্তর পাড়ে, অথবা উত্তর পাড় থেকে দক্ষিণ পাড়ে যাতায়াত বন্ধ রাখতে হয়। কাজেই এইদিকে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করছি। এদিকে যদি আমাদের দৃষ্টি দিতেই হয় বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের যে খাদ্য সমস্যা আমাদিগকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এর কাছ থেকে খাদ্য আনতে হয়, এখানকার জনসাধারণের মধ্যে বিলি করবার জন্য। আজকে আমরা যেভাবে খাদ্য আন্দোলনের—অর্থাৎ অধিক ফসল ফলানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যদি দেখা যায় তাহলে যারা কৃষিজীবি আছে বা অন্য যারা অকৃষিজীবি আছে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে বা সরকারের বিভিন্ন কাজে এবং বিভিন্ন ডেমনস্ট্রেশনের ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষার্থে আজকের দিনে সেটা অত্যন্ত দরকার। সেই সমস্ত কৃষিজীবির বা জনসাধারণের যে ধরণের অসুবিধা হয় সেই রাস্তা না থাকার জন্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রাস্তার জন্য বলছি না, কিন্তু সেটারও দরকার আছে। রাস্তাঘাট হচ্ছে এবং হবে—বিশেষ করে এই হাওড়া নদীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের জনসাধারণের বিশেষভাবে ক্ষতি হচ্ছে এই নদী থাকার দরুণ। এই হাওড়া নদীর জন্যই সেখানকার জনসাধারণের কাছে একটা দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে উঠেছে।

তাই যদি সেখানকার জনসাধারণের সংগে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, সেখানকার জনসাধারণকে আমাদের বাঁচাতে হয়, সেখানকার জনসাধারণের জীবনকে বাঁচাবার প্রচেষ্টা করতে হয়, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়, স্বাস্থ্যের কথা আমি বলছি এই জন্য যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আগে সেখানে

ভ্যাকসিন দেওয়া বা প্রিভেনটিভ নেওয়া সম্ভব হয় না যাতায়াতের অসুবিধার জন্য। কলেরা লেগে গেলে পরে যদি কোন ঔষধ দেওয়া হয় সেটা পরের কথা। এটা যদি আগে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারা যায়। আর তা না হলে পরে ঔষধ দিয়ে কোন ফল কিনারা পাওয়া যায় না। সেই রোগীকে তখন ধরে রাখা যায় না, তাকে আটক করে রাখা যায় না, জনসাধারণকে বাঁচানো যায় না। তারপর একটা কথা আছে, সেই কথাটা হচ্ছে যে আমাদের কৃষিজীবি যারা উন্নত প্রথায় সরকারের কাছ থেকে এবং জনসাধারণের যারা উন্নত প্রথায় চাষাবাদের জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাতে আমরা জনসাধারণ লক্ষ্য করেছি যে এপিডেমিক যখন লাগে, পোকার আক্রমণ যখন হয় ক্ষেতে তখন এমন অবস্থা দেখা দেয় যে তাড়াতাড়ি ঔষধ পাওয়া যায় না, কারণ এপারে আসা যায় না। এখানে জিরানীয়া ব্লক অফিসটা হাওড়া নদীর উত্তর দিকে অবস্থিত। সেই ব্লকের সংগে সব সময় যোগাযোগ রাখতে হবে এবং সেখানকার জনসাধারণ হয় বাইসাইকেলে না হয় হাঁটা পথে আগরতলার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে। তারই জন্য আমি বলছি যে সব সময় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শিক্ষা, আমাদের কৃষি, আমাদের ইনডাষ্ট্রি, আমাদের সমবায়, সব দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমাদের জনসাধারণকে যাতায়াত এবং হাওড়া নদী পার হওয়ার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই বিধানসভায় এই প্রস্তাব এনেছি। এই প্রস্তাব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং সেটাকে যদি আমরা দরদ দিয়ে দেখি তা হলে আমাদের এটাই রাখতে হয় যে যদিও আমাদের আর্থিক দিক দিয়ে অসংগতি আছে তবুও আমাদের লাভ হবে যদি আমরা হাওড়া নদীর জগন্নাথ ব্রীজের কাছে যে কারমাইকেল ব্রিজটা আছে, এখনো সেই ব্রিজটা অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে, সেটাকে কাজে লাগালে পরে, এই পুরনো ব্রিজটাও কাজে আসতে পারে, তারি পরিপ্রেক্ষিতে আমি প্রস্তাবটা এনেছিলাম যে রাণীরগাও—জারুলবাচাই যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তাটা হাওড়া নদীর দুই পারে পর্যন্ত আছে। সেই রাস্তাটা পি, ডবলিউ, ডি,-এর রাস্তা। সেই রাস্তা মেনলী আমি একটা পয়েন্ট উল্লেখ করলাম রাণীরগাও—জারুলবাচাই রোড। সেই রাস্তায় যদি সেই কারমাইকেল ব্রীজটা নিয়ে ডিসমেন্টাল করে সেখানে প্লেস করা যায় তা হলে আর্থিক দিক দিয়ে অসঙ্গতি থাকা সত্বেও আমরা নূতন একটা ব্রিজ করার হাত থেকে রক্ষা পাব এবং পুরাণো ব্রিজটাকে জনসাধারণের কাজে লাগাতে পারব। আমি এই রাস্তাটার কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে তিনটা পয়েন্ট আছে, একটা খয়েরপুর, একটা রাণীরগাও—জারুলবাচাই আর একটা জিরানীয়া। এই তিনটা পয়েন্টের মধ্যের জায়গাটা হল রাণীরগাও—জারুলবাচাই রোড যে জায়গার নাম আমি উল্লেখ করেছি। তিনটা রাস্তায় একই সংগে আমাদের ব্রিজ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তার জন্য আমরা অন্ততঃ একটা পুলের ব্যবস্থা করলে আপাতত জনসাধারণ চলাচল করতে পারবে। বিভিন্ন দিক দিয়ে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা পাবে। সেই জন্য আমি এই জায়গার নাম উল্লেখ করেছি। অন্য যে দুইটা পয়েন্ট আছে সেগুলিতেও পুল করা দরকার কিন্তু আমরা এক সংগে এতগুলি পুল করতে পারব কিনা সেটা চিন্তার বিষয়। তাই আমি আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ্য রেখে বলছি যে অন্যগুলি যখন হবে তখন হবে। হলে ভাল, হওয়া দরকার। কিন্তু এখুনি এই পুল না করলে জম্পুই এলাকা, টাকার-

জলা এলাকা, গাবর্দি এলাকা, বাধারঘাট এলাকা, চন্দ্রনগর এলাকা, এই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত কৃষকরা আছে, বিশেষ করে টাইবেল কৃষকরা যারা আছে তাদের সকলকে বাজারে আসতে হয় কৃষির উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে কৃষির কাজ করতে হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই প্রস্তাবটা বিধানসভায় এনে মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই প্রস্তাবটার দিকে যাতে লক্ষ্য রাখা হয়। সেজন্য আমি সকলকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker · Any other member to participate in the discussion ·

Shri T. M. Dasgupta .—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মাননীয় সদস্য বন্ধুবর যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় যে প্রস্তাবটা এনেছেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য আছে। তিনি যে অঞ্চলের কথা বলেছেন সত্যি সেসব অঞ্চল এই ভাবে দেখতে গেলে ব্রিজ হওয়া উচিৎ। এই সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু সব জায়গাতে ব্রিজ করতে গেলে পর এক একটা ব্রিজ করতে গেলে ১০ লক্ষ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৭০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হয়। কাজেই ব্রিজ ইত্যাদি করতে গেলে পরে আমাদের সমগ্র ত্রিপুরার কথা বিবেচনা করতে হয়। স্বাধীনতার আগে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এমন কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। এমন কি আমাদের ত্রিপুরার যেসব সাব-ডিভিশনগুলি আছে সেগুলির সংগেও যোগাযোগ পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে হচ্ছিল। দেশ বিভাগের সংগে সংগে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ, যোগাযোগের কাজ দ্রুত আরম্ভ হয়। সেজন্য বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের সংগে আরও বেশী যোগ যোগের গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তার মধ্যে সেটা বড় প্রয়োজন সে। হচ্ছে আসাম—আগরতলা রাস্তা, যেটা আমাদের হার্ট লাইন। কাজেই প্রথমে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ব্রিজ করা হচ্ছে। আগরতলাসহরে দেখলে দেখা যাবে যে পূর্বে যে দুইটি ব্রীজ এখানে ছিল সেগুলি আগে করা হয়েছে। তারপর ধাপে ধাপে অন্যান্য ব্রীজগুলি আগরতলা শহরের সংগে যোগা-যোগ রেখে করা হচ্ছে। তার পরবর্তী পর্যায়ে উদয়পুরে যে ব্রীজ সেটা বড় নদীর উপরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজ, সাউদার্ন সাবডিভিশন বিলোনিয়া, সাব্রুম, অমরপুর এইগুলির যে যোগাযোগ ব্যাহত ছিল, সেটা আমরা অল্প কিছুদিন আগে, ১৫ই আগষ্ট যেটা ওপেন করার কথা ছিল, সেটা আমরা ওপেন করেছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি সেটা জানেন। তারপর কাকলিয়ার নিকট যে ব্রীজের দরকার সেটাও করা হয়েছে। এটার সরাসরি যোগাযোগ করতে গেলে, সাব্রুম এবং বিলোনিয়ার মধ্যে ব্রীজের অভাব আছে। খোয়াইর সংগে যোগাযোগের জন্য ব্রীজ-এর কাজ চলছে এবং কৈলাসহরের সংগে যোগাযোগের জন্য ব্রীজের কাজ চলছে। কাজেই সরকারের কাজ দেখলে দেখা যাবে, আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে যেখানে প্রয়োজন আছে এবং সেই প্রয়ো-জনের সংগে অর্থপ্রাপ্তির সংগতি রেখে ধীরে ধীরে কাজগুলি বলিষ্ঠতার সংগে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় যোগাযোগের প্রযোজন আছে কিন্তু একটা দিক হচ্ছে আর্থিক সংগতি এবং আরেকটা দিক হচ্ছে যেখানে বড় বড় ব্রীজ করা দরকার, সেখানে অনুসন্ধান কার্যও খুব বেশী

করে কবার প্রয়োজন যতা আছে। কারণ যেখানেই বড ব্রীজ দেওয়া হয়, এক একটা ব্রীজ বাঁধের মত কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করে। বীজকে রক্ষা করার জন্য কি শক্তি দরকার এবং নদীর বয়ে যাওয়া জলের উপর, তার ভেলোসিটি বা কত, কতখানি জল প্রতি সেকেণ্ডে বয়ে যায়, হাইয়েষ্ট লেভেল হলে কতখানি হয় এবং লোয়েষ্ট বা কত থাকে, ঐ অঞ্চলের বারিপাত কত, এইসব দিকে যদি লক্ষ্য না রাখা হয় তাহলে সে ব্রীজ শক্ত হয় না। ব্রীজ করার পর হয়তো দেখা যায় যে বয়ে যাওয়া জলের রাস্তা যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে হয়তো যেখানে ব্রীজ হয়েছে সেখানে বন্যার সৃষ্টি হবে এবং নিম্নে হয়তো খরার সৃষ্টি হবে। যেখানে আগে জমিতে জল পাওয়া যেত সেখানে আর জল পাওয়া যাবেনা, ফলে কৃষি এবং কৃষকের ফসলের ক্ষতি হবে। কাজেই বীজ করার আগে এই সমস্ত জিনিষগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়। বীজের এপ্রোচগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জলের উচ্চতা যখন অনেক বেশী হয় —তখন এইগুলি সরাসরি বাঁধের কাজ করে। কাজেই যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে যদি এইগুলি করা হয় তাহলে সমস্ত কিছু উলট পালট হয়ে যেতে পারে। কাজেই বড বড বীজগুলি করার সময়, অনেক সময় নিয়ে /৩ বছরের পরিমাপের হিসাব নিয়ে এবং তার সংগে আনুসংগিক সবকিছু দেখে, কি ধরণের শক্তি দরকার হবে, তার ফলে নীচের থেকে কত মাটি যেতে পারে সেটা কোন জায়গায় দেখা যায় যে পাইলের ১০০ করা হয়। তার কারণ হচ্ছে এই স্রোতের চাপে বালি চলে যায় এবং তারপর যে বালি থাকবে তাতে বীজ দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা, টেকনিক্যাল এই সমস্ত ব্যাপার দেখে এই সমস্ত বীজগুলি করতে হয়, তার জন্য যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রয়োজন। তার সংগে অর্থেরও প্রয়োজন। এই দুইয়ের সংগে সংগতি রেখে ধাপে ধাপে কাজগুলি করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে সমস্ত যুক্তি জাল এখানে বিস্তার করেছেন, সেই যুক্তিগুলি অস্বীকার করার উপায় নেই। তাহলেও খুব তাড়াতাড়ি সব জায়গায় বীজ করা সম্ভবপর নয়। কতখানি দূরে দূরে এবং কতখানি পর পর বীজ হবে সেটাও বিশেষজ্ঞদের বিচার বিবেচনার বিষয়। খুব ঘন ঘন বীজ যদি করা হয় তাহলে জল আটকে যায়, সেটা হয়তো আগরতলার ব্যাপারেও লক্ষ্য করেছেন, যার জন্য কিছু কিছু জায়গায় জল আটকে যাচ্ছে। তবে সেটা হিসাবের মধ্যে আছে, বন্যায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেগুলি যেমন দেখতে হবে, তার সংগে অর্থের সংগতি এবং অন্যান্য জায়গার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তারপর এটা দেখতে হবে। তবে তিনি যেটার দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে এখানে হাওড়া নদীর উপর যে কারনাইকেল বীজটা আছে, সেটা তুলে নেওয়া হোক। এর মধ্যে একটা কথা হচ্ছে যে, যে বীজটার কথা বলা হয়েছে,—সেটা অনেকদিনের পুরানো ব্রীজ, কাজেই এটাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যাবে কিনা, সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রয়েছে। উপরের দিকের অংশ হয়তো ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু মাটির নীচে যে অংশ আছে সেটা তুলতে গেলে যে কষ্ট পড়বে, সেটা হয়তো একসেসিভ হতে পারে। সরকার-এর নীতি হচ্ছে সেটা রাইট অফ করা। যে সমস্ত প্রক্রিয়া তারজন্য করা দরকার সেটা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। অকশান বাড ডেকে সেটা ডিসপোজ করা যায় কিনা দেখা হবে। তারপর যদি না পাওয়া যায়, তাহলে সেটা সরকারীভাবে দেখতে হবে। ব্রীজ এ্যাজ এ হোল ব্যবহার করার উপায় নেই। একটা লোহার মধ্যে একটা শক্তি নিহিত আছে. দিনের পর

দিন ব্যবহারের পর সেই লোহার স্ট্রেংথ্ আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যেতে থাকে। তারজন্য একটা বৈজ্ঞানিক হিসাব আছে। এই ব্রীজের লোহা লক্কর অনেকদিন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রায় ৫০ বছরের কম হবে না বা তার কাছাকাছি হবে। কাজেই এই ব্রীজকে এক জায়গা থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় ব্যবহার করার কোন উপায় নাই। কাজেই যেভাবেই হোক এটাকে রাইট অফই হোক বা অকশান সেলই হোক সেটা দেওয়া হবে। তারপর যদি না হয় সরকার নিজে তার যে অংশ ব্যবহার করা যায় সেটা ব্যবহার করবেন। কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে বসানোর উপায় নেই কাজেই আমি মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবটা এ্যাজ ইট ইজ সমর্থন করতে পারছি না। তারজন্য আমি অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্যের কাছে উনি যে জিনিষটার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন, তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। যদি চতুর্থ পরিকল্পনায় যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায়, নতুনভাবে সেখানে কিছু করা যায় কি না, সেটা পরে দেখা যাবে। এই ওল্ড ব্রীজ সেখানে নিয়ে বসানো সম্ভবনয়। কাজেই মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবটা এ্যাজ ইট ইজ নেওয়া যাচ্ছে না যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে সরকারের দৃষ্টি আছে যদিও খুব দ্রুত কোনকিছু করা যাচ্ছে না। যেহেতু পুরাতন আগরতলায় সরাসরি যাওয়া যায়না, সেইজন্য কিছুদিন আগে, এখন অবশ্য সেটা কাচা রাস্তা, কর্নেলটিলার পেছন দিয়ে একটা ব্রীজ আছে, আড়ালিয়া গ্রামের ভিতর দিয়ে পুরাতন আগরতলা পর্য্যন্ত যাওয়া যায় সেইরকম একটা রাস্তা করা হয়েছে। রানীগাঁওয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ যদিও থাকছেনা, চতুর্থ পরিকল্পনায় ঐ সমস্ত জায়গার অধিবাসীদের কথা চিন্তা করে আন নগর, গাবর্দি, যোগেন্দ্র-নগর দিয়ে সেই রাস্তা নাগীছড়া পর্য্যন্ত যেটা এখন পায়ে হাটা রাস্তা আছে, ভবিষ্যতে সেটাকে উন্নত করা যায় কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। যদি এই রাস্তা করা যায়, তাহলে শহরের সংগে একটা যোগাযোগ হতে পারে। রাণীগাঁওয়ের থেকে শহরের সংগে একটা সরাসরি যোগাযোগ সংস্থাপন করা যায় কিনা তার জন্যও একটি বিকল্প রাস্তা করা যায় কিনা তার চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। কাজেই এখানে যে গাড়ী নিয়ে যাওয়ার কথা হচ্ছে সেইরকম একটা রাস্তা করার কথা, চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থ প্রাপ্তির সংগে সংগতি রেখে সেটা বিবেচনা করা হবে। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় সদস্যের নিকট আবেদন রাখব, আমার এই বক্তব্যের পর তিনি তাঁর এই প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নেবেন, এই আশা রেখে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এনেছিলাম এটার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমি যথেষ্ট বলে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমার যে সব যুক্তি সেগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অগ্রাহ্য করতে পারে নাই বরং তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে সেখানকার জনসাধারণ বিপন্ন অবস্থায় মাঝে মাঝে থাকতে হয়। সেখানে বিশেষভাবে এই যোগাযোগের দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা বলেছি সেটা হচ্ছে কারমাইক্যাল ব্রীজের কথা। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানলাম যে সেটা অকশান করে বা তা কেউ যদি না ডাকে তাহলে সেটা যাতে একটা কাজে লাগতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করবেন। আমার অবশ্য সেটা জানা ছিল না, তাতে অনেক লিগ্যাল ব্যাপারও থাকতে পারে।

তবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিনি আমার এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমি যা বললাম তার দিকে দৃষ্টি রেখে যাতে এখানকার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধা হয় সেজন্য একটা কিছু করবেন। কাজেই সেদিকে যাতে দৃষ্টি রাখা হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আর ওনার কাছ থেকে আশা পেয়ে আমি যে প্রস্তাব রেখেছিলাম সেটা উইথ্‌ড্র করে নিলাম।

Mr. Speaker :—Withdrawn. So leave of the House is necessary. Now, the question before the House is that the Resolution moved by Shri Jatindra Kr. Majumdar be withdrawn by the leave of the House that—

In view of the fact that the Old Carmical Bridge on the river Howrah is lying being of no use at present at its present place, this House resolves that this bridge be placed on the river Howrah on the road from Ranirgaon to Jarulbachai to facilitate easy crossing to the people of both the side of the river

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

I think 'AYES' have it, 'AYES' have it. 'AYES' have it.
The leave is granted.
The Resolution is withdrawn by the leave of the House.

Mr. Speaker :—There is another resolution of Shri Kshitish Ch. Das I wauld call on Shri Das to move his resolution that—

এই বিধান সভা সরকারকে নির্দেশ দিতেছে যে, সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী কলোনীগুলিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রতিটি এলটের নামে পৃথক পৃথক জোত সৃষ্টি করতঃ নিজ নিজ নামে নামজারী করার সুযোগ দেওয়া হউক।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার রিজলিউশানটা হল—এই বিধানসভা সরকারকে নির্দেশ দিতেছে যে, সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী কলোনীগুলিতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে তাহাদের প্রতিটি এলটের নামে পৃথক পৃথক জোত সৃষ্টি করতঃ নিজ নিজ নামে নামজারী করার সুযোগ দেওয়া হউক।

আজকে সারা ত্রিপুরাতে অন্য উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে সেটেলমেণ্ট থেকে প্রত্যেকটা জোতের নিজ নিজ নামে নামজারী করিবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু ব্যতিক্রম হয়েছে শুধু সোনামুড়া মহকুমার রুদ্রসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী যে সব কলোনীতে উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে। সেই রুদ্রসাগর এলাকার উদ্বাস্তুদের নামে কোন নামজারী হয়নি। আমরা কৃষকদের বিশেষ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে ভূমি সংস্কার আইন চালু করেছি।

এই ভূমি সংস্কার আইন কৃষকদের সুযোগ সুবিধার জন্যই এখানে আছে। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু কলোনীতে যারা আছে তাদের সকলেই প্রায় কৃষক এবং তারা বেশ বিরাট সংখ্যায় সেখানে আছে। তাদের সরকার থেকে এই যে জমি দেওয়া হয়েছে, অবশ্য অন্যান্য উদ্বাস্তু কলোনীতেও দেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ নামে জোত সৃষ্টি করে, তাদের নামে নামজারী করা হয়েছে, অথচ এখানে সেটা করা হয়নি। সেই কারণে তাদের মধ্যে বাস্তবিকই একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তাদের জমির উপর যে একটা মমত্ববোধ তাদের প্রত্যেকেই চায় যে নিজ নিজ জমি সেখানে যেটা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে সেই জমি যদি তারা নিজের বলে স্বীকার করতে না পারেন. বা সেই জমির উপর যদি তারা ভালভাবে দৃষ্টি না রাখেন, তাহলে সেই জমিতে ভাল ফসল উৎপন্ন করতে তাদের মনের মধ্যে একটা স্পৃহা নাও আসতে পারে তাছাড়া আজকে এখানে একটা কো-অপারেটিভ আছে, ত্রিপুরার বৃহত্তম কৃষি কো-অপারেটিভ হচ্ছে ধম্মনগরের কাঞ্চনপুরে। সেখানে উদ্বাস্তুদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটেলমেন্ট থেকে সেখানে নিজনিজ নামে জোত সৃষ্টি করে নামজারী করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রুদ্রসাগর এর বেলায় এই ব্যাতিক্রম হয়েছে। তাই আমি হাউসের মধ্যে দাবী করছি যে, তাদের নামে যেন জোত সৃষ্টি করে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকের নামে নামজারী করে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা যাতে গৃহীত হয় এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Any other member is interested to participate in the discussion.

Shri Naresh Roy—Hon'ble Speaker, Sir, মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস মহাশয় রুদ্রসাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তুদের জমি নামজারী করার ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা সমর্থন যোগ্য বলে আমি মনে করি। রুদ্রসাগর একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, সেটা ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি, আর এই ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ সোসাইটি বলেই সরকার তাদের জমি পৃথক পৃথক ভাবে এ্যালট করে দিচ্ছেন না। কিন্তু ফিসারম্যান কো-অপারেটিভ যেটা আছে তার যে অবস্থা সেখানে শুধু ফিসিং হয় না, শুধু মাছই ধরা হয় না, তার চতুর্দ্দিকে বিরাট জমি আছে যেখানে ভাল বুরো ধান হয়, আর বুরো ধানের পরে যে ষ্টেজ আছে সেখানে পাট হয় এবং রোয়া ফসলও উৎপন্ন হয়। অনেকদিন আগে থেকেই রুদ্রসাগরের জনসাধারণ মাননীয় সরকারের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে আসছেন যে রুদ্রসাগরে যদি শুধু মাছই উৎপন্ন করা হয় তাহলে যে স্বার্থের জন্য এখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের প্রচেষ্টা সরকার চালিয়ে যাচ্ছেন শুধু মাছের ব্যবসা, শুধু মাছ উৎপন্ন করে তাদের সমস্যার সমাধান হবে না। তার থেকে যে মূল্য পাওয়া যায়, তার দ্বারা একটা বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহ তারা করতে পারে না। সেখানে শুধু মাছের চাষ নয়, বুরো ধানেরও চাষ হয়েছে। কিন্তু জোতদার হিসাবে জমি থেকে ফসল উৎপন্ন কারি হিসাবে আমরা যদি ত্রিপুরার অন্য জায়গার মতো চিন্তা করি বা কৃষকদের কথা চিন্তা করি তহেলে দেখতে পাই কি উদ্বাস্তু কি উদ্বাস্তু ছাড়া সবার নামে সেটেলমেন্ট থেকে জমি জরিপ করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটি জমির বন্দোবস্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক বছর থেকে যারা উদ্বাস্তু ছিলেন

তাদের নামে কোন জমি এ্যালটমেন্ট করা ছিল না। এই সেটেলমেন্ট-এর সময় দেখা যায় তাদের জমি তাদের নামে একটি করে দিয়ে তারা হাতে চাষবাস করার সুযোগ পেতে পারে, জমির উপর তাদের যে নিরাপত্তা সেটার সুযোগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু একই দেশের নাগরিক একই দেশের উদ্বাস্তু হিসাবে রুদ্রসাগর বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যারা বসবাস করছেন তাদের বেলায় কেন এই রূপ বৈষম্যমূলক নীতি সরকার গ্রহণ করেছেন, তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সুতরাং সেখানে যে তারা ফিসারী কাম এগ্রিকালচার এই দুই প্রচেষ্টার দ্বারা বাঁচবার চেষ্টা করছেন এই দুইটি পথই যদি তাদের কাছে সৃষ্টি করে দিতে পারেন, অর্থাৎ এগ্রিকালচার এবং ফিসারী এই দুইটি......

Mr. Speaker – The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

The member speaking will have the floor.

Mr. Speaker :—Hon'bleMember Shri Naresh Roy will continue his Speech.

Shri Naresh Roy :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুদ্র সাগরের area ১৬০০ একর। তার মধ্যে ১৩০০ একর ধানি জমি এবং Home steads ৩০০ একর। এই ১৩০০ একরের উপর সেখানকার মানুষের দাবী যে এই ১৩০০ একর ধানি জমি আমাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া হউক। এতে Fisheryর উপর যে কোন বাধা আসবে তা আমি মনে করি না। অনেক সময় এটা ধারণা হয় যদি জলার জল বাড়তে থাকে তাহলে ব্যক্তিগতভাবে যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে সেই বন্দোবস্তীয় জমির উপর যদি মাছ যায় সেখানকার জমির জোতদারেরা সেই মাছ ছাড়বে না, তারা মাছের উপর ব্যক্তিগত দাবী দাওয়া করবে। কিন্তু আমরা দেখে আসছি, আমরা যখন পাকিস্তানে ছিলাম তখন ত্রিপুরার মহারাজা কিছু কিছু জায়গা বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। সেগুলি ধানি জমি ছিল, সেটাতে বোরো ফসল হয়। এই সমস্ত জমির উপরে বর্ষার সময়ে মাছের চাষও করা হত। তখন একটা restriction ছিল যে জমির মালিকানা তোমাদের দেওয়া হল, জমির চাষাবাদ বা ভোগদখল তোমাদের দেওয়া হল। কিন্তু মাছ চাষের জন্য কোন অসুবিধা হয় এ রকম কার্য্য কলাপ তোমরা করতে পারবেনা। এই রকম একটা বাধা নিষেধ আরোপ করে কৃষকদের মধ্যে জমি দেওয়া হয়েছিল। আমাদের এখানেও কোন কোন জায়গায় জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে যেখানে মাছের চাষ আছে বিল বা জলা জায়গা আছে সেই রকম ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না, কিন্তু রুদ্রসাগরের বেলায় এই রকম একটা বাধানিষেধ আরোপ করে যদি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাহলে কোন কোন মহল থেকে জমি বন্দোবস্ত দিলে পরে মৎস্য চাষের অসুবিধা হবে এই যে একটা কথা বলা হয় সেটা নাও থাকতে পারে। সুতরাং এ রকম একটা নির্দ্দেশনামা জারী করলে ভাল হয়। মাছের উপর যাতে কোন রকম অনিষ্ট না হয়, মৎস্যচাষীদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় অথচ জমির জোতদার হয়ে, মালিকানা পেয়ে, জমি থেকে ফসল উৎপাদন করে তারা বাঁচতে পারে সেই রকম একটা প্রচেষ্টা করা যায়। রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির অধীনে যে সমস্ত প্রজা আছে, তাদের যে দাবী সেই দাবী যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি এবং আইনগতভাবে তাতে কোনরূপ বাধানিষেধ

থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। যদি বাধা নিষেধ থাকে তাহলেও আইনের এই রকম ব্যবহার করা যায় যাতে মাছ চাষের কোনরকম অপকার না হয়। যেই জায়গা তাদের ঘর বাড়ী করবার জন্য দেওয়া আছে সেই জায়গা তাদের নামে allot করা এবং বন্দোবস্ত দেওয়া আছে। কিন্তু তাদের বাড়ীর সংলগ্ন যে সমস্ত জায়গা যেখানে বোরো বা অন্যান্য ধান হয় সেই জায়গাতে কেন বাধা নিষেধ থাকবে আমি বুঝি না। কারণ flood এর সময়ে কিংবা জল যখন বৃদ্ধি হয়, অনেক সময় দেখা যায় Home stead যেটা তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া আছে সেই বাড়ীগুলির মধ্যে জল উঠে এবং এমন কি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই রকম অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভের কোন মেম্বার আজ পর্য্যন্ত বলেন নাই যে যেহেতু আমার বাড়ীর জায়গার উপরে জল উঠেছে এবং জল উঠে মাছ এসেছে, আমি এই মাছ কো-অপারেটিভকে দেব না, আমার স্বেচ্ছামত মাছ ধরব। সুতরাং Home stead এর উপর জল উঠলে যদি মাছের উপর কোন রকম দাবী তারা না রাখে তাহলে তাদের যে ১৩০০ একর বোরো ধানের জমি তার উপর মাছ উঠলে তারা মাছের দাবী করে কো-অপারেটিভের স্বার্থকে বানচাল করবে, রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে একটা income এবং যে সুখ্যাতি আছে, তার স্বার্থের যে এতে ব্যাঘাত হবে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। এ ছাড়া রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটীটা শুধু মৎস্য চাষ নয়, fishery-cum-Agriculture ঠিক এই পর্য্যায়ের রূপ নিয়েছে। জল যতটুকু পর্য্যন্ত থাকে ততটুকু কেউ বন্দোবস্ত চাইতেছে ও না বা তার উপর তারা কোন বাধা নিষেধ আরোপও করতেছে না। যে জায়গাতে ধান চাষ হয় শুধু সে জায়গাটা ১৩০০ একর জমির জন্যে কৃষক থেকে বন্দোবস্ত চাওয়া হচ্ছে এবং তার উপর মাছ উঠলে পরে মাছের উপর তারা কোন রকম আক্রমণ করবে বা সমিতির স্বার্থে আঘাত করবে এরকম কোন কাজ তারা করবে এমন কথা তারা কোনদিন বলেও নাই বা পূর্ব্বে যে নির্দ্দেশ দিয়ে গেলাম অর্থাৎ তাদের নামে যে record করা জমি আছে সেই record করা জমির উপর মাছ উঠলে পরেও দেখা গেছে যে তারা মাছের উপর কোনরূপ অত্যাচার করে নাই বা অন্যায়ভাবে মাছ আটকে রেখে রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্বার্থে আঘাত হবে এমন কাজ তারা করে নাই। সুতরাং ঐ নজীর থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে ঐ ১৩০০ একর জমির যে জায়গাতে ফসল উৎপন্ন হয়, ধান উৎপন্ন হয় সেখানে যদি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা হয় এই রকম বাধা নিষেধ তারা আরোপ করবে বলে আমার মনে হয় না। এই জমি বন্দোবস্ত না দেওয়ার ফলে একটা বিশেষ অসুবিধা দাঁড়িয়েছে এই জায়গায় যে জমির মালিকানা না থাকায় জমির উপরে যত্ন, জমির উপরে যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছে। তার ফলে অনেক সময় দেখা যায় রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভ যদি জমির খাজনা না চায় পৃথক পৃথক ব্যক্তির কাছ থেকে তাহলে কেউ খাজনা দিতে চায় না। খাজনা চাওয়ার মালিকানা কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়েছে। কো-অপারেটিভকে as a whole body হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তার উপর সরকার কর্ত্তৃক কর ধার্য্য করা হয়েছে। এখন কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রত্যেক মেম্বারের উপরে কর ধার্য্য করে দিয়েছে তাদের নিজ নিজ জমির হার অনুসারে। কিন্তু সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আমাদের কো-অপারেটিভের সম্পত্তি, আমাদের ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি তো নয়। কো-অপারেটিভের income করার জন্য fishery রয়েছে,

fishery থেকে income করে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যদি কর আদায় করতে পারে তাহলে ভাল কথা, কর আদায় করুক কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমরা যে বোরো ধান করি তার উপর থেকে যে আয় হয় তার জন্য আমরা কোন রকমের খাজনা দেব না। কারণ কে-অপারেটিভের জায়গা, কে-অপারেটিভের Income থেকেই খাজানা দেবে। মাঝখান থেকে সরকার টাকা পাচ্ছে না। সেখানে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এই ফাঁকে রুদ্র সাগরের যারা সদস্য, তারা বোরো ধান করে গোলজার উপভোগ করছে। খাজনা দিতে পারে যেহেতু জমির উপর তাদের কোন নিরাপত্তা নেই সেজন্য খাজনা কেউ দেয় না। সুতরাং এইদিক দিয়ে রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি একটা সমস্যার সন্মুখীন এবং অপরদিক দিয়ে সরকার ও অর্থের দিক দিয়ে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় একটা Settlement করে তাদের জমি নিজ নিজ নামে বন্দোবস্ত যদি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মধ্যে এই যে একটা আত্ম প্রবঞ্চনার ভাব এবং জমি পাব না, মালিকানা আমাদের নেই সেটা তাদের থাকবে না। এবং যত্ন সহকারে তারা জমিচাষ করবে। Agriculture এর কাজ করে জমি থেকে ফসল উৎপাদন করে এখন যে ভাবে অর্থাৎ fishery করে যে ভাবে বাঁচার পথ নিয়েছে তার চাইতে আরো ভাল ভাবে তারা বাঁচতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এখন রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে যে মাছের চাষ হয় এবং মাছ থেকে যে আয় হয় সেই আয়ের দ্বারা সাধারণ একটা হিসাব করে দেখাগেছে যে তাদের মাত্র ৬ মাসের খোরাকী হয়। বাকী ছয়মাস তারা কিভাবে খায়। দেখা গেছে বোরো ফসল উৎপাদন করে সেই বোরো ফসলের দ্বারা তারা বাকি ছয় মাসের খাদ্যের সংস্থান করে। তাহলে রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির যে মাছের ব্যবসা আছে তার চেয়ে ধানের উৎপাদন তো কোন অংশে কম নয়। কৃষি করে তারা যে ধান উৎপাদন করে তার থেকে তারা কোন অংশে কম আয় পায় না। সুতরাং রুদ্রসাগর সোসাইটির সদস্যাদের যদি জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় এবং বন্দোবস্তের ফলে যদি কৃষি কাজের উন্নতি হয় তাহলে মাছের চাষের ক্ষতি হবে এমন কোন কথা নয়। তারা যদি মাছের চাষ করে ৬ মাসের অন্ন সংস্থান করতে পারে আর যদি ১৩০০ একর জমি থেকে ধান উৎপাদন করে ৮ মাসের অন্ন সংস্থান করতে পারে তাহলে আমি মনে করব যে ১৩০০ একর জমি তাদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দিয়ে বন্টন করা হলে তারা এই জমি আরো সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে নিজের জমি মনে করে চাষ করতে আরম্ভ করে তাহলে প্রায় ১ বৎসরের কাছাকাছি খোরাকী তারা সংগ্রহ করতে পারবে এই জায়গা থেকে। উপরন্তু মৎস্য চাষের যে লাভ তাও থেকে যাবে। দিন দিন তাদের অবস্থা ভাল হবে। তাতে খারাপ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখি না। সুতরাং রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যদের যে দাবী, সে দাবী ন্যায় সঙ্গত দাবী। এই যে ১৩০০ একর জমি তা প্রত্যেক সদস্যদের নিজ নিজ নামে Allot করে দেওয়া উচিত। তাদের এখন দাবী Home stead যেটা সেটার বন্দোবস্ত আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের নিজ নিজ নামে allot করা আছে। মাছের যে চাষ সেটার জন্য নিজ নিজ নামে allotment করার কোন প্রয়োজন আমরা মনে করি না। কিন্তু ধানি জমি যেটা আছে সেটার খাজনা সুষ্ঠুভাবে আদায় করার জন্য এবং নিজেদের জমির উপর যাতে একটা মমত্ববোধ আসে, অধিক খাদ্য

ফলানোর চেষ্টা যাতে চলতে পারে, সেজন্য আমাদের এই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হউক। সুতরাং এই দাবী তাদের অন্যায্য দাবী নয়। জমি বন্দোবস্ত করে দিলে রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্বার্থের হানি হবে একথা মনে করার কিছু নেই। আর একটা জিনিস, রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে এখন প্রায় ৬০০ পরিবার আছে। এই ৬০০ পরিবারের যে জমি সেই জমির মধ্যে বল প্রয়োগ করার মত বাইরের এমন কোন লোক নেই। না থাকার দরুণে বাইরের থেকে কোন রকম আক্রমণ আসবে বলে আমার মনে হয় না। যদি আমাদের মধ্যে এমন কোন সন্দেহ থাকে যে এই জমি যদি তাদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তারা বাইরের কোন মানুষের কাছে জমি বিক্রি করে চলে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির, তার জায়গার উপর যে একটা দাবী দাওয়া, সর্ত্ত ছিল তা আর থাকবে না। কারণ জমি বন্দোবস্ত দেওযার পরেই তার মলিকানা হিসাবে সে ব্যক্তি যে কোন মানুষের কাছেই সেই জমি বিক্রি করতে পারবে। তাহলে এখানে একটা বাঁধা নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে যে রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে যে সদস্যরা আছেন এবং যাদের জমি এখানে আছে তারা একমাত্র এখানকার সদস্যদের কাছে ছাড়া আর কারো কাছে জমি Transfer করতে পারবে না। তাহলে বাইরের থেকে মানুষ এসে কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্বার্থে আঘাত দিতে পারে এরকম যে একটা চিন্তা ধারার উদ্ভব হয় তাও আর থাকতে পারে না। বিভিন্ন দিকে চিন্তা করলে পরে হয়ত কেহ দেখতে পাবেন যে রুদ্র সাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির জমি যদি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাহলে সমিতির স্বার্থে আঘাত ঘটতে পারে এবং এখানকার সদস্যদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রতি মমত্ববোধ থাকবে না। সেই জন্য বাঁধা নিষেধ আরোপ করার পরে যদি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাহলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে রুদ্রসাগর কো-অপারেটিভ সোসাইটির সদস্যের জন্য মাননীয় সদস্য জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেটি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তারা বলেছেন যে, ওয়ান একার পেডি কালটি-ভেশনের জন্য দেওয়া হয়েছে। সেটি যদি তাদিগকে বন্দোবস্ত দিয়ে দেওয়া হয় নিজ নিজ নামে, তাহলে কো-অপারেটিভের কোন ক্ষতি হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা হয়ত এটি খুব তলিয়ে দেখছেন না। কারণ যখন বর্ষা আসে তখন যে জমিগুলি আছে সেই জমিগুলিতে জল উঠে। তাতে তখন Coo-operative মৎস চাষ করতে পারে। যদি ব্যক্তিগত নামে জমি Settlement দেওয়া হয় they can sell the land to other people. তখন এই Co-operative নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বিরাজমান। কারণ বলা হয়েছে যে অনেকগুলি condition দিয়ে Settlement হউক। কোন condition দিয়ে settlement দেওয়া চলেনা। Settlement দিতে হলে পরে সেই জমি নিজে বিক্রী করার সম্পূর্ণ অধিকার মালিকের।

অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আজ আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এখানে যে মাছের চাষ করার ব্যবস্থা হচ্ছে তার সাথে এই landগুলিও সম্পূর্ণভাবে জড়িত আছে। আজকে এই মুহূর্ত্তে যদি land settlement দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা বিক্রি হয়ে একটা অসম্ভব রকমের বিপর্য্যয় আসবে। সেই বিপর্য্যয়ের জন্য আজ মৎস্য চাষের যে একটা বিরাট সম্ভাবনা ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং Co-operativeএর যে আন্দোলন সেটাও ধ্বংসের মুখে যাবে। আমি মনে করি এটা fishermenদের স্বার্থের বিরোধী. অতএব এর দ্বারা তাদের কোন মঙ্গল সাধিত হবে না।

Shri Kshitish Ch. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার মহোদয় যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার প্রস্তাবটি withdraw করলাম।

Mr. Speaker :—Leave of the House would be necessary to withdraw the Resolution. Now the question before the House is that the leave of the House to withdraw the resolution moved by Shri Ksitish Ch. Das, be granted. As many as are of that opinion will please say "Ayes".—Voices Ayes. As many as are of contrary opinion will please say Noes—No Voice. I think, Ayes, have it, Ayes have it. Ayes have it. The leave is granted. The Resolution is withdrawn with the leave of the House. Now I request Hon'ble Member Shri Deb Barma to start his discussion on the motion raised by him.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Food Policy আজ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরাতে ও এই সমস্যাকে কোন অবস্থাতেই ছোট করে দেখতে পারি না। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই as a member আমি আশা করছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তথা আমাদের এই বিধান সভাতে একটা motion এনে বর্ত্তমান food policy সম্বন্ধে একটা discussion করার সুযোগ দিবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই, যদিও এটা তারই করা উচিত ছিল। বর্ত্তমান এইরূপ একটা জাতীয় সমস্যাকে পার্টিগত ভাবে পকেটস্ত করে রাখা উচিত বলে আমি মনে করি না। এই বিধান সভাতে সকলে মিলিতভাবে আলোচনার মাধ্যমে একটা সৎ পরামর্শ নেওয়া যেত যে কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি বলেছি যে আলোচনাটা একটা সুষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির উপর করা দরকার। কারণ এটা একটা জাতীয় সমস্যা। সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে food policy সম্বন্ধে একটা statement দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি, তিনিও তা পড়েছেন। কিন্ত আজকে এইমুহূর্ত্তে কাগজটা বাস্তবতার দিক দিয়ে, আলাপ আলোচনার দিক দিয়ে Houseএর মধ্যে করার কিছুই নাই। Speaker supreme authority আছেন, আমি কোন challenge করছি না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু আমি request করেছিলাম যাতে আলাপ আলোচনাটা সুষ্টভাবে হয়। সেই দিকে দৃষ্টি রাখার দায়দায়িত্ব হল স্পীকারের

আমি শুধু একটা request করেছিলাম—আমাদের Rules of Procedureএর ৪৭ ধারার মধ্যেও আছে The Speaker may, after considering the State of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of any such motion. যাহা হোক সেই সম্বন্ধে আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের কথা আমি মানছি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এটা প্রত্যেক member এর পাওয়া সময় সাপেক্ষ। তাই আমরা বলছি এই সময়ের ভিতরে in detail আলোচনা করা একটা কঠিন ব্যাপার। তবে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশে আলোচনা করতে প্রস্তুত এবং করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর statementএ প্রথমেই উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা ঘাটতি এলাকা। ঘাটতি বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ ই বাড়ছে। কাজেই তাকে প্রতিরোধ করার মত সরকারী ব্যবস্থা কতদূর করেছে না করেছে সেই কথা আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু। এবং এই সম্পর্কে মেম্বার হিসাবে আমাদের পরামর্শ যদি থাকে, বিষয় বস্তুর সমালোচনা করার যদি কিছু থাকে তাহলে তা আমরা করব। কাজেই এখানে এই statementএর মধ্যে একটা দিক মাত্র আমি দেখছি। সমস্ত কিছুর জন্যই সামগ্রিকভাবে আজ আমাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে চেয়ে থাকতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি খাদ্য ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের সাহায্য না করেন তাহলে আমাদের যে কি অবস্থা হবে তা ভাবতেও পারি না। কাজেই এই যে অবস্থা চলছে তার প্রতিকারের জন্য বা তার থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নিজস্ব দায় দায়িত্ব আছে এবং আমাদেরও কর্তব্য আছে কি করে আমরা তা প্রতি-রোধ করতে পারি। আজকে সামগ্রিকভাবে সকল মানুষকেই চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার আজকে এই যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিধানসভা—যারা জনপ্রতিনিধি তাদেরকেই আজকে অন্ধকারে রেখে সরকারের একটা পলিসি চালানো হচ্ছে। একথা বলতে আমি বাধ্য। অবশ্য আমি জানি না Rulling Partyর কোন মেম্বারদের নিয়ে আলাদা কোন মিটিং করেছেন কি না সরকারের এইসব পলিসি সম্পর্কে। এটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি মনে করি বিধান সভা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, এখানে বলতে গেলে Party in Power তারাই majority, শুধু majority নয়, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আমাদের নাই বললেই চলে। কাজেই এই অবস্থায় আজকে বিধান সভার মধ্যে এই আলোচনাটা না আনার যে কি কারণ থাকতে পারে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আছেন তাদের এই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে কিভাবে যে অন্ধকারে রাখতে পারেন তা আমি কল্পনা করতে পারি না। ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে যদি সামগ্রিকভাবে আমরা গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বসবাস করে থাকি যে কোন জাতীয় সমস্যার সমাধান ক্ষেত্র এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আমাদের বিধান সভায় এইসব বিষয়বস্তুগুলি কেন যে আনা হচ্ছেনা তার কোন যুক্তি আমি অন্ততঃ খুঁজেই পাইনা। আর একটা জিনিষ যদি আমরা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? এটা তিনি স্বীকার করেছেন যে খাদ্য ঘাটতি দিনের পর দিন আমাদের বাড়ছে। বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা দেখেছি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যান্ত যে Rural এলাকা অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলগুলি আজকে শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে থাকি, কিন্তু মূলতঃ কি তা হল খাদ্য সমস্যা। আজকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিরাট একটা সমাজ ব্যবস্থাকে শুধু test relief এর উপর নির্ভর করে কি সমস্যা সমাধান করা যায়? সেটা কি সম্ভব? প্রত্যেক বার যখন crisis এর সময় আসবে, জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে মৃত্যুর খবর চতুর্দ্দিক থেকে আমরা পেতে আরম্ভ করি। যেমন সাব্রুমে শিলাছড়া, বিলোনীয়ার upper অংশ বিশেষ করে অমরপুর এবং কাঞ্চনপুর এই সমস্ত জুমিয়া এলাকায় বৎসরের পর বৎসর মৃত্যুর সংবাদ পাই। এই মৃত্যুর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। শুধু জমাতিয়া বা জুমিয়া এলাকা নয়, যে সমস্ত ঘনবসতিপূর্ণ উদ্বাস্তু এলাকা আছে সেখান থেকেও আমরা অনাহারে মৃত্যুর খবর পাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী প্রতিরোধের যে সমস্ত ব্যবস্থা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই সমস্তগুলি যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? বর্ত্তমান সরকারের খাদ্য প্রতিরোধ করবার যে ব্যবস্থা আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা মানুষ হিসাবে বা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে একথায় সান্ত্বনা পাওয়ার কোন কারণ আছে কিনা, সরকারী এই ব্যবস্থাপনার ফলে মানুষের যে অনাহারে মৃত্যু, দিনের পর দিন যে খাদ্য সঙ্কট বাড়ছে তার কিছুটা কমবে একথা আমরা মনে করতে পারি কিনা। কোন Ruling Partyর member বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন কিনা যে আজকে সরকারের এই ব্যবস্থাপনার ফলে খাদ্য সঙ্কট থেকে রেহাই পাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সরকারী ব্যবস্থাপনাগুলি মোটামোটিভাবে যদি নিরিক্ষণ করি তাহলে কি দেখতে পাই? ১৯৬৫—৬৬ সনে Production এর Percentage এর যে হিসাব সরকার থেকে জানানো হয়েছে তাহল ১৯৬৫—৬৬ সনে Production হল ১০০৯ কেজি Per acre, ১৯৬৬—৬৭ সনে Per acre Production হল ৯,০০১ কেজি, আর ১৯৬৭—৬৮ সনে কমে এসে হল ৯৬২কেজি। তাহলে এই তিনটি বৎসরের তুলনা করলে আমরা দেখি এখন যে Production সেটা অনেক কমে গেছে। অবশ্য ১৯৬০—৬১ সনে ত্রিপুরা রাজ্যে Production বেড়েছে বলে সরকার Central Govt. থেকে একটা উপহার পেয়েছেন, সেটা হল Community Prize. সেইদিক দিয়ে যদি প্রশ্ন করি যে Production per acre বেড়েছে, নাকি total Production বেড়েছে। আগে ত্রিপুরাতে লোকসংখ্যা কম ছিল, ফসল উৎপাদনের জমির পরিমাণও খুব কম ছিল। লোকসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে total area of production বেড়েছে অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের জমির পরিমাণও বেড়েছে। এখন আমাদের জানবার বিষয় হল ১ম, ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার Grow more food এর জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে তাতে প্রতি একর বা কাণিতে ফসল বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা। আমরা দেখছি যে এই তিনটি পরিকল্পনায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে উন্নত ধরণের Manure ইত্যাদি ব্যবহার করার পরও জমির যে উৎপাদন শক্তি তা হ্রাস পেয়েছে। সব টাকাই জলাঞ্জলি গিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে এগ্রিক্যালচারের যে তথ্য রাখছি তাতে দেখা যায় যে সাব্রুম হইতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যে জমি আছে তার মধ্যে মাত্র ১২৫০০ একর cultivable land minor Irrigation এর আওতায় আনা হয়েছে। সমগ্রভাবে যদি আমরা দেখি, ব্যক্তিগতভাবে যে সব জমি কৃষকরা নিজেদের চেষ্টায় Irrigation এর ব্যবস্থা করেছে সে সব ধরলেও ২.৫percentageএর

বেশী বৃদ্ধি পায় নাই এবং এটা অত্যন্ত neglegible. আর একটা জিনিষ আমরা দেখি এপর্য্যন্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে ২৫ লক্ষ ৪৭হাজার ৫শত টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এই টাকার তুলনায় খাদ্যোৎপাদন মোটেই বাড়ে নাই। জমির উর্ব্বরা শক্তিও বৃদ্ধি পায় নাই। এখানে flood protectionএর জন্য কংগ্রেসের কতকগুলি লোক নিয়ে একটা Board করা হয়েছে, যার সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগই নাই। শুধু দেখাবার জন্য নামে মাত্র একটা কমিটি করা হয়েছে। এখানে হাউসের মধ্যেও আমরা দেখছি যে প্রশ্ন করা হলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভেংচাইয়া ঐগুলিকে হাল্কা করে দেন। এটা উনার একটা স্বভাব, ইচ্ছা করে যে বলে তা অবশ্য আমি বলছি না। কাজেই বিরোধী দল বিহীন এই যে কমিটি করা হয়েছে তাতে মুখ্যমন্ত্রীর কথাকে ভিটো দেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নাই। কাজেই শুধু আমরা মানুষকে নিয়ে আমি কমিটি করব অন্য কোন দলকে নিব না, খাদ্যের ব্যাপারে এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তার পরিবর্ত্তন করা উচিৎ। কারণ এটা একটা জাতীয় সমস্যা এটাকে বৃহত্তর স্বার্থের দিক চেয়ে চিন্তা করা উচিৎ। এখানে landless peasants যারা আছে, মনিপুরী, মুসলমান ও অন্যান্য যারা আসছে তাছাড়া landless Jumia ত আছেই, এই সব লোকদের কবে যে settlement দেওয়া হবে তা জানি না। সরকার থেকে settlement দেওয়া হচ্ছে, হবে, এটা যে কত দিন চলবে জানি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, যদি খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হয়, তাহলে যত এগ্রিকালচারেল লেবার যারা ত্রিপুরাতে আছে তাদের জমি দিতে হবে। আজকে ত্রিপুরায় অন্য কোন রোজগারেরও উপায় নাই যে তারা অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করবে। ত্রিপুরাতে যারা শিক্ষিত তাদের জন্য একমাত্র সরকারী চাকুরী এবং অন্যান্য অল্পশিক্ষিত যারা আছেন তারা কৃষি বা ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসা আর কতজন করবে? কাজেই ছোট ছোট ব্যবসায়ী যারা আছেন তারাও আজকে জমির উপর নির্ভরশীল, তাদের চিন্তা চেতনা জমিতেই কেন্দ্রীভূত। কাজেই এই সমস্যাটা আজকে সাংঘাতিক আকার ধারণ করছে। ত্রিপুরায় সামান্য লোকই আছে যাদের অর্থ আছে এবং জমিও আছে। কিন্তু খাদ্য সমস্যার আজকে যদি সামগ্রিকভাবে না হউক, কিছুটাও সমাধান করতে হয়, তাহলে ট্রাইবেল, জুমিয়া বা নন্-ট্রাইবেল ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক যারা আছেন তাদিগকে জমিতে পুনর্ব্বাসন দিতে হবে, কিন্তু আজকে এই সরকারের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা থাকা সত্বেও; সরকারী অফিসের যারা ব্যুরোক্রেট তাদের পাপচক্রের মধ্যে এই পুনর্ব্বাসন নীতি হাবুডুবু খাচ্ছে। যাদের জমির ক্ষুধা আছে সেই সব ভূমিহীন কৃষকদের জমি না দিলে কি করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে তা আমি বুঝে উঠতে পারি না। অথচ গরীব ভূমিহীন আদিবাসী, জুমিয়া বা অ-আদিবাসী কৃষকদের আজকে অফিস থেকে অফিসে ঘুড়ানো হচ্ছে, এতে কি বিড়ম্বনা সেটা ভুক্তভূগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। এই ভাবে আজকে একটা পরিকল্পনাকে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে।

আর একটা কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখনই কোন জনসভায় বক্তৃতা দেন তখনই তিনি বাহাদুরী নেওয়ায় জন্যে বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে "বিজ্ঞান সম্মতভাবে" "বিজ্ঞান সম্মতভাবে" বলে চেঁচাতে থাকেন, কিন্তু আজকে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে এই সহরের এলাকাগুলিতে যে সমস্ত জমিতে কাণি প্রতি ৮/১০ মণ

করে ফসল উৎপাদন হয়েছে, সেই সমস্ত জমিতে এখন উৎপাদন হচ্ছে ২/১ মন করে। এক কানি জমির ধান কাটার পরেও একটা মুটা বাঁধা যায় না এমন অবস্থাও হয়েছে। অনেক জমিতে, যেগুলো ছরা বা বড় বড় নদীর পাড়ে, খরার ফলে ধানের ছড়া পর্য্যন্ত বেরোয়নি। জমির মাটিগুলিতে রোয়া লাগানোর সময়কার তিনটি আঙ্গুলের দাগ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে মুছে যায়নি। শুধু "বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে" বলে চেচাচ্ছেন এবং প্রচার চালাচ্ছেন।

কিন্তু সত্যিই যদি আজকে উৎপাদন বাড়াতে হয়, জনসাধারণকে যদি আজকে সাহায্য করতে হয়, তা'হলে ছড়া বা নদীগুলিতে বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তা না করে শুধু প্রডাকশন বাড়াও বলে চিৎকার করলে কোন ফল হবে না। যেখানে যে খাতে টাকা খরচ করলে উৎপাদনের ব্যপারে ঠিক ঠিক ভাবে সাহায্য হবে সেখানে তুলনামূলকভাবে কম দেওয়া হয়েছে। যেখানে maintenance এবং Establishএর head আছে সেখানে টাকার অঙ্ক বেশী। কাজেই সেদিক দিয়ে আজকে আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে সাব্রুম হইতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন ছড়া, নদীনালা আছে সেদিকে যদি ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করতেন তাহলে অল্প খরচে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা হয় নি। যখনই আলাপ আলোচনা করা হয় তখনই বলেন যে হাঁ নিশ্চয় দেওয়া হবে। By the by, Hon'ble Speaker Sir, কয়েকটা ছড়ার কথা বলতে হয়। Development Minister এবং উপমন্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। উনি বলেছেন হাঁ করা হবে। তার কথা অনুযায়ী গ্রাম প্রধান দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু দু'বৎসর যাবং এটার কোন হদিসই নেই। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি ঐ সমস্ত ছড়াগুলিতে যেমন লালমা ছড়া, গোলাঘাটির উত্তর দিকে একটি ছড়া আছে, ছড়া ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে জমিগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। ছড়াগুলোর আশে পাশের জমিগুলি একেবারে মরুভূমির মতো হয়ে গেছে। সে সব জমিতে ধান বা অন্য কোন ফসল হওয়ার উপায় নেই। যদি ঐসব ছড়াগুলোতে পাকা বাঁধ না দিয়ে, ২/১ কানি পরপর কাচা বাঁধও দেওয়া হয় তাহলে ছরাগুলোর জলের স্রোতও কনট্রোল করা যাবে এবং আশে পাশের জমিগুলোতেও জলের অভাব ঘুচবে। এই সব কাচা বাঁধ দিতে সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হবে না। পাবলিক ও কিছু কিছু ডোনেট করবে। এগুলো যদি করা হয় অনেকগুলো গ্রামে আমরা জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি। এদিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নাই। লাটিছড়া বলে একটা ছড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে একেবারে নদী হয়ে গেছে এবং বহু লোকের জমি নষ্ট করেছে। সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এরকম বহু নজীর দেওয়া যায়। এস, ডি, ওর নিকট অনেকবার তারা দরখাস্ত করেছেন কিন্তু তালবাহানা করে এস, ডি, ও কিছুই করেণ নি। এ অবস্থা আজ সারা ত্রিপুরার। তাই কৃষক আজও প্রকৃতির খেঁয়ালের উপর নির্ভরশীল। আজও সরকার জলসেচের সুব্যবস্থা করে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নি। বিশালগড় এলাকার কাম থানার নিকটবর্ত্তী বুড়িগঙ্গার পেছেজটা যদি বড় করা হয় তাহলে দক্ষিণাংশ ও ভাটি বিশালগড় বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। কিন্তু রাম্মুনি যখন ডি, এম ছিলেন তখন ঐ কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কোন অজ্ঞাত কারণে সেই কাজটা পরিত্যক্ত হয়। গভর্ণমেন্টের অন্য কোন স্কীমে ঐ কাজটা ধরা আছে কিনা তা আমি জানি না। এই ব্যাপারে হাউসে অনেকবার

আলাপ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। শুধু বলেছেন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সরকার করছেন। ঐ সামান্য কাজটুকু করলে পরে হাজার হাজার মণ ধান উৎপন্ন হতে পারতো। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ বা চেষ্টা আমরা দেখতে পাই না।

আর একটা কথা হচ্ছে, মেন্যুর সম্বন্ধে। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের যারা এক্সটেনশন অফিসার বা এক্সপার্ট, অনেক ট্রেনিং দিয়ে আসেন, তারা অনেক লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেন বটে, কিন্তু এই বক্তৃতার সাথে সাথে যদি মেন্যুর ও জলসেচের ব্যবস্থা না করা হয়, তা হলে, এই বক্তৃতার কোন মানে হয় না।

মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন যে রাস্তার পাশে লাইনিং করে যে সমস্ত চাষ হয় সেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই। অমরপুর সহরের মধ্যে একটা মডেল ফার্ম আছে। সেখানে সরকার থেকে তাইচুং বা আই, আর, এইট ধান চাষ করা হয়েছে। গতবার উদয়পুর যাওয়ার পথে সেগুলো আমরা এষ্টিমেট কমিটির মেম্বাররা দেখতে পাই। সেই ধান গাছগুলো মাটি থেকে দুই আঙ্গুল পর্যন্ত বেড়েছে মাত্র। অর্থাৎ টাকাগুলো সেখানে ওয়েষ্টেজ করা হয়েছে।

অতএব যে সমস্ত অফিসারকে মেন্যুর সম্বন্ধে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে, সেই সব অফিসারদের গ্রামের মধ্যে রেখে কৃষকদের সাথে কাজ করানো দরকার। তা না হলে এভাবে গ্রামে গ্রামে আদর্শ ফার্ম করে যদি অমরপুরের ফার্মের মতো মরা ধান গাছ কৃষকদের দেখাই তাহলে তারা উৎসাহিত তো হবেই না বরং নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। কাজেই গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত মডেল ফার্ম আছে সেগুলোতে এমনভাবে চাষ করতে হবে যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং কৃষকরা উৎসাহিত হয়. মূল কথা হলো বাজেটের টাকাগুলো ঠিক ঠিক ভাবে, অপচয় না করে খরচ করা উচিত।

আর একটি কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে এখানে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার মত সময় পাবনা। তবে আমি মোটামুটি যা বুঝেছি সেটা হল যে সরকার ৫ একরের উর্দ্ধে যাদের জমি আছে, তাদের থেকে বীজ ও খোরাকীর ধান বাদ দিয়ে বাকী ধান প্রকিউর করবেন।

যখন কৃষকদের ঘরে ধান উঠবে তখন সরকার প্রকিউর করার জন্য কেবলমাত্র একটা নোটিশ দেওয়া ছাড়া আর কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন না। আর ধান যখন গৃহস্থের ঘরে চলে যায় তখন প্রকিউর করার জন্য হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন। ফলে গ্রামে যারা মজুতদার আছেন তারা বাজার বন্দর থেকে ধান এবং চাউল কিনতে আরম্ভ করেন এবং একটা তাড়াহুড়া পড়ে যায়। ফলে ২৫ টাকার ধান ৩০।৩৫ টাকা এবং চাউলের দামও হুহু করে বেড়ে যায়। ধান চাউলের দাম বাড়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে সরকারী অকর্মন্যতাও একটা কারন। এর ফলে আজ লাভবান হচ্ছে অর্থশালী মজুতদাররা। কারণ কৃষককে তার পেটের তাগিদে বাচার তাগিদে ধান চাউল বিক্রি করতেই হবে। বেশী দাম পাওয়ার আশায় সে বসে থাকতে পারে না। সেই ধান তখন সে সস্তায় বিক্রি করে আর

খরিদ করে মজুতদার অল্প দামে। যখন কৃষক বা সাধারণ গৃহস্থের ঘরে ধান থাকেনা তখন বাজারে মজুতদার সেই ধান উচ্চ দামে সেই কৃষকদের নিকট আবার বিক্রি করে। আর একটা কথা হলো এই যে, কর্মচারীদের মধ্যে কতিপয় লোক আছে যারা সুযোগ সন্ধানী এবং ঘুষ খায়।

চীফ মিনিষ্টার এক সময় বলতেন যে গ্রামাঞ্চলে রেশন সপের দরকার নাই। কারণ তারা প্রডিউসর। কিন্তু বিশ্রামগঞ্জের কথাই ধরা যাউক বিশ্রামগঞ্জের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলে বরাবরই ধানের দাম বেশী থাকে। আর কয়দিন পর ধানের দাম অনেক বেড়ে যাবে। কারন কৃষকদের ধান সব মজুদদাররা কিনে নিয়ে আসে। কাজেই আজকে যারা প্রডিউসর তাহাদিগকেও ধান চাউল কিনে খেতে হয়। এই হল গ্রামাঞ্চলের বাস্তব ঘটনা।

আর একটা কথা বলা হয়েছে ৫ একরের উর্দ্ধে যাদের জমি আছে তাদের থেকে নাকি ধান্য সংগ্রহ করা হবে। যারা বড় বড় জোতদার, যারা দিতে পারে তাদের নিকট ধান্য collection এর জন্য যাওয়া হয় না এটা আমরা দেখতে পাই। যে সব কৃষকের ২ একর বা তিন একর জমি আছে তাদের উপরে ধান collection এর notice দেওয়া হয়, একথা এর আগেও বহুবার আমি উল্লেখ করেছিলাম। আমরা বলি যে যারা মজুতদার তারা অনেক বেশী লাভ করে, কিন্তু সরকারের সঙ্গে যদি আমরা compare করি তাহলে দোষটা সরকারেরই বেশী। সরকার কৃষক থেকে যে চাউল কিনে তাহার দাম হল ৮৫ টাকা per quintal আর বিক্রি করে প্রতি কেজি রেশন সপ মারফতে ১.৩৭ পঃ যদি মন হিসাবে যদি ধরি তাহলে মন যদি ৩২ টাকা কিনা হয় বিক্রি হয় ৫২ টাকাতে, এখানে মন প্রতি ২০ টাকা লাভ করে। সরকারের মুল নীতি হল subsidy দিয়া জনসাধারণকে কম দরে খাদ্য সরবরাহ করা, কিন্তু সরকার আজ ৩২ টাকা দরে কিনে ৫২ টাকা দরে চাউল বিক্রি করছে। আজকে সাধারণ যে মজুতদার সেও এত টাকা লাভ করে না, কাজেই মজুতদাররা তো এটা করবেই; ২৫ টাকা দিয়ে কিনে ৫০ টাকা তো স্বাভাবিকভাবেই বিক্রি করবেই। তার জন্যই তো সরকারই দায়ী। আজকে সরকার এইসব দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। যারা মজুদদার, black marketiers আছে—তাদের ঘাড়ে এইসব দোষ চাপিয়ে দেয়। সরকার যদি মন প্রতি ২০ টাকা লাভ করে তাহলে মজুদদার কি অপরাধ করল। কাজেই এইভাবে ধান চাউলের দাম বৃদ্ধির জন্য মুলতঃ সরকারই দায়ী। সরকারের যে সমস্ত সাঙ্গ পাঙ্গ আছে, বা মজুতদার, জোতদার আছে তারা যাতে এই সুযোগ নিয়ে আরও ধনী হতে পারে, অর্থবান হতে পারে সরকারের food policyর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সেটাই।

বর্ত্তমান সরকারের এই খাদ্যনীতির ফলে জনসাধারণের উপকার হচ্ছে না। লাভবান হচ্ছে বর্ত্তমান সরকারের Ruling Partyর যে সমস্ত সাঙ্গ পাঙ্গ আছে তারাই, যাতে তারা Ruling Partyকে—মোটা টাকা সাহায্য দিতে পারে। তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এগুলি করা হচ্ছে। আজকে তাই শহর এবং গ্রামাঞ্চলে খাদ্যের দাম বাড়ে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভা হল একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে আজ এরূপ একটা গুরুত্ব-

পুর্ণ বিষয়ে একটা আলোচনা করার জন্য motion আনা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা আনছেন না। সেজন্য আমি এই সমালোচনা করতে বাধ্য হলাম।

সরকারের buffer stock সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। ত্রিপুরায় এমন একটা অবস্থার মধ্যে আমরা আছি কোন সময় যদি বেশী বৃষ্টি হয় বা flood হয় তাহলে গাড়ীঘোড়া সমস্ত অচল হয়ে যায় তার সুযোগ নিয়ে অনেক সময়, আগরতলা যদি নাও হয়, মফস্বলে লবনের দাম ৫ টাকা বা তদোর্দ্ধে উঠে যায়। ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে নায্যমূল্যে নিত্য জিনিষগুলি পেতে পারে তার জন্য Central Govt. একটা amount sanction করে একটা ব্যবস্থা করেছেন যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সরকার কিনে রাখতে পাবেন। এবং জিনিষের দাম বেড়ে গেলে সেগুলি জনসাধারণকে নায্য দরে বিক্রি করতে পাবেন সেটা হল Buffer stock. Buffer stock লবনের দাম যদি বাজারে বাড়ে তাহলে সেটা বাজারে ছাড়তে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ৬ মাস পরে buffer stock এর লবন জল হয়ে যায়, ফলে অনেক লোকসান হয়। যখন সেটা বাজারে ছাড়ে তখন দেখা যায় বাজারের লবনের quality থেকে এই লবনের quality অনেক খারাপ এবং এটার চাহিদা থাকে না। তারা যখন buffer stock এর জিনিষ-গুলি কিনে তখন tender দিয়ে ageneyর মারফতে কিনে। Agencyরা যা করে তাই হয়। তার মধ্যে lum sum ওনাদের কিছু থাকে।এটা অপ্রকাশ্য ব্যাপার, বলাও মুস্কিল, প্রমাণ দেওয়াও মুস্কিল। আজকে দেখা যায় এমন কতগুলি জিনিষ buffer stock এ রাখা হয় যেগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের মধ্যে পড়ে না। কাজেই এমন সব জিনিষ buffer stock এর মধ্যে রাখা দরকার যেগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে নিত্য প্রয়োজন। সরকারী নায্য মূল্য হিসাবে ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি পাওয়া তাদের সেই সুযোগ সুবিধা নাই। এই রাস্তাটা অনিশ্চিত রাস্তা, জনসাধারণ marketing করতে পারেনা। এমন ঘটনাও ঘটে গেল যখন লবণের কেজি ৫ টাকা হইয়াছিল। এই রকম দুঃখের কাহনী তারা আমাকে বলেছে। শুধু শহর নয়, মফস্বল এলাকাগুলির মধ্যে যেমন নূতন বাজার, সাব্রুম বা ঘোড়াকাপ্পা এই সমস্ত এলাকায় সরকারী ব্যবস্থায় জিনিষগুলি supply করা দরকার। যদি এটা না করা হয় তাহলে buffer stock maintain করার কোন অর্থ হয়না। শুধু লক্ষ লক্ষ টাকা Wastage হচ্ছে, জনসাধারণের কোন উপকারে আসছেনা। কাজেই সেই দিকে নজর রেখে অন্তত এগুলি করা দরকার। কিন্তু "কথায় আছে চোরে নাশুনে ধর্মের কাহিনী" চোরকে আর ধর্মের কাহিনী শুনায়ে কি লাভ, তাদের উদ্দেশ্যই হল কিছু লুট করা, পেছন থেকে লুট করা বা একটা ব্যবস্থাপনার নাম দিয়ে কিছু টাকা খরচ করা না হলে এই ব্যবস্থা হতে পারেনা, প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তার মাধ্যমে sincerity যদি থাকত, যদি বাস্তবিকই খাদ্য উৎপাদনের intention সরকারের থাকত কিছুনা কিছু production per কাণি বা per aore বাড়ত। per acre বা por কাণিতে বাড়ছেনা বরং আগে যাহা ছিল তাহার থেকে কমছে। সেই জন্যই আমি এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী"। কাজেই তাদেরে একথা বলাহয় শুনবেনা, শুনতে রাজীওনা শুধু বক্তৃতার সময় বলবেন বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে। আর

নিজেরা যে বিজ্ঞান পদ্ধতিতে যে কয় কাণি ধান করে রেখেছেন কিন্তু আজ সেগুলি জলের অভাবে মাটি ফেটে গিয়েছে ধানের ছড়া পর্যন্ত গাছ থেকে বাহির হয় না। আজ বহু জায়গায় এইরূপ অবস্থা। এইগুলির প্রতি অন্ততঃ তাদের নজর থাকা দরকার। আজ এই সমস্ত কথা বলে লাভ নেই সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে সরকারের খাদ্য নীতি কোন নীতিই নাই। উহা একটি দেউলিয়া নীতি, চোরা কারবারী, মজুতদার rich peasantry তাদেরকে সুযোগ দেওয়া সাধারণ মানুষকে মারা. বিভিন্ন গ্রামের গরীব লোকগুলি যে কি ভাবে চাউল কিনে খেয়ে বেঁচে আছে সে কথা তাঁরা ভাবতেই পারেনা। এভাবে দিনের পর দিন ধান চাউলের দাম সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ যার ফলে সামগ্রিকভাবে সারা ত্রিপুরায় জনসাধারণের আজ ত্রাহি ত্রাহি ভাব এই অবস্থায় কাটানো হচ্ছে। কাজেই আজ যে ধান চাউলে এই দর বেড়েছে তার একমাত্র কারণ সরকারের খাদ্য নীতি সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে সমগ্র জনসাধারণকে এই সমস্যার মাঝে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করছে না তারা শুধু বড় বড় বুলি আউরাচ্ছেন এবং তার ফলে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে কিছু লাভবান হচ্ছে, এই হল অবস্থা। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Abiram Deb Barma to perticipate in the discussion.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু খাদ্য নীতি সম্বন্ধে যে Motion টা এনেছেন আমি Motion টার সমর্থনে দুই একটা কথা বলছি। এই Motionএ অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমার প্রথমে এক কথাই মনে পড়ে কয়েক বৎসর আগে ত্রিপুরায় যে Ruling party ত্রিপুরা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্যে একটা নূতন Slogan বাহির করেন। সেই Slogan হচ্ছে "grow more food" অর্থাৎ অধিক ফসল ফলাও। সত্যিই সেদিন আমরা ভাবছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্য সমস্যা আছে এটার যদি কিছু সমাধান হয় তাহলে ত্রিপুরার মানুষ খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে।

কিন্তু আমরা যতদিন যায় ততই দেখছি ত্রিপুরার মধ্যে খাদ্য সঙ্কট দিন দিনই বাড়ছে এবং কৃষকদের ততই অসহায়ভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে। কাজেই খাদ্যে সমস্যার যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় এবং খাদ্য সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় তাহলে শুধু একটা slogan এ হবে না। আমরা জানি কৃষকদের যদি আজকে অধিক ফসল ফলাও আন্দোলনে অংশ গ্রহন করাতে হয় এবং তাদেরকে যদি ফলপ্রসু ভাবে নিজের জমিতে ফসল উৎপাদনের সুযোগ বিশেষ ভাবে দিতে হয় তাহলে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে আমাদের যারা কৃষক আছেন সেই কৃষকদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া. কিন্তু আমরা দেখি সেই সুযোগ সুবিধা ত্রিপুরার কৃষকরা সে উপজাতীই হউক আর অউপজাতীই হউক বা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের কৃষকই হউক সেই সুযোগ সুবিধাগুলি পায় না। কারণ কৃষক যদি তার জমিতে ফসল ফলাবার সম্পূর্ণ সুযোগ সুবিধা পায় তার জমিতে জল দেওয়ার, জল সেচের ব্যবস্থা করে না নিজে পারে না সরকার যদি তাহাকে

সাহায্য না করেন তাহলে সেই কৃষক তার জমিতে ফসল ফলাতে পারে না। আমরা দেখেছি মান্দাই বাজারের কাছে বালুদোম বলে একটা পাড়া আছে, সেই পাড়াতে সরকার কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ঘোড়ামারা ছড়ার উপরে একটা বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন এবং সেই বাঁধ দেওয়ার জন্য কিছু দিন S. D. O. থেকে আরম্ভ করে অনেক কর্ম্মচারীরা যাতায়ত করেন এবং বেষ কিছু টাকা খরচ করে কিছু বাঁধ দেন, অথচ দেখা গেছে সেই বাঁধ দ্বারা সেই গ্রামের কৃষকরা কোন সুবিধা করে নিতে পারেনি। এমনকি বাঁধটিও সম্পূর্ণ হয় নি। তারপর সদর বিভাগের দস্তাম পাড়ার কাছে কিসিমা ছেড়ার কাছে যে একটি স্কুল আছে সেই স্কুলের কাছে সরকার কয়েক হাজার টাকা খরচ করে একটা বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা করেন, সেই বাঁধের অবস্থাও তথৈবচ। আমরা দেখেছি গত flood এর সময় অর্থাৎ বন্যার সময় কিসিমা ছড়া ভাতখোলা বাঁধ থেকে আরম্ভ করে এদিকে রাণীর গাঁও পর্য্যন্ত কিসিমা ছড়ার দুই পাড়ের জমিগুলি বন্যায় এবং বালিতে যে ভাবে নষ্ট হযেছে, সেইখানকাব কৃষকদের অবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন বাবু দেখেছেন। আরও যে অবস্থা সেখানে হয়েছিল সেটা বর্ণনাতীত। অথচ সেই বন্যাকে প্রতিরোধ করাব জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু সেটাও টিকল না। কারণ সেটা বিজ্ঞান সম্মত ভাবে দেওয়া হয় নাই। এবং দেওয়ার মত এমন কোন পরিকল্পনাও সরকারের নেই। এই রকম বহু নজাব আছে যে নজীর হচ্ছে আজকে কৃষকের নামে টাকা পয়সা খরচ হয়, তার জমিতে ফসল ফলাবার নামে অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় অথচ কাজের বেলায় সেটা কোন কাজেই লাগে না। এক শ্রেণীর আমলা যাবা কর্ম্মচারী আছেন আমি অবশ্য সব কর্ম্মচারীদের কথা বলছি না। এক শ্রেণীর আছেন যারা সরকারকে সামান্য plan প্রভৃতি দিয়ে নিজেরা মোটা টাকা মারবার চেষ্টায় আছেন সেই রকম কর্মচারীদেব পকেটে এই মোটা টাকাগুলি চলে যায়। একদিকে কৃষকের নামে আর একদিকে সরকার বর্ত্তমান যে ruling party তারা বৎসরের শেষে হিসাব দেন যে আমরা জনসাধারণের জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করছি, ত্রিপুরার কৃষকবা এখন স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু সেটাত আমরা দেখতে পাই না। গত বৎসর আমরা যখন মাদ্রাজে যাই, সেখানে দেখেছি, সেখানকার কৃষকদের কিভাবে irrigation এর অর্থাৎ জল সেচের ব্যবস্থাগুলি করে দেওয়া হয়। সেখানে দেখছি গ্রামে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা না করে কৃষকের জমিতে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের ত্রিপুরার শহর অঞ্চলে বৈদ্যুতিক বাতি ঠিক মত ত দিতে পারেই না, আর গ্রামের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করাত দূরের কথা এবং সেখানের কৃষকেরা জমিতে ফসল ফলাবার জন্য যে সুযোগ সুবিধা পায়, irrigation এর যে সুযোগ পায় তার ফলে সেখানের জমিতে ফসল সারা বৎসরই লেগে আছে। আমরা এটাও দেখেছি যে সেখানে ধান চাউলের দর খুব কম। ১৯৬৮ সালের ঠিক এই সময়ে ত্রিপুরায় যখন ৬০ টাকা থেকে ৭০ টাকা চাউলের দর কিন্তু তখন সেখানে ২০ টাকার বেশী নয়। সেখানের কৃষকেরা বেশী ফসল উৎপাদন করার সুযোগ পায় বলেই এই রকম হয়। তাহলে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষির জন্য এই ব্যবস্থাগুলি থাকা দরকার। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থা নাই। তাহলে বলতে হবে ভারতবর্ষে কৃষির যে নীতি এবং খাদ্যের যে নীতি সেটা সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য

নয়। কাজেই এখানে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার রাজ্যে খাদ্য সমস্যাটা কেন বেশী। তার মধ্যে একটা কারণ আমরা বাস্তব অবস্থার মধ্যে বিচার করে দেখছি, এখানের একটা বিরাট অংশে জুমিয়া, এই জুমিয়ারা আজকে জুম করার অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের আগে জুম করার যে ব্যবস্থা ছিল আজকে তারা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ফলে তারা আরও বেশী করে খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আমি এখনও এই কথা challenge করে বলতে পারি যে এখনও বড়মুড়া অঞ্চলে যেখানে বনকুমারীর কাছে তিবরোকাঞ্চি এবং চাম্পাবাড়ী প্রভৃতি গ্রামগুলির মানুষ এখনই ভিক্ষা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কারণ জুম করে তারা দুমাসেরও ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। খাদ্য তারা দুমাসেরও জোগার করতে পারেনি। এই অবস্থার মধ্যেও আজকে কি দেখি? বন বিভাগেরও জুলুম চলছে। তাদের নামে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। দিন দিন তাদের কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে আব ফরেষ্ট বাবুদের সেলামিতো প্রত্যেক দিনই লেগে আছে। এইভাবে এই জুমিয়াদের বিরাট একটা অংশের উপর এই অবস্থা চলছে। যার ফলে আজ খাদ্য সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। আমরা গত কল্যের জাগরণ পত্রিকাতেও দেখেছি, ছামনু এলাকা প্রভৃতিতে এখই খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। সেখানে হাহাকার উঠেছে, অধাহার, অনাহার, আরম্ভ হয়ে গেছে এবং সেখানে এখনই চাউলের কেজি ২৷৷০ টাকা থেকে ৩ টাকা পর্যন্ত উঠে গেছে। এই অবস্থাই যদি হয় তাহলে আমরা আগামী দিনের ত্রিপুরার কথা কি ভাবতে পারি? কাজেই আজকে আমাদের রাজ্যের খাদ্য সমস্যার যদি সমাধান করতে হয় প্রথমতঃ কৃষকদের মধ্যে ভাল বীজ সরবরাহ করতে হবে এবং ছড়াগুলিতে বাঁধ দিয়ে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে আমরা যদি হাওড়া নদী যে নদীটি বড়মুড়া থেকে উৎপন্ন হয়ে পাকিস্থানে গিয়ে পড়েছে সে হাওড়া নদীর দুপাশের জমিগুলি যদি ঘুরে ঘুরে দেখি তাহলে দেখব যে এখানে ধানগাছগুলি খড় হয়ে গেছে, মাটি ফেঁটে গেছে, যেখানে কৃষকদের কাচি নিয়ে যেতে হয়। অথচ এই খড়ার ফলে তাদের সকল পরিশ্রম বৃথায় গেল। এই অবস্থা আজকে চলছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে আমাদের মন্ত্রীমহাশয়রাও বিজ্ঞান সম্মতভাবে আমরা কৃষকদের ফসল ফলাবার সুযোগ দিচ্ছি বলে চিৎকার করছেন। এইখানে কেন বিজ্ঞানের সামান্য আশীর্ব্বাদটুকু দিচ্ছেন না। কারণ এখানে জল নাই, জলের যেখানে অভাব বিজ্ঞান সেখানে জল দিতে পারে। মন্ত্রী মহোদয়রা যেখানে বিজ্ঞানের ধ্বজাধারী অথচ এখানে এই জমিগুলিতে জল দেওয়ার জন্য কেন ব্যবস্থা করেন না। এই হচ্ছে আজকের জিজ্ঞাসা। কাজেই আমি এ কথাই বলতে চাই যে গতবারও যখন এই Food policy Assemblyতে উপস্থিত করেন, আমরা তার সমালোচনা করেছিলাম। করেছিলাম এই কারণে যে আজকে লেভী সংগ্রহের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র পাঁচ একর জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সেই ধান্য সংগ্রহের একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা যদি না করি তাহলে পর ত্রিপুরার এই খাদ্য সংগ্রহের নীতি সফল হবে না। এই কথা বলার দরুণ আমাদের সমস্ত কর্মীদের preventive detention act এ আটক করে রাখা হয়েছে। এখনও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই আজকে যদি আমরা বাস্তব অবস্থার উপর সমালোচনা করতে যাই তাহলে আমাদেরকে কি বলা হয়—বলা হয় আমরা দেশদ্রোহী। কিন্তু আসলে আমরা বলতে চাই যে সরকার বিশ বছর রাজত্ব করার

পরেও জনসাধারণকে একমুঠো ভাতের অভাবে রাস্তায় রাস্তায় শেয়াল কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতে হয় এবং তাদেরকে বাঁচাবার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সরকার এগিয়ে আসতে পারে না। শুধু কথার উপরই জোর দিয়ে তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চায়, আমরা তাদেরকে বলব দেশদ্রোহী ও সমাজদ্রোহী। কাজেই আজকে এই যে অবস্থা আমরা আরও দেখছি, এই স্বদেশ প্রেমিক সরকারের চেহারা আমরা। দেখছি, যে ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতের ৪৫ কোটি মানুষের গর্ব্বের দিন, আনন্দের দিন, সেই দিন মনুভেলি প্রভৃতি এলাকায় দাদন প্রভৃতি আদায়ের নাম করে সেখানকার কৃষকদের উপরে অত্যাচার চালিয়েছে সেটা কোন দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তা আমরা জানি না। কাজেই আজকে খাদ্যের দিক থেকে যদি আমাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয়, কৃষকদের যদি বাঁচাতে হয়, গণতান্ত্রিক উপায়ে সবার অধিকার যদি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে আজকে আমাদের গ্রামে গ্রামে food committee গঠন করতে হবে। এই food committeeর মাধ্যমে ত্রিপুরার সংগ্রহ নীতিকে সফল করতে হবে এবং আমরাও সেই নীতির দিকে যাতে সংগ্রহ সফল হয় আমরা যারা বিরোধীরা আছি সেজন্য সাহায্য করব এবং সরকারকে পরামর্শ দেব। কাজেই এই ক্ষেত্রে আমার বিশেষ কিছু নেই। কাজেই আজকে সরকার গত বারের মত এবারও ধান সংগ্রহের জন্য অনেক নোটিশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি আজ পর্য্যন্ত সরকার ধান সংগ্রহের দিকে যাচ্ছেন না। কারণ এখনোও যৎ সামান্য কিছু ধান কৃষকের ঘরে আছে। সরকার যখন কৃষকের ঘরে ধান থাকে তখন চুপ করে বসে থাকেন। কৃষকের ঘরে যখন ধান থাকবে না বিক্রী হয়ে যাবে, এবং চোরাকারবারী বা মজুতদাররা যখন ষ্টক করবে, গরীব শোষণের সুযোগ সুবিধা করে নিতে পারবে তখনই এই ধান সংগ্রহের জন্য হোমগার্ড, পুলিশ পাঠিয়ে জনসাধারণকে উৎপীড়ন করে ধান আদায়ের চেষ্টা করবে। আমরা গতবার যা বলেছিলাম এই ধান সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে সেটা সঠিক ভাবে ফলতে আরম্ভ করেছে। সরকার গতবার যে ভাবে আদায় করতে গিয়েছেন এইবার ত্রিপুরার সরকারের একটু চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তাঁরা নূতন ভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। কাজেই এই খাদ্য সংগ্রহ নীতি যাতে সফল হয় এবং সমগ্র ত্রিপুরার যারা প্রগতিশীল মানুষ তাদের পরামর্শকে মাধ্যমে যদি সংগ্রহ করা হয় তাহলে আমরা মনে করি ত্রিপুরার খাদ্য সংগ্রহ নীতি সফল হবে। আজকে ত্রিপুরা সরকার খাদ্য Policyকে সফল করবার জন্য যদি এগিয়ে না আসেন তাহলে খাদ্য সংগ্রহনীতি সফল হবে না। কাজেই আজকে প্রথমে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো কৃষকদের সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে যাতে আমলা শ্রেণীর হাতে কৃষক শ্রেণী লাঞ্ছিত না হয়, তাদের ক্রীড়নক যাতে না হয় সেইদিকে সরকার যদি সজাগ দৃষ্টি না রাখেন তাহলে এই কৃষকেরা আগামী দিনে যাদের জমিতে ফসল করার সুযোগ নিতে পারবে না। এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে খাদ্য সমস্যা তা দিন দিন বাড়তে থাকবে। কাজেই এই motion House-এ উপস্থিত করে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু যুক্তিগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any Member of the Ruling Party ?

Shri Jatindra Kr. Majumder (M. L. A.) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে অঘোরবাবু যে motion এনেছেন Food Policyর উপর সে সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

যে statement দিয়েছেন তার কপি ও আমরা পেয়েছি। এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে অঘোরবাবু এবং অভিরামবাবু যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন—ভাল জিনিস ভাল, সেটা সকলেই বলে ভাল। কিন্তু এই Policyর উপর বলতে গিয়ে ধান ভাঙ্গতে শিবের গীতের মত চিরাচরিত তাদের যে কথা, সব সময় যা বলে থাকেন, গতবারও আমরা দেখেছি Food Policyর উপর motion এসেছে, Food Policyর উপর বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। গতধারের Assembly Procedings এর বইয়ে সেদিনকার সেই motion এর উপর আলোচনাটি যদি আমরা আমাদের সামনে তুলে ধরি তাহলে আজকের যে বর্ক্তৃতা সেটা যদি Tape record থেকে শুনি তাহলে দেখব তাতে কোন পার্থক্য নেই। একই রকম সুর, একই রকম কথা, একই রকম ভঙ্গি, একই রকম দৃষ্টি—সব কিছুই এক। আমি একথা বুঝতে পারছি না যে এটা শিখানো বুলি কি না। আমার সন্দেহ আছে। সেটা প্রতিবার, প্রতিনিয়তই, প্রত্যেক সময়েই বলেন কি ভাবে। এটা কি মুখস্থগত বিদ্যা, না কি কোন গল্প যেটা সব সময়ই একই রকম বলতে হয়। বলতেই হবে এরকম কোন নিয়ম আছে কিনা আমি জানি না। সেজন্যই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখব যে যদি কোন সমস্যা বা কোন কিছু আজকে বিধানসভায় আসে সেটা ভাল কথা। তার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হবে দেশের জনসাধারণের স্বার্থের, পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যে সমস্ত কথা জনসাধারণের উপকারের জন্য বিরোধীপক্ষ থেকে আসুক বা যে কোন পক্ষ থেকেই আসুক। কিন্তু সেই সমস্ত কথা বলতে গিয়ে মূল কথার দিকে না গিয়ে সেই কথা অন্যদিকে আমরা পরিচালনা করি. অন্যভাবে বক্তৃতা রেখে তাঁরা সেই Policyকে Indirectly বানচাল করবার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে আমার মনে হয়। কারণ এক জায়গায় মাননীয় অঘোরবাবু বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী "বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে" ইত্যাদি বলে বক্তৃতা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জনপ্রিয় নেতা। তিনি শুধু দলের নেতা নন। তিনি সমস্ত ত্রিপুরার জনসাধারণের নেতা। তাঁর মুখ থেকে এই কথা বেরুবে না কি অন্য সকলের মুখ থেকে বেরুবে? বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আজকে যদি কৃষিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারি তাহলে পরে তাদের কথায়ই আমরা বলতে পারি—যেখানে বলছে আজকে ভিক্ষা করছে মানুষ সেই জুমিয়া ভাইরা যদি সত্যিই এরূপ হয়ে থাকে, তারা যদি দেখে থাকেন তাদের চোখে তাহলে বিজ্ঞান সম্মতভাবে কৃষির পথে এগিয়ে না নিলে আমরা এই ত্রিপুরার জনসাধারণকে কি করে রক্ষা করব। খাদ্যের দিক দিয়েইবা আমরা কি করে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করব? তাই তাদেরকে বিচার বিবেচনা করতে বলি, অনুরোধ করি, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তাদের দেশের স্বার্থ, সমষ্টির স্বার্থ আজকে জড়িত থাকতে হবে। তা না হলে পরে—যেখানে তিনি বলছেন 'জনপ্রতিনিধি', 'এই প্রতিষ্ঠান' 'বিধান সভা' বাস্তবিকই যারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, এটা পবিত্র স্থান, তাঁর পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে, তার সংস্কৃতি রক্ষা করতে হবে। এটা আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু তার পবিত্রতা রক্ষা করবার ভঙ্গিমা নিয়ে কথা প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রতিনিধিরা সেই বাস্তব জিনিষটাকে, রচনাত্মক জিনিষটাকে গটন মূলক কোন কিছু যদি আমাদের সামনে পরিবেশন না করেন, শুধু বক্তৃতাই করেন পত্রিকায় প্রচার হওয়ার জন্য অথবা Partyর মুখ রক্ষা করবার জন্য সেটা কি বাস্তবিক ক্ষেত্রে যারা জনপ্রতিনিধি তাদের

কর্তব্য বা উচিত কিনা সেটা চিন্তা করে দেখতে আমি তাদেরকে অনুরোধ করি। এই অঘোর বাবুর প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় কয়েকটা কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন Food Committee এখানে গঠন করা হ'ক। তিনি বলেছেন যে প্রগতিশীল যারা তাদেব কাছ থেকে সাজেসান নিয়ে এ সব করা হ'ক। Proforma নোটিশ ইত্যাদি দেওয়া হ'ক। ধান সংগ্রহ করা হ'ক—তাদের কাছ থেকে সাজেশান নিয়ে। খুব ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে আজকে উপলব্ধি করলেন—"বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে" "বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে" যে মুখ্য মন্ত্রী বলেন, তিনি তো জানেন বহু দিন পূর্ব্বেই এই Food Policy নিয়ে প্রতিটি Block-এর Block অফিসে সেখানকার Cultivatorsদের নিয়ে, সেখানকার M. L. A.দের নিয়ে, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং তাছাড়া অন্যান্য যাবা বিশিষ্ট লোক সকলকে নিয়ে মিটিং করে Procurement সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছে. কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকে যারা বিধান সভায় Ruling Partyকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছেন জনসাধারণের কাছে, তারা সেই মিটিংয়ে উপস্থিত হন নাই। অভিরাম বাবুকেও আমি বলতে পারি যে তিনিও তো সেই মিটিং-এ, সেই সভায় যে সভায় ধান সংগ্রহ নিয়ে কৃষকদের উপর কোন নোটিশ ভুলবশতঃ দেওয়া হয়েছে কিনা এবং কার আবো বেশী দেওয়া উচিত। যার আছে যারা বড় বড় জোতদার তাদের কাছ থেকে সাজেশান নেওয়ার জন্য সেই মিটিং ডাকা হয়েছে। কিন্তু সেই মিটিং-এ অভিরাম বাবুকেও ব্লকের under-এ বা ব্লকের এলাকার M L. A. বলে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন তো তিনি উপস্থিত হতে সাহস পান নি। কেন সাহস পাননি তা আমরা জানি। তার কারণ হলো যদি সেই সময় সেখানে তিনি উপস্থিত হন এবং বড় বড় জোতদারদের খোঁজখবর তার মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়—যে যারা আজকে ৫।৭ দ্রোণ জমির মালিক তথা জোত বা খাসের যে জায়গা আছে সেই সমস্ত জায়গাতে তাদের জোত ভিন্ন, জোতের অন্তর্ভুক্ত জমি ভিন্ন তারা সেই সমস্ত খাসের জায়গাতে জুম করে, ধান ফসল করে। কিন্তু তারা সরকারকে এক মুঠো ধানও দেয় না। এই সমস্ত কথা যদি তাদেব মুখ থেকে প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে তাদেব Partyর কাছে তাদের মুখ থাকবে না। বিশেষ করে মার্ক্সীষ্ট Communist Partyর যারা সদস্য তাদের কাছে তাদের মুখ থাকবে না। তাদের মাতব্বরী থাকবে না গ্রামে গেলে। তাদের গোপন কথা যে তিনি বলে দিলেন সেজনা তাকে charge করবে। সেজন্যই তারা সাহস পায়না যেখানে দেশের কল্যাণের কথা, উপকারের কথা, জনসাধারণের স্বার্থের কথা, দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে কারা চোরাকারবারী, কারা মজুতদার, কারা বড় বড় জোতদার কারা সরকারকে ফাকি দিচ্ছে, Procurmentএব ধান দিচ্ছে না। তাদের কথা যদি তাদের মুখ দিয়ে ফাঁস হয়ে যায় তাহলে তাদের বিপদ হবে। তাহলে আর কেহ "ইন ক্লাব জিন্দাবাদ" বলবে না। সেইজন্যই তারা সে সব সভা সমিতিতে যোগদান করতে সাহস পান না। উপস্থিত থেকে বাস্তব চিত্র প্রকাশ করবার সাহস তারা পান না। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব শুধু বক্তৃতা দিলে চলবে না। আজকে এই যে খাদ্য সমস্যার কথা বার বার উল্লেখিত হচ্ছে এই বিধান সভায় এবং বিধান সভার বাইরে। Ruling Partyর মেম্বাররা এবং আমাদের

মন্ত্রীমণ্ডলী যেভাবে জনসাধারণের সমক্ষে এই সমস্যার কথা তুলে ধরছেন দেশ এবং সেটাকে মুকাবিলা করার জন্য সমস্ত নাগরিককে, এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা এবং দেশবাসীদের আহ্বান জানাচ্ছেন। সেই যে কথা সেই কথা আজকে বিধান সভায় বক্তৃতা করলে চলবে না। এই ভাবে সর্বত্র চিন্তা করে তারা প্রতি পদক্ষেপে এই সমস্ত কথা বিশেষভাবে চিন্তা করে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরবেন। এই অনুরোধ আজকে আমার তাদের কাছে। আর একটা কথা অভিরাম বাবু বলেছেন যে সীমনা নদীতে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, সেটা ভেঙ্গে গেছে। সেটা আমি ও নাকি জানি। হ্যাঁ জানবইত! কারণ সে Constituency থেকে আমি নির্বাচিত হয়ে এসেছি। আমি খুব ভাল ভাবেই জানি এবং গতকাল ও আমি সেখানে গিয়েছি। সভা সমিতি করেছি। শুধু আমি যাইনি যারা খাদ্য Policy সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং যারা এই সমস্ত Port folioes Minister in charge তাদেরকে যেমন আমাদের মুখমন্ত্রীকে আহ্বান করেছি এবং সেখানকার জনসাধারণ আহ্বান করেছেন। তিনি সেখানে জনসাধারণের ডাকে গেছেন। প্রকৃত অবস্থা কি বাস্তব অবস্থা কি তা তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। এইভাবে বাঁধ তৈরী করবে হয়ত কোন বাঁধ ভেঙ্গে যাবে। হয়ত কোনটা টিকবে। কিন্তু কিভাবে সেটাকে গ্রহণ করা যায়, কি করে জনসাধারণের সে বন্যাগ্রস্ত অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তার চিন্তা করার জন্যই তিনি কাল সেখানে গেছেন। এমনিভাবে আমরা সকলেই সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি অনুরোধ করি এইভাবে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা বিধান সভায় যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন বিরোধীদলের যারা তারাও এভাবে শুধু বক্তৃতা না করে সমস্ত জনসাধারণের সামনে গিয়ে এই সমস্ত Problem গুলি কি করে soiution করা যায় তার জন্য তারা চেষ্টিত থাকবেন এবং দেখবেন। ছামনু এলেকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানকার জুমিয়া আদিবাসীরা অতি কষ্টে দিন যাপন করছে। সেখানে খাদ্যাভাব। সেখানে খাদ্যাভাব তিনি যা বলছেন আমার মনে হয় ঠিকই হবে। কারণ সেখানে সেংক্রাক পার্টির যে অরাজকতা চলছে, লুটতরাজ, খুন খারাপি চলেছে তারই জন্য সেখানকার মানুষ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত। তারা ভয়ে আমন ফসলের সময়েতে কৃষি ও করতে পারেনি। কারণ কোন সময়ে সেংক্রাক পার্টি ভিন্ন রাষ্টের সঙ্গে জড়িত আছে -যে পার্টির সঙ্গে আমরা দেখছি ও আমরা অনুমান করছি এবং প্রকাশ পাচ্ছে, জনশ্রুতি ও আছে যে এখানকার ও কোন কোন রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টিএর সাথে জড়িত আছে। তাদের দৌরাত্ম সেখানকার জনসাধারণ জর্জরিত, অতিষ্ঠ সেখান আজকে ছোট ছোট কৃষক জনসাধারণ খাদ্য উৎপাদন করতে পারছে না। তারা আতংকিত ভয়ার্ত। আজকে বাচার তাগিদে তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। জীবন রক্ষার তাগিদে অন্যত্র যাচ্ছে। কাজেই কৃষির দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় কোথায়?

তারই জন্য আমি বলছি বিরোধী দলের নেতারা যারা আছেন এবং আমরা যারা আছি সকলে মিলে চলুন সেখানে ঝাপিয়ে পড়ি। সেখানকার কৃষককুলকে কিভাবে রক্ষা করা যায়। সেখানকার কৃষকদের দিয়ে সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই চেষ্টা করি। শুধু বিধান সভাতে এসে বক্তৃতা দিলে তো আর চলবে না।

আর একটা কথা বলা হয়েছে যে সদস্যদের অন্ধকারে রেখে food policy নেওয়া হয়। এই কথার অর্থ কি হবে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। - মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু আজকে

মোশান এনেছেন। তিনি এতদিন কোথায় ছিলেন। তিনি তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বলতে পারতেন যে কি অবস্থা, এখন আমরা কি করব। এটাতে দলের কোন প্রশ্ন নেই। তিনি বলেছেন আজকে খাদ্য সমস্যা হল দেশের একটা জাতীয় প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কাজেই এই প্রশ্ন আজ এখানে উঠায়ে বিধান সভাতে নাম কিনাই উনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করি। এর আগে তো তিনি কোন আলাপ আলোচনা করতে দেখিনি বা কোনখানে এ ব্যাপারে সভাসমিতি করতে দেখিনি। policy সম্বন্ধে একটা motion আনলেই যে খাদ্য সম্বন্ধে policy ঠিক ঠিকভাবে চলবে একথা উনি কিভাবে মনে করেন আমি তা বুঝতে পারিনা। একটু আগে মাননীয় অঘোর বাবু বললেন যে এই পবিত্র স্থান বিধান সভায় উনাদের কিছুই জানানো হয় না। তিনি তো এর আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে অন্যান্য ব্যাপারে দেখা করেছিলেন। তখনও তো তিনি এ ব্যাপারটা আলোচনা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। প্রতিটি প্রশ্নের সময়ে, discussion এর সময়ে, প্রতিটি motion এর সময়ে আমরা দেখতে পাই উনারা ruling partyকে গালাগালি দেন ruling partyকে আজকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আজকে তারা এগুলি বিধান সভায় উপস্থাপিত করেন। এছাড়া এর মধ্যে আর কোন সারবস্তা আছে বলে আমার মনে হয় না। তারই জন্য আমি আজ মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদিগকে অনুরোধ করছি তারা দলাদলি ভুলে গিয়ে, দলের উর্দ্ধে, রাজনীতির উর্দ্ধে যে খাদ্য সমস্যা সেটাকে চলুন সবাই মিলে মুকাবিলা করি। আমাদের যতটুকু সাধ্য সেই অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করব যাতে বর্তমান খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যায়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Ghanbshyam Dewan—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে motionটি এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। এই motionটি আমার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছিনা। মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এবং অঘোর বাবু food policy সম্বন্ধে যা বলেছেন সেই সম্বন্ধে আমি বলব আমাদের সরকারের যে food policy আজকে আমরা এই হাউসের মধ্যে পেয়েছি তাতে আমরা দেখি, tribal areaর জন্য per adult 1000 grm. wheat বরাদ্দ আছে, আপনারা সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে tribal এলাকা আছে, আঠারমুড়া হউক, লংথরাই হউক সাতচাঁদ হউক যেখানে জুমিয়া ভাইরা আছেন সেই জুমিয়া অঞ্চলে বর্ষাকাল আসতে না আসতেই খাদ্য সংকট দেখা দেয়। যেহেতু এখনোও জুমিয়ারা পাহাড়ে আছেন। তারা যে জায়গায় জুম চাষ করতেন সে জায়গা এখন ছনবন হয়ে গেছে। ফলে তাদের খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে। কারন আগে তারা যেভাবে জুম চাষ করতে পারতেন এখন আর সেভাবে করতে পারবেন না। আমাদের ত্রিপুরা সরকার জুমিয়াদিগকে সাহায্য করবার এবং তাদেরকে ভূমিতে পুনর্বাসন করবার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যতদিন পর্যন্ত সমস্ত জুমিয়াদিগকে সুষ্ঠুভাবে পুনর্ব্বাসন দিতে না পারছেন ততদিন পর্যন্ত এই খাদ্য ঘাটতি থাকবেই। কাজেই সরকারের বর্ত্তমান যে food policy সেটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। উপজাতীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে জুমিয়া অঞ্চলে যেসব জুমিয়াদের খাদ্যে ঘাটতি হয়, বৎসরের খোরাক হয় না, তাদের খাদ্যে ঘাটতি পুরণের জন্য

সরকারের তরফ থেকে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। সেইজন্য সরকারে food policy প্রয়োজন এবং খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। সরকারের বর্ত্তমান food policy দ্বারা ত্রিপুরার উপজাতি ভাইরা নিশ্চয় উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করি। মাননীয় সদস্য ছামনু অঞ্চলে যে খাদ্য ঘাটতির কথা বলেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য যতীন বাবু উত্তর দিয়েছেন। কাজেই আমি তার পুনরুক্তি করতে চাই না। ছামনু অঞ্চলটা হল জুমিয়া অঞ্চল। সেখানে যে কোন কৃষিযোগ্য ভূমি প্রায় নাই বলিলেই চলে। সেখানের অধিবাসীরা সেংক্রাকের অত্যাচারে সারা বৎসরই জর্জ্জরিত ছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে জানতে পারলাম গত বৎসর সেখানে সেংক্রাকের হামলা করেছে। সেংক্রাকের অত্যাচারে জুম চাষ করতে না পারায় এখনই সেখানে চাউলের কেজি ৩ টাকায় উঠে গেছে। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ এবং সন্ত্রাসগ্রস্থ জুমিয়া এবং উপজাতীয় পক্ষ থেকে বর্ত্তমান সরকারের এই খাদ্য পলিসিকে আমি অভিনন্দন জানাই। কারণ এই নীতিতে জুমিয়া এবং উপজাতীদের খাওয়ার সংস্থান আছে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—Now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Food Policy সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় বলেছেন যে সরকারে Food Policy কি সেটি আমাদের তরফ থেকে motion দেওয়া উচিত ছিল। তার তরফ থেকে সেটা দেওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব এটাই ছিল তার সারমর্ম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৭-৬৮ সনে এই হাউসে আমাদের সরকারের Food Policy নিয়ে মোসান আনা হয়েছে, তার বিচার বিবেচনা এবং সরকার মন্তব্য এই হাউসে রাখা হয়েছে। মাননীয় সভ্যও নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধে অবহিত আছেন। সরকার যদি কোন নূতন Policy গ্রহণ করবেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা হাউসকে অবহিত করাতাম। কিন্তু আমরা ১৯৬৭-৬৮ থেকে নূতন কোন পলিসি গ্রহণ করিনি। তার কারণ হল এই আমাদের State হল deficit State আমরা Central Government থেকে খাদ্য পাই। আমাদের এখানে ১৯৬৭-৬৮ সনে আমরা internal procurement করি। সেটা হল India Governmentএর policy যে deficit Stateও তা করতে হবে। সেই অনুসারে সমস্ত deficit State তার procurement করে এবং সেই ভাবে কার্য্য চালু আছে। সেই অনুসারে আমরা এবারও procurement করছি মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন assesment করতে গেলে Block Committee. Block Advisory Committee, পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে assesment করতে হবে। সেই অনুসারে তা করা হয়েছে। অতএব কোন procurement policy change হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সদস্য মহাশয় নিশ্চয়ই তা অবগত আছেন। অবগত থেকেও যে বলেন যে এটা তার জানা নেই সেই সম্বন্ধে আমি সম্যক অবহিত নই। তারপর বলা হয়েছে যে আমরা যে procurement করছি, খাদ্যে স্বয়ং সম্পন্ন করবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, এবং কি উপায়ে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়

তার যে একটা প্রচেষ্টা তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। এটা স্বাভাবিক বিজ্ঞান যখন প্রথম আসে তখন তাদের ভাগ্য অনেক বিড়ম্বনা থাকে। এই রকম অনেক নিদর্শন আছে তাইচুং এবং আই, আর ধান চাষ যদি প্রবর্ত্তন করতে হয় তাহলে জমির পরীক্ষা নিরিক্ষা করতে হবে। এবং কি সার দিতে হবে তাও দেখতে হবে। কীটের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা, জলের বন্দোবস্ত করা এ জিনিষগুলি সমস্ত কর্ত্তব্য। সেই অনুসারে আমরা প্রতি মাসে একটা area নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার পর তাইচুং আই, আর ৮ প্রবর্ত্তন করে সাফল্য লাভ করেছি। এবং ৮০ হাজার একর জায়গাতে আমরা Plants Production measure করেছি। অতএব এগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পোকার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা যে গোষ্ঠীভুক্ত তাতে তারা যে আমাকে মারে নি তারজন্য আমি তাদেরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারপর Irrigation measure সম্পর্কে বলছি। Irrigation measure এ ছোট বাঁধ দেওয়া, টিউবয়েল করা ইত্যাদি দিয়ে সাফল্য লাভ করেছি। তারপর আর একটি জিনিষ আমাদের চিন্তা করতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ করতে গেলেই Storage of seeds, Fertilizers ইত্যাদি করতে হবে এবং তা আমরা করছি। তাতে তারা বলবেন যে Seeds & Fertilizer Stores এর কি প্রয়োজন। আমরা তো বাপ দাদার আমল থেকে এমনিতেই চাষ করে আসছি। কারণ আমরা মোষকে বনে জঙ্গল ছেড়ে দিয়েছি। তাদের গোবর এবং সংগ্রহ করে মেনিউর তৈরী করে বৃক্ষ রোপন করা তা আমাদের চৌদ্দ পুরুষে করেনি। অতএব আমাদের এই প্রথা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এ যদি মনে করে থাকেন তাহলে তারা বিজ্ঞানকে Discuss করে দেখতে পারেন। সে স্বাধীনতা উনাদের আছে এবং সেইভাবে তারা প্রচার করতে পারেন। তবে আমি অনুরোধ করব এই বিজ্ঞানের গতিকে তার উন্নতিকে ব্যাহত করার অধিকার কোন মানুষের কোন প্রতিষ্ঠানের নেই। অতএব তারাও সেইদিক দিয়ে ব্যর্থ হবেন। তারা যদি মনে করে থাকেন যে আমরা জানি যদি ভাল চাষের বন্দোবস্ত করতে হয় তাহলে উন্নয়নের Forest ৩৩/. পার্সেন্ট Land রাখতে হবে। তাহলে সে জায়গা ডেভ্লেপমেন্ট হয়। তারা বলবেন কি দরকার Forest এর। আমাদের কোন দরকার নেই। Forest উচ্ছেদ করে দাও। কারণ এটা বৈজ্ঞানিক প্রথা। আমরা বৈজ্ঞানিক প্রথা মানি না। আমরা গতানুগতিকভাবে গ্রহণ করেছি। বন যেখানে আছে সেই বন আমাদিগকে ডাকে। অতএব মাটির সাথে সম্পর্ক আমরা রাখব না। Go to the Forest and discard the Forest and fell down the seeds কারণ এর সাথে চাষের কোন যোগাযোগ নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তার সাথে সাথে Erosion of soil আছে যা প্রচণ্ডতম হবে সেই সম্বন্ধে আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে সামনে রাখতে বলি, এবং তাদের পলিসি হ'ল এই গতানুগতিক Partyর ফিলোসফি। মুখের থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নাও তাহলেই সেই লোক তোমার অধীনে থাকবে। তুমি তাকে গরুর মত পরিচালিত করতে পারবে। এই নীতির উপর যারা নির্ভরশীল তারা অনবরতই বলবেন যে Forestএর কোন দরকার নেই, বৈজ্ঞানিক প্রথার কোন দরকার নেই। কারণ তাহলে পরে উৎপাদন বৃদ্ধি হবে। মানুষ চাষ আবাদে আসবে, জমির উপর মূল্য বসবে, ভূমির উপর তাদের ভালবাসা আসবে, ভূমির উপর তার স্নেহ আসবে। অতএব তার থেকে তাকে ছিনিয়ে

নিতে গেলেই বলতে হবে destroy the forest. Reserve forest destroy কর। আমাদের ঐ forestএর কোন দরকার নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাহাদিগকে চিন্তা করতে বলব, আবার ভাবতেও বলব, যে যদি forestএর উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চায় তাদের ও forestকে বাঁচানো দরকার। অতএব সেই দিক দিয়ে জল আকর্ষণ করা এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ করা এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্য Forestএর একান্ত প্রয়োজন। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করব এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখতে। খাদ্য নিয়ে যেন রাজনীতির খেলা ওনারা না খেলেন। তারপরে বলা হয়েছে যে 2nd Five Year Plan এ আমরা Production বাড়াবার জন্য টারগেট করেছিলাম ১৫ হাজার টন। ৯ হাজার ৮ শত টন পর্য্যন্ত আমরা পৌচেছি। এবং তারপর 3rd Planএ additional target যেখানে হয়েছিল ২০ হাজার টন এবং সেখানে আমরা তার উপরে ২৭ হাজার ১০০ টন খাদ্যতে আমরা পৌছেছি। কারণ এই বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদের প্রবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে জন-সাধারণ তাকে গ্রহণ করেছে। কোন কোন দল বৈজ্ঞানিক প্রথাকে discard করা সত্তেও তারা তা গ্রহণ করেছে। কারণ ত্রিপুরার মানুষ জানে Agriculture তার প্রাণ। ফরেষ্ট তার প্রাণ। Preservation of Production আমার দরকার, seeds stores দরকার, fertilizer আমার দরকার, Plant Production আমার দরকার। সেটাকে তারা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এবং তারই মধ্য দিয়ে আমরা 3rd Plan এবং 4th Planএ ত্রিপুরায় At the end of the 3rd Plan Production was estimated 84,000 tons অতএব সেটাকে আমরা একটা পুরস্কারও পেয়েছি। যদি Productionএর 50% টারগেট থাকে তার থেকে যদি আমরা উন্নতি করতে পারি তাহলে আমরা প্রাইজ পাই All India Basisএ। এবং সেই জন্য আমরা ৫০,০০০ টাকা পেয়েছি From Central Govt. an amount of 50/- at Community Prize during the year 1960-61 অতএব তার উপর লক্ষ্য করে আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ আবাদ প্রক্রিয়া কৃষক ভাইরা গ্রহণ করেছেন বলেই আমরা অসংখ্য বাঁধা বিপত্তি থাকা সত্বেও এই সিমানায় পৌছতে পেরেছি। সেজন্য আমি ত্রিপুরার কৃষক ভাইদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। কেবল তাই এখনও আমরা পরীক্ষা নিরিক্ষা করছি যে গম চাষ করা চলে কি না। তাই এবার গম চাষ আমরা প্রতিটি ব্লকে করার চেষ্টা করছি। এবং তার Produce এখন যা দেখছি এবং যারা Expert technical person in the Agriculture field তাদের মত হ'ল এই যে ত্রিপুরা গমের চাষ ও ভুট্টার চাষ খুব ভাল হবে। এবং Sugarcaneও ভালহবে সেই অনুসারে আমরা compact কতগুলি জায়গায় Tribal যারা আছেন তাদের এখানে Potato, Pady and Sugar cane Tribal cultivators blockএ আমরা তা সুরু করেছি ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে। Pady 4,000 একরে ; Potato—199 একর Sugur cane—III একরে। অতএব সেই দিকে দিয়ে আমরা কতগুলি Special Programme for the Tribal. উন্নত ধরণের যে চাষ তা চলে কি না দেখাচ্ছি। অতএব মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা সেই সমস্ত জায়গাতে গিয়ে উৎসাহিত করবে। এই আশা করি এবং তাদের মধ্য দিয়েই এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার

grow more food campaignকে জয়যুক্ত করে ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যার সমাধানে সক্ষম হবো। শুধু তাই নয় food policy সম্পর্কে এখানে সেই ফিসারী এবং তার সাথে সাথে Piggery, Poultry & ducuery তা ও আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুসারে আমরা প্রতিটি জায়গাতেই দেখেছি যে আজ এই policyগুলো জনসাধারণ প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন। সারা ত্রিপুরার তারা খাদ্য নীতিকে বানচাল করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিয়ে ত্রিপুরার Procurementকে; ত্রিপুরার Grow More Food Campaignকে জয়যুক্ত করেছেন। সেই জন্য আমি তাদেরে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। 1967-68এ Paddyআমরা ২,৭৮৮০০ মেট্রিক টন; 420 Matric ton of rice তারপর target for Procurement of rice & Paddy during the year 1968-69 আমরা ধরেছি ৫,৩০০ মেট্রিক টন of paddy এখানে বলা হতে পারে যে গত বার ১৪,০০০ আর এক হাজার ১৫,০০০ হল, এবার ৫,৩০০ মেট্রিক টন কেন হল? আমার statementএ বিশদভাবে তাও বর্ণনা করছি। কারণ ত্রিপুরায় কেলামিটি হয়েছিল—of surplus of the seeds after giving allowance for Consumption of 30 kg. of paddy per number of family per month for 7 months 75 kg, of paddy per acre for seed purpose. S. D. O, A. S. D. O. are however empowered to reduce the nobs less than 20 maunds per area for actual assessment. On the above basis about 10 000 tons of rice. 15.000 tons of paddy have been estimated for surplus with producers' owing land of 5 acres & thus estimated surplus it intendent to Produced of Govt, accounts by the requisition. কিন্তু তার দামও ধরা হয়েছিল ৫৬.২৫ per quintal in respect of Paddy and 93.73 per quintal of rice, কিন্তু সেই Budgetএ পৌছতে গিয়ে Antisocial activities সেখানে প্রচণ্ডতম হয়েছিল "জান দেব তবু ধান দেব না" এই আন্দোলন করে জনসাধারণকে জনসাধারণের মুখের গ্রাসকে, এবং বড় বড় জোতদারদের হাত করে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে এবং যারা রাজনৈতিক ভাবে তাদিগকে এইপদ্ধতি থেকে দূরে সব র জন্য Anti-social activities অবলম্বন করেছিলেন তাদের কথাবার্তা না শুনে তারা তাদের এই শিক্ষাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছে এবং তারই জন্য আমরা এই কৃতকার্যতা লাভ করতে পেরেছি। তারপর Procurement সম্পর্কে তারা বলেছেন এবং গতবার আমাদের যে target ছিল সেই target নিয়ে আলোচনা করে House এর কাছে আবেদন করি যে আমরা যাতে আমরা তা জানি, এই State deficit State তা সত্বেও আমরা এখানে Procurement Policy গ্রহণ করেছিলাম। ১০০০ টন rice আর ১৪,০০০ tons of paddy একটা target ছিল। এবং Production আমরা ধরেছিলাম যে এই জমিতে Per acre এ ২০ মণ Paddy হবে সেই জায়গাতে for assessing flood এর জন্য Per acre এ production কম হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে এটা কম হয়েছে। সেটার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্লকে এবং পঞ্চায়েত গাঁ প্রধান আছেন তাদের সাথে আলাপআলোচনার মাধ্যমে এই assessment পরিচালিত হচ্ছে। এখন পর্য্যন্ত আমরা Procure করেছি ৮৩২ মেট্রিক টন Paddy, ১৫ মেট্রিক টন of rice,

Central Pool থেকে আমরা rice এবং wheat ১৯৬৭, ৬৮, ৬৯ ইং তে আমরা কি পেয়েছি তার একটা বিষদ বর্ণনা আমি এখানে পড়ব। Rice ১৩,৭০০ মেট্রিক টন পেয়েছিলাম ১৯৬৭ তে। wheat ১৫,৪২৯ মেট্রিক টন। ১৯৬৮ তে ১৬,৮৫০ মেট্রিক টন rice এবং ৩১,৮২৫ মেট্রিক টন wheat. ১৯৬৯তে upto date ৪,০৫০ মেট্রিক টন rice, ৮৫০ মেট্রিক টন wheat. Allotment হয়েছে ১৬,০০০ মেট্রিক টন rice, ৫,০০০ মেট্রিক টন of wheat has been made by the Govt. of India so far' what was the indent for the year 1967-68-69 সেই অনুসারে আমরা দিয়েছিলাম ৩০,০০০ ; ১৫,০০০ , ৩০,৭০০ ; ৩১,০০০ ; ৩৫,৯০০ ; ৩৫,০০০ কিন্তু তা সত্বেও আমরা যা পেয়েছি তা দিয়েই আমাদের এই সংকট থেকে আমরা বাঁচতে পেরেছি। তাই আমি আবার আবেদন করব House এর সামনে খাদ্য নিয়ে আমরা যাতে রাজনৈতিক খেলা না করি। এটাই হবে আমার আবেদন এবং তা হলে সঠিক আমাদের State deficit state, Central থেকে আনছি, অভ্যন্তরে যে Procurement হচ্ছে তা আমাদের demand তুলনায় অতি নগন্য বললে ও এর অত্যুক্তি হবে না।

অতএব সবে মিলে আমরা যাতে Internal Procurement কৃতকার্য্য করে তুলতে পারি, উন্নত ধরণের চাষ আবাদে প্রতিটি মানুষকে, উদ্বুদ্ধ করিতে পারি এবং উন্নত ধরণের বীজ উৎপন্ন করা এবং সেগুলিকে ঠিক ঠিক জায়গাতে সংরক্ষিত করা এবং সেইভাবে সেইগুলিকে distribute করার কাজে আমরা যাতে সকলে একযোগে কাজ করে যেতে পারি এবং চিছিমার একটি বক্তব্য এখানে রেখেছেন। ঐ চিছিমা ছড়ার উপরে যে জমি, সেগুলিতে বোরো, আউশ, আমন এবং গম উৎপন্ন করা চলে। যদি মাননীয় সদস্য তা বলেছেন যে বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। যদি কোন বাঁধ দিতেও হয় তা হলে সেটি হবে কাচা বাঁধ। এইরূপ কাচা বাঁধ ত্রিপুরার প্রতি ছড়ায় ছড়ায় দেওয়া যায় তবে সেটা হবে Temporary বাঁধ। এই সমস্ত কাচা বাঁধ ভাঙ্গার ফলে যে সমস্ত বিপর্য্যয় ঘটে সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যের চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ আমি দেখেছি সেই ছড়াতে এখনও জল আছে। এখন সেই জলকে কিভাবে utilise করে আমরা বোরো, আউশ আমন এবং গমের ভূমিতে পরিবেশিত করিতে পারি। কাজেই সেখানকার ভাইয়েরা যে উন্নত ধরণের চাষাবাদ করে কিছুটা বোরো ধানের চাষ শুরু করেছে ত'হলে বুঝা যাচ্ছে এই উন্নত ধরণের পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রচার করা সত্বেও সেখানকার জনসাধারণ তাদের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য জায়গায় উন্নত ধরণের চাষের প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে তাদেরও চিন্তাধারা হয়েছে "mere slogan will not lead up" will not lead up anywhere we are to a dopt the Scientific Agriculture for our improvement economically and Socially কারণ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি মানুষের চিন্তাধারাই নতুন এক অবস্থার সৃষ্টি করে। এবং সেটা বিরাট এক বৈপ্লবিক অবস্থা বলে আমি মনে করি। সেই জন্যই এটা তারা গ্রহণ করেছেন এবং তাদের কার্য্যধারাকে পরিচালিত করে তাদের অর্থ নৈতিক সামাজিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তারা ঠিক পথ ধরে চলেছেন। সেই জন্য আমি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। অতএব সেইদিক দিয়ে জুমিয়া landless tribal এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে ভূমিতে বসিয়ে যাতে তারা চাষ আবাদ গ্রহণ করে উন্নত ধরণের পদ্ধতি

গ্রহণ করতে পারে, সেই পরিকল্পনা ১৯৫৩ সাল থেকে এই পর্যন্ত আমরা পরিচালনা করে চলেছি এবং সেটা যাতে আরো ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিক দিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমি House এর প্রত্যেক সদস্যকে অধ্যক্ষের মধ্যে দিয়ে আবেদন জানাই। কারণ আমরা এখনে একত্রিত হয়েছি দেশের ফসল বৃদ্ধিকে অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক ধারা তার পর্যাপ্ত উন্নতির সম্ভাবনা হতে পারে তে আছে। সেটাকে ত্বরান্বিত করে আর্থিক উন্নতি এবং খাদ্যের দিক দিয়ে সফল হওয়ার জন্য যাতে একযোগে মিলেমিশে আমরা কাজ করে Procurement, distribution এবং cultivation এই সকল দিক দিয়ে সকলে একযোগে কাজ করে দেশের উন্নতি করব এই আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।

Mr. Dy. Speaker —The discussion is over

The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 4th February. 1969

PAPERS LAID ON TABLE
STARRED QUESTION NO. 38
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। গত ৫ বছরে কি কি বার কর্মচারীর দল মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন তাহাদের নাম,

২। এই সকল মামলায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সরকার পরাজিত হইয়াছেন,

৩। এই সকল মামলায় সরকারের মোট এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে?

উত্তর

১। সরকারী কর্মচারীদের নাম বিভাগ অনুসারে ১নং সঙ্গে নিচে দেওয়া হইল।

২। ১৯৬৮ ইং সনের ১৮ই জুন পর্যন্ত সরকার নিম্ন লিখিত ৩টি মোকদ্দমায় পরাজিত হইয়াছেন যথা :—

১) টাইটেল স্যুট নং ২৮, ১৯৬৪ ইং সন (T. S. No. 28 of 1964).

২) ১৯৬৪ ইং সনের ৬ নং মানি স্যুট। (M. S. No. 6 of 1964).

৩) ১৯৬৬ ইং সনের ৪নং ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধীয় মামলা (compensation Case No. 4 W/C of 1966.

৩। মোট ৪,৬২১ টাকা ৪ পয়সা)upto 18. 6. 1968)

১ নং তালিকা সম্বন্ধীয় লিষ্ট

গত ৫ বৎসর ত্রিপুরার কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন কারণে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন তাহাদের নাম, বিভাগ বা দপ্তর অনুসারে নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। ২নং এক্জিকিউটিভ অফিসার বা দপ্তর	১। শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
২। পূর্ত্ত বিভাগ	২। শ্রীজগদীশ বসাক।
	৩। শ্রীসত্যরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।
	৪। শ্রী এস, কে, ভট্টাচার্য্য।
	৫। শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র পাল।
৩। জিলা জজের দপ্তব অফিস	৬। শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস।
৪। পরি সংখ্যা সম্বন্ধীয় বিভাগ	৭। শ্রীরঞ্জিত চন্দ্র দে।
	৮। শ্রীঅজিতকুমার কর।
৫। প্রিণ্টিং ও ষ্টেশনারী বিভাগ	৯। শ্রীশ্যামাচরণ দেব।
	১০। শ্রীহীরালাল দেবনাথ।
	১১। শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ।
	১২। শ্রীসত্যকাম দেববর্ম্মা।
৬। স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তার দপ্তর বা অফিস	১৩। ডা: পি, কে, চক্রবর্ত্তী।
	১৪। শ্রীমতা সৌদামিনী গুপ্ত
৭। কারা বিভাগ	১৫। শ্রীসুভাষ চৌধুরী।
৮। পুলিশ দপ্তর বা অফিস	১৬। শ্রীআবু মিঞা।
	১৭। শ্রীনিতাই সরকার।
	১৮। শ্রীঅনিল আসাম।
	১৯। শ্রীব্রজেন্দ্র লাল চৌধুরী।
	২০। শ্রীনীলেন্দ্র চন্দ্র দে।
৯। সেটেলমেণ্ট দপ্তর	২১। শ্রীশীতল চন্দ্র সরকার।
১০। শিল্প বিভাগ	২২। শ্রী পি, আর, পুরোহিত।
	২৩। শ্রী বি, রায় চৌধুরী।

১১। মুদ্রাকরণ পরিচালন বিভাগ	২৪। শ্রীসন্তোষ রঞ্জন দাস।
	২৫। শ্রীললিত মোহন দেব।
	২৬। শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।
	২৭। শ্রীবতাশ চন্দ্র দত্ত।
	২৮। শ্রীপ্রাণগোপাল ঘোষ।
	২৯। শ্রীসুনীল দত্ত।
	৩০। শ্রীমনীন্দ্রকুমার দেবনাথ।
১২। প্রশাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় বিভাগ	৩১। শ্রীনরেশ চন্দ্র পাল।
১৩। কৃষি বিভাগ	৩২। শ্রীসুকুমার পাল।
১৪। শিক্ষা বিভাগ	৩৩। শ্রীসুনীল বরণ চক্রবর্ত্তী।
	৩৪। শ্রীসুকুমার পাল।
	৩৫। শ্রীসীতানাথ মণ্ডল।
	৩৬। শ্রীবীর সিংহ রায়।
	৩৭। শ্রীনরেশ চক্রবর্ত্তী।
	৩৮। শ্রীমতী ইন্দিরা ঘোষ।
	৩৯। শ্রীরেবতী মোহন বিশ্বাস।
	৪০। শ্রীনন্দগোপাল বিশ্বাস।
	৪১। শ্রীমতী আরতি কর (রায়)
	৪২। শ্রীসুমঙ্গল সেন।
	৪৩। শ্রীমন্মথ ভট্টাচার্য্য।
	৪৪। শ্রীগণেশ রঞ্জন রায় চৌধুরী।
	৪৫। শ্রীকামনা কুমার ভট্টাচার্য্য।
	৪৬। শ্রীচন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
	৪৭। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বণিক।
	৪৮। শ্রীমিলন কান্তি রায়।
	৪৯। শ্রীমতী জ্যোৎস্না রাণী মজুমদার।
	৫০। শ্রী আর, এস. খান।
১৫। জেলা শাসকের দপ্তর	৫১। শ্রীআসাদ আলী।
	৫২। শ্রীহিমাংশু রায়।
	৫৩। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর সরকার।
	৫৪। শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।
১৬। বন সংরক্ষণ দপ্তর	৫৫। শ্রীশীতল চন্দ্র সরকার।
	৫৬। শ্রীমুরারী মোহন দেব।

STARRED QUESTION No. 349.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১) কমলপুরে ছাত্রদের উপর গুলি চালনা সম্পর্কে কত জন ছাত্র ও নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল ;

২) ইহাদের মধ্যে কতজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং কতজনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে ?

১) কোন ছাত্র অথবা নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 350

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৬৬-৬৭ এবং ৬৭-৬৮ সনে মোট কত (ক) নরহত্যা এবং (খ) আত্মহত্যা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) নরহত্যা ও আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহার কারণ।

উত্তর

১) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২) }

STARRED QUESTION No. 358

By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় 'স্যাংক্রাক', সন্দেহে হানা দিয়া পুলিশ এ পর্য্যন্ত কোথায় কত কি ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে তাহার বিবরণ :

২) এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র ত্রিপুরায় সংগৃহীত হইয়াছে, অথবা ত্রিপুরার বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

৩) ঐ সকল আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ?

উত্তর

	আগ্নেয়াস্ত্র	গোলাবারুদ
১) জনমেজয় চৌধুরী পাড়া (ছামনু থানা)	লাইসেন্স বিহিন দেশীয় বন্দুক ১টী দেশীয় এস, বি, এম, এল, বন্দুক ১টী	
সাবাঙরাই চৌধুরী পাড়া (গোবিন্দ বাড়ী) (ছামনু থানা)	এস, বি, বি, এল, বন্দুক ১টী এস. বি. এম. এল, বন্দুক ১০টী লাইসেন্স বিহীন দেশীয় বন্দুক ৮টী দেশীয় পিস্তল ১টী	গান পাউডার ৮০০ গ্রাম লিড বল ৪০টী অব্যবহৃত তাজা কার্তুজ ৮টী ক্যাপ ৮টী ভেভাব সেক ২টী
আমলী পাড়া (কাঞ্চনপুর থানা)	দেশীয় এস, বি, এম, এল, বন্দুক ১টী	
মাছলীগ্রাম (মনু থানা	দেশীয় এস. বি, এম, এল, বন্দুক ৫টী (তন্মধ্যে একটী ছোট পিস্তলের আকার বিশিষ্ট)	

২) জানা যায় নাই।

৩) ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 412.
By Shri Baju Ban Reang, M. L. A

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, ডাকাতদের ছিনাইয়া নেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাইবার ও অন্যান্য কারণে বীরগঞ্জ থানার এলাকাভূক্ত কতিপয় বন্দুকের মালিকরা স্বেচ্ছায় থানাতে বন্দুক জমা রাখিয়াছিল?

২) যদি সত্য হয় ঐরূপ বন্দুকের সংখ্যা কত ?

৩) বন্দুকের মালিকরা পুনরায় বন্দুক ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য বার বার দরখাস্ত করিয়াছিল কিনা ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) ১৭টি

৩) কয়েকজন বন্দুক ফেরত প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করায় সংশ্লিষ্ট থানা যে এস. ডি. এম এর আদেশে বন্দুকগুলি জমা করা হইয়াছিল, তাহার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 414

asked By Shri Baiu Ban Reang, M. L. A

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকারের কোন কর্ম্মচারী কোন রাজনৈতিক দলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা বেআইনী কিনা ?	হাঁ।
২। যদি বে-আইনী না হয় তবে কত জন কর্ম্মচারী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছেন ?	প্রশ্নই উঠে না।
৩। বে-আইনী হইলে কোন আইনের বলে বে-আইনী এবং ঐ আইনের বয়ান কি ?	সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস (কণ্ডাক্ট) রুলস, ১৯৬৪ এর ৫(১) ধারা মতে ইহা বে-আইনী। ইহার বয়ান এইরূপ :— কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন রাজনৈতিক দলের অথবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা রাজনীতির সহিত জড়িত এইরূপ সংস্থার সদস্য হইতে পারিবে না। কোন রাজনৈতিক কার্য্য অথবা আন্দোলন উদ্দেশ্যে কোন চাঁদা দেওয়াও চলিবে না।
৪। ১৯৫৬ নং থেকে ১৯৬৮ ই পর্য্যন্ত কতজন কার্য্যকরী করা হইয়াছে ?	কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে ঐ আইন কার্য্যকারী করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 430
By Shri Monoranjan Nath, M. L. A

QUESTION

a) How many cases are there against the men of the Sangkrak party ?

b) How many are the cases of murder against them ?

c) What is the extent of Govt. and Private properties robbed of by them ?

d) What is the total number of Arms and ammunitions recovered from them ?

ANSWER

a)
b)
c)
d)

Information is under collection.

STARRED QUESTION NO. 440
By Shri Nishi Kanta Sarkar, M.L. A.

QUESTION

১) উদয়পুর এলাকার বাইশা মৌজার কৃষ্ণভক্ত জমাতিয়ার বাড়ীতে কোন সনে ডাকাতি হইয়াছিল ;

২) ইহার তদন্তের ফলাফল কি ?

ANSWER

১)
২)

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 444
By Shri Nishi Kanta Sarkar, M.L.A.

QUESTION

১) উদয়পুর এলাকায় ১৯৬৪-১৯৬৮ ইং পর্য্যন্ত কতটি মার্ডার ও কতটি ডাকাতি হইয়াছে ?

ANSWER

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 465
By Shri Ershad Ali Choudhury

QUESTION

১) ১৯৬৭-৬৮ ইং সনে ত্রিপুরায় কতগুলি Motor over loadingএর case হইয়াছে ?

২) ইহাতে কত টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে ?

ANSWER

১) }
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 636,
By Shri Aghore Deb Barma

QUESTION	ANSWER
১) অরুন্ধতিনগর হোম ক্যাম্পের ৭ জন উদ্বাস্তু যুবককে গত ১৯৬৭ সনের মধ্যপ্রদেশে মটর ড্রাইভারি ট্রেনিংএর জন্যে সরকারী খরচে পাঠানো হইয়াছিল কিনা ?	হাঁ
২) ট্রেনিংএর পর উক্ত যুবকদের ড্রাইভারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে কিনা ?	একজন সরকারী চাকুরী পাইয়াছে অন্য প্রার্থী নির্বাচিত হয় নাই।
৩) না দেওয়া হয়ে থাকলে কারণ কি ?	

STARRED QUESTION NO. 659
By Shri Abhiram Deb Barma

QUESTION

১। নরসিংগড় আতুর আশ্রমে কতজন লোক আছে ?

২। তাহাদের খাওয়া পরার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় না ?

৪। যদি দেওয়া না হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। ১৮৫

২। সরকার আবাসিকগণের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 665.

By Shri Abhiram Deb Barma, M.L.A.

QUESTION

১) আগরতলা শহরের মসজিদ রোডে যে মাদ্রাসাটি আছে, যেটি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হইয়াছে কি ;

২) ইহা বিক্রি করার কোন আইন সঙ্গত অধিকার বিক্রেতার ছিল কিনা ;

৩) এই বিক্রির বিরুদ্ধে সরকারের নিকট কোন আবেদন পেশ করা হইয়াছে কিনা ;

৪) ইহাতে সংখ্যালঘুদের অধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছে কিনা ;

৫) যদি হইয়া থাকে, ইহার বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ;

ANSWER

১) হাঁ ;

২) হাঁ ;

৩) হাঁ ;

৪) না ;

৫) প্রশ্ন উঠে না ।

STARRED QUESTION NO. 717

By Shri Promode Ranjan Dasgupta, M. L. A.

QUESTION

1) Whether a mass petition dated the 25th September 1965 on the charge of corrupt practiecs against the Fair price shop under Simna Cherra Sarvartha Sadhak Samabay Samity Ltd., P. S. Sidhai, Tripura has been received by the Inspector General of Police. Tripura.

2) if so the findings of the investigation ?

ANSWER

1) No. such petition dated 25th September 1965 was received.

2) Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 42.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১) আশ্রম চৌমুনী, চোরাইবাড়ী এবং পেচারথলে যে Police Check Post আছে, ১৯৬৭-৬৮ সালে। ঐ Check Post হইতে কতটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে ;

২) ঐ সকল মামলায় কত জনের শাস্তি হইয়াছে ;

৩) ঐ সকল চেক পোস্টে কত বে-আইনী মালপত্র ধরা পড়িয়াছে তাহার বিবরণ ;

৪) ঐ সকল বাজেয়াপ্ত মাল কি করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) চোরাইবাড়ী চেক পোষ্ট— ১৫৫টি

২) পেঁচারথল চেকপোষ্ট— ৪০৫টি

৩) আশ্রম চৌমুহনী চেকপোষ্ট— ৪৫৪টি

২) ২১৬ জনের শাস্তি হইয়াছে ।

৩) ৪৫টি গরু
৩২ মণ চাউল
৯টি পাঁচ বেটারী টর্চ লাইট

৪) বাজেয়াপ্ত মালগুলি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ সাপক্ষে আছ ।

UNSTARRED QUESTION NO. 265.
By Shri Aghore Deb Barma, Member.

1. Total number of Government employees whose services have been terminated under rule 5 of Central Civii Services (Temporary Service) Rules, 1949 and under rule 5(1) of Central Services (Temporary Service) Rules. 1953 during the period of July, 1963 to July, 1968.

2. and it 5 year wise and department-wise break up.

ANSWER

1. Total Nos... ... ...

2.	1963.	1964.	1965.	1966,	1967	1968
Industries Department	—	1	--	1	—	—
Labour Department···	—	1	—	—	--	—
Inspector General of Police...	7	9	15	6	3	11
District Magistrate and Collector...	--	1	—	—	1	—
Additional Dsstric Magistrate and Collector (Food)...	1	3	3	7	—	—
Prisons Directorate...	—	—	1	—	—	—
Public Works Department ..	1	2	1	—	1	—
Cooperation...	1	2	3	1	1	1
Settlement Organisation···	1	1	2	4	—	—
Additional District Magistrate and Collector (Tribal Welfare)...	1	—	—	—	—	—
Rehabilitatian Department...	1	—	1	5	2	--
Forest Department...	1	—	—	3	4	3
Medical and Pablic Health Deptt.	10	5	3	—	1	—
Education Department...	—	4	4	2	2	2
	24	29	33	29	15	17

1963	...	24 Nos.
1964	...	29 Nos.
1665	...	33 Nos.
1966	...	29 Nos.
1967	...	15 Nos.
1968	...	17 Nos.
		147 Nos.

UNSTARRED QUESTION NO. 339
By Shri Bidya Chandra Dab Barma, M. L. A.

QUESTION

১) ত্রিপুরার কোন কোন এলাকায় কত এক্স সার্বভিসম্যানকে রি-সেটেল করা হইয়াছে, তাহায় মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ইহাদের প্রত্যেককে কত জমি এবং আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ দেওয়া হইয়াছে ;

৩) বর্ত্তমানে কত এক্স-সারভিসম্যানের রি-সেটেলমেন্টে আবেদন পত্র বিবেচনাধীন আছে ;

৪) সরকার কোথায় কোথায় তাহাদের রি-সেটেল করার পরিকল্পনা করিয়াছেন ;

ANSWER

১। ৫৮২ জন এক্স-সার্ভিসম্যানকে পুর্ণবসতি দেওয়া হইয়াছে মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ;—

সদর মহকুমা

চিনদয়ালনগর (নাগীছড়া)	...	৭৭
পশ্চিম নোয়াবাদী	...	১৪০
মধুবন	...	৬৩
গোলাঘাটি	...	৭৬
চরিলাম, বিশ্রামগঞ্জ	...	৫০
দুর্গাচৌধুরী পাড়া	...	২
জিরানীয়া	...	১
সিমনা	...	৯
মধুপুর	...	২
রাণীর বাজার	...	১
বাঁধারঘাট	...	১
		৩৮২

খোয়াই মহকুমা

উত্তর রামচন্দ্রঘাট	...	২১
রাজনগর	...	৩০
দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট	...	৩১
দক্ষিণ পদ্মবিল	...	২৭
মহারাণীপুর	...	২০
		১২৯

অমরপুর মহকুমা	...	১
উদয়পুর মহকুমা		
জামজুরি (মুড়া পাড়া)	..	৪
বিলোনীয়া মহকুমা		
সরসিমা	...	৩৫
কৈলাসহর মহকুমা		
মনুগেইট	...	২৭
কমলপুর মহকুমা		
দলুবাড়ী	...	৩
আমবাসা		১
		৫৮২

(• প্রত্যেক এক্স-সার্ভিসম্যানকে দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পরিমিত জমি দেওয়া হইয়াছে।

ভূমিহীন উপজাতি পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনুসারে সরকার প্রত্যেক উপজাতীয় এক্স-সার্ভিসম্যানকে ৩০০্ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতেছেন। ৫১জন উপজাতীয় এক্স-সার্ভিসম্যানকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(• ৪৫২জন এক্স-সার্ভিসম্যানের আবেদন পত্র বিবেচনাধীন আছে। এইগুলি পরীক্ষা করা হইতেছে।

৯ খোয়াই মহকুমা অন্তর্গত কবঙ্গা ছড়ায় ১০০ জন এক্স-সার্ভিসম্যানকে ও বিলোনীয়া মহকুমা অন্তর্গত রাধানগরে ১০০জন এক্স-সার্ভিসম্যানকে পুনর্বসতি দেওয়ার এক পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

UN-STARRED QUESTION NO 359,

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

(১) ত্রিপুরার স্যাংক্রাক সন্দেহে এ পর্যান্ত মোট কত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

(২) ইহাদের মধ্যে কতজন (ক) মুক্তি পাইয়াছেন (খ) জামিনে আছেন, (গ) হাজতে আছেন অথবা (ঘ) শাস্তি পাইয়াছেন তাহার হিসাব।

(৩) ইহাদের মধ্যে কাহাকেও Preventive detention Act of 1950তে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিনা, গ্রেপ্তার করা হইয়া থাকিলে তাহার সংখ্যা।

ANSWER

(১) ধর্ম্মনগর — ১২ জন

কৈলাসহর ২৭ জন

ধর্ম্মনগর সাবডিভিসন

(ক) ৯ জন মুক্তি পাইয়াছেন

(খ) ৫৬ জন জামিনে আছেন

(গ) ৬ জন জেল হাজতে আছে এবং ১ জন জেল হাজতে পেপটিক আলসার রোগে মারা গিয়াছেন

(ঘ) কেহই শাস্তি পায় নাই।

কৈলাসহর সাবডিবিসন

(ক) কেহই মুক্তি পায় নাই

(খ) ৩ জন জামিনে মুক্ত আছেন

(গ) ২৪ জন জেহল হাজতে আছেন এবং

(ঘ) কেহই শাস্তি পান নাই।

(৩) পি, ডি, এক্ট ১৯৭০ ধারায় কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

UNSTERRED QUESTION NO. 398.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
(১) বর্ত্তমানে কতজন সরকারী কর্ম্মচারী সাসপেনডেড অবস্থায় আছেন এবং কতজনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলিতেছে	ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ৯৬জন কর্ম্মচারী সাসপেনডেড অবস্থায় আছেন তন্মধ্যে ১৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলিতেছে।
(২) তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি?	তাহাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি দায়ের করা হইয়াছে—সরকারী টাকার তশ্রুপ, কাজে অমনোযোগীতা, অনিয়মানুবর্তীতা, অসদাচরণ, জনস্বার্থ বিরোধী কাজ, পাচার, ডাকাতি, বে-আইনী হত্যা প্রচেষ্টার প্রয়াস, চুরি, রাজস্ব ক্ষতির মিথ্যা দলিল তৈরী, পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র প্রকাশের প্রচেষ্টার অভিযোগ ইত্যাদি।

(৩) সসপেনসন অর্ডার প্রত্যাহারের জন্য কর্ম্মচারীরা কোন আবেদন করিয়াছেন কিনা ?

১৭ জন সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট হইতে সসপেনসন অর্ডার প্রত্যাহারের আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

(৪) এ অর্ডারে সরকার প্রত্যাহার করিবেন কি, প্রত্যাহার করিলে কোন কোন ক্ষেত্রে করিবেন।

ইহা কর্ত্তৃপক্ষের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। ইহা প্রত্যাহারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করেন :—

(১) সসপেনসনের মেয়াদ সরকারী কর্ম্মচারীর প্রত্যক্ষ কারণের জন্য বিলম্বিত হইতেছে কিনা।

(২) কোর্টের বিচার বিভাগীয় আইনানুযায়ী ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার জন্য কি কি পন্থা গ্রহণ করা যায়।

(৩) মামলার কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সরকারী কর্ম্মচারীর ক্রমাগত সসপেনসনে থাকার প্রয়োজন আছে কিনা ?

UN-STARRED QUESTION NO. 480
By Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

(১) গত ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে কোন বছর কয়বার আগরতলা, অন্যান্য মহকুমা এবং সমগ্র ত্রিপুরায় ধর্ম্মঘট হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে।

(২) ঐ সকল ধর্ম্মঘট হরতালের কারণ।

ANSWER

(১)
(২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 513
By Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

(১) সরকার অবগত আছেন কি যে কাঞ্চনপুর তহশিলের অন্তর্গতপুস্পরায় পাড়ার শ্রীদশমণি রিয়াংএর পুত্র নিবেদন রিয়াংকে খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

(২) পুলিশ তাহার সন্ধান লইবার জন্য কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলে তাহার ফলাফল।

(১)
(২) } " পাওয়া যায় না" মর্ম্মে কোন নালিশ থানায় রেজেষ্টারী হয় নাই বা এরূপ কোন দরখাস্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এর নিকট দাখিল হয় নাই।

UN-STARRED QUESTION NO. 515,
By Bidya Chandra Deb Barma M. L. A.

QUESTION

(১) ১৯৬৬-৬৭,৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে কোন বৎসর পুলিশ খাতে সরকার কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার বিবরণ ;

(৩) এই ব্যয় যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহার কারণ ?

ANSWER

(১)	১৯৬৬-৬৭ইং	১,৫৮,৭৩,৬৭৩৲ টাকা
	১৯৬৭-৬৮ইং	১,৫৪,৮০,৮৪৬৲ টাকা
	১৯৬৮-৬৯ইং	৭২,৫০,১৭১৲ টাকা

(২) ১৯৬৭-৬৮ইং সনের খরচ ১৯৬৬-৬৭ইং সনের তুলনায় কম ; তবে বৎসর পুর্তি না হইলে ১৯৬৮-৬৯ইং সনের খরচ কম বা বেশী বলা যায় না।

QUFSTION

(১) ১৯৬৬-৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সালে কোন বৎসব পুলিশ খাতে সরকার কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহার বিবরণ ·

(২) এই ব্যয় যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

(১)	১৯৬৬-৬৭ইং	১,৫৮,৭৩,৬৭৩৲ টাকা
	১৯৬৭-৬৮ইং	১,৫৪.৮৯,৮৪৬৲ টাকা
	১৯৬৮-৬৯ইং	৭২,৫০,১৭১৲ টাকা

(২) ১৯৬৭-৬৮ইং সনের খরচ ১৯৬৬-৬৭ইং তুলনায় কম ; তবে বৎসর পুর্তি না হইলে ১৯৬৮-৬৯ ইং সনের খরচ কম বা বেশী বলা যায় না।

UNSTARRED QUESTION NO 576
By Shri Bidya Chrndra Deb Barma M. L. A.

QUESTION

(১) ১৯৬৬-৬৭, ৬৭-৬৮, এবং ৬৮-৬৯ সালে ত্রিপুরায় কত পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;

(২) অপরাধের সংখ্যা যদি হ্রাস না পাইয়া থাকে তাহার কারণ ?

ANSWER

(১)
(২) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে

UN-STARRED QUESTION NO. 604

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma

QUESTION

১) ত্রিপুরায় মোট চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা কত তাহার Department ভিত্তিক হিসাব ?

২) ইহাদের মধ্যে মোট অস্থায়ী কর্মচারী কত এবং তিন বছরের উপর অস্থায়ী আছে এমন সংখ্যা কত ?

৩) তিন বছরের উপরে যাহারা অস্থায়ী তাহাদের স্থায়ী করার কথা সরকার বিবেচনা করিবেন কি ?

ANSWER

১) তথ্যাদি এতদসংগে তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে (তালিকার ২ ও ৩ নং Column এ গোচরীভূত হইবে)

২) তথ্যাদি এতদসংগে তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে (তালিকার ৪ ও ৫নং Column এ গোচরীভূত হইবে)

৩) স্থায়ী পদের প্রাপ্যতার উপরই স্থায়ী করার কথা বিবেচিত হইয়া থাকে। তদন্যথায় তিন বছরের অনধিক অস্থায়ী ভাবে যাহারা নিযুক্ত থাকেন, সেই সব ক্ষেত্রে কেবল মাত্র অস্থায়ী করার কথাই বিবেচিত হইয়া থাকে।

Answer to the qcestiou No. I & 2 of Unstarred Question No. 604.

Sl. No	Neme of Department	Total number of Class IV Employees	Number of temporary employees	Number of employee who have completed more than 3 years.
1	2	3	4	5
1.	Cooperative Department	20	11	8
2.	D. M. and Collector.	448	69	60
3.	Public Works Department.	523	517	187
4.	Settlement Department.	214	214	155
5.	Health Services.	749	691	562
6.	Transport Liaison Transport Survey Cell.	3	3	2
7.	Collector of Excise.	30	9	4
8.	D. S. S. & A. Board.	1	—	--
9.	Legislative Assembly Secretariat.	15	9	2

1	2	3	4	5
10.	Agriculture Department.	249	97	47
11.	District Registrar.	6	3	3
12.	Secretariat Administration Deptt.	96	27	6
13.	District and Sessions Judge.	62	12	4
14.	Statistical Department	13	3	2
15.	Rehabilitation Department.	21	21	4
16.	Director of Fire Services.	1	—	—
17.	A. D. M. (T. W.)	102	59	31
18.	Inspector General of Police.	2002	451	81
19.	Urban Community Dev. Pilot Project.	2	2	1
20.	Election Department.	12	7	6
21.	Forest Department.	674	250	7
22.	Education Department.	1007	699	362
23.	A. D. M. (Food).	270	142	63
24.	Town and Country Planning Orgn.	6	6	3
25.	Public Relations Officer.	32	22	11
26.	Industries Department.	141	77	56
27.	Motor Vehicles Department.	3	1	—
28.	Agri. Income Tax Department.	1	—	—
29.	Registrar, J. C.'s Court.	12	3	3
30.	A. D M. (Development).	71	39	24
31.	A. D. M. (Supplies).	19	9	8
32.	Employment.	5	2	—
33.	Labour.	21	16	7
34.	Panchayat.	8	8	2
35.	Prisons Directorate.	95	26	10
36.	Printing and Stationery Department.	13	14	5
37.	A. D. M. (R. W. S.)	3	3	2
38.	Animal Husbandry & Veterinary Services.	119	117	16
		7187	3719	1744

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 4th February, 1969.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 4th February, 1969.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Four Ministers, Dy. Speaker, and Twenty Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Starred question-Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das :—Question No. 316.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Question No. 316, Sir.

প্রশ্ন

১। মাণিক ভাণ্ডারে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী খোলার দাবী অনেক দিনের। ঐ ডিসপেন্সারী খোলার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা ; (there was a demand for opening of a Homeopathic Dispensary at Manik Bhander under Kamalpur Sub-Division. Is there any contemplation of Govt. of opening of a Homeopathic Dispensary there.

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত কার্যাকরী হইবে ?

(If so, when it will come in action)

উত্তর

১। এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

(No such proposal at present)

২। প্রশ্নই উঠে না।

(Does not arise)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাণিকভাণ্ডারে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী খোলার জন্য ঐ এলাকার জনসাধারণ এর তরফ থেকে কোন আবেদন পেয়েছেন কি ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—আবেদন পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—সেই বিষয়ে সরকারের মনোভাব কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত :—আমরা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছি।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 328.

Shri Taritmohon Das Gupta :—Question No. 328, Sir.

প্রশ্ন

১) অমরপুর M. P. Block এর অধিনস্থ M. P. কলোনীগুলির কতজন আদিবাসী প্রজা চলতি আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত জুমিয়া গ্র্যান্ট এর Ist instalment পাইয়া 2nd instalment পায় নাই ?

২) ১নং প্রশ্নে উল্লিখিত কলোনীগুলির কতজন আদিবাসী প্রজা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পাইবার জন্য October, 68 পর্য্যন্ত আবেদন করিয়াছেন ও চলতি আর্থিক বৎসরে আবেদন কারীদের কতজনকে জমি ও Ist instalment দেওয়া হইবে।

উত্তর

১) ১,২২০টি পরিবার প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাইয়াছেন। মাত্র ৯টি আদিবাসী পরিবার এখনও জুমিয়া গ্র্যান্ট এর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পায় নাই।

২) অমরপুর M. P. Block এর অধিনস্থ M. T. কলোনীগুলির নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দা ১৫০টি আদিবাসী জুমিয়া পরিবার জুমিয়া গ্র্যান্ট পাওয়ার জন্য আবেদন করিয়াছে। তন্মধ্যে ৬০টি পরিবারকে চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে ভূমি ও জুমিয়া গ্র্যান্ট দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—নয়টি পরিবারকে এখনও না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ —অর্থের সঙ্কুলানের উপর সেটা নির্ভর করে। যা অর্থ থাকে সেইভাবে বরাদ্দ করা হয়, সেইজন্যই কিস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে ;

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার প্রশ্ন সেটা নয়, মাননীয় স্পীকার মহোদয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেকেণ্ড ইনষ্টলমেন্ট নয় জনকে দেওয়া হয় নি আর বাকী লোককে দেওয়া হয়েছে, কেন তাদের দেওয়া হয় নি সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রথম কিস্তি দেওয়া হয়। তারপর দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়ার সময় দেখা হয়, তাদের যে সমস্ত সর্ত্ত দেওয়া আছে, তারা সেগুলি ফুলফিল করেছে কিনা, যদি না করে থাকে তাহলে তাদের দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, কোন কোন সময় অর্থের অভাব থাকে, তার জন্য দেওয়া হয় না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এনকোয়ারী করে দেখা হয়েছে কিনা যে তারা সর্ত্ত ফুলফিল করেছে কিনা, দ্বিতীয় ইনষ্টলমেন্ট দেওয়ার আগে এবং যদি দেখা হয়ে থাকে, তাহলে তার তারিখ কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

Mr. Speaker—Shri Nishikanta Sarker.

Shri Nishikanta Sarker—Question No. 455.

Shri Taritmohan Das Gupta—Question No. 455 Sir.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার স্বাস্থ্যবিভাগে কতগুলি বিভিন্ন রূপের গাড়ী ও এম্বুলেন্স আছে ?

(How many nos. of Vehicles & Ambulances with type are in the Health Deptt., Tripura.

২) কতকগুলি চালু অবস্থায় আছে ?

(How many nos. are in running condition).

৩) এবং গ্যারেজ আছে কিনা ?

(And has there been any garage for them ?)

উত্তর

১) স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

(Total nos. of Various types of Vehicle in Health Deptt. are as follows :—

1)	Willys Jeep	14 Nos.
2)	Unicef Van	8 ,,
3)	Ambulance	8 ,,
4)	Big Ambulance	4 ,,
5)	Bedford Staff Carrier	1 ,,
6)	Jeep Truck	2 ,,
7)	Pick-up-Van	2 ,,
8)	Dodge Power Wagon	3 ,,
	Total :	42 Nos.

২) চালু গাড়ীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

(Details of running Vehicles are as follows :—

1)	Willys Jeep	11 Nos.
2)	Unicef Van	8 ,,
3)	Ambulance	2 ,,
4)	Big Ambulance	1 ,,
5)	Jeep Truck	1 ,,
6)	Pick-up-Van	1 ,,
7)	Dodge Power Wagon	2 ,,
	Total :	26 Nos.

৩) একমাত্র ভি, এম, হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে ৩ (তিনটি) গাড়ীর গ্যারেজ ছাড়া আর.কোন গ্যারেজ নাই।

(There is no other garage except three garages for three Vehicles in V. M. Hospital compound).

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—গ্যারেজ না থাকার দরুন, স্বাস্থ্য বিভাগের এতগুলি গাড়ী, অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে, সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্যারেজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমাদের একটা গ্যারেজ তৈরী হচ্ছে স্যার। এখনও শেষ হয়নি। ভি এম, হাসপাতাল কম্পাউণ্ডে একটা garage হচ্ছে। সেখানে ১৬টি গাড়ীর সংস্থান সংকুলান হবে। সেটা প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 464.

Shri Taritmohan Das Gupta—Question No. 464, Sir.

প্রশ্ন

১) Familly Planning Schemes অনুসারে ত্রিপুরায় ১৯৬৭-৬৮ইং সনে কত সংখ্যক স্ত্রীলোককে লুপ দেওয়া হইয়াছে এবং কত সংখ্যক পুরুষকে operation করা হইয়াছে।

(As per family planning Scheme how many females have adopted loops & how many males have been operated during 1967-68).

২) ইহাতে সরকারের কতটাকা ব্যয়িত হইয়াছে ?

(How much money had to be spend by the Government).

উত্তর

১) ২৬৯ জন স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে লুপ দেওয়া হইয়াছে এবং ৩০৮ জন পুরুষের ক্ষেত্রে অপারেশন করা হইয়াছে।

(269 females adopted loops while 308 male candidates have been operated).

২) কিছু না।

(Nil).

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে সমস্ত পুরুষদের অপারেশন করা হয় তাদের মাথাপিছু ১৮ টাকা করে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) ঃ—টাকা দেওয়ার বিধান আছে ; স্যার।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—কাহাকেও কি টাকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই টাকা দেওয়ার স্কীম ১৯৬৭-৬৮ ইং সনে মঞ্জুর হয়েছে, ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে মাচ (৬৯) পর্যান্ত দেওয়া হবে, বিশেষ করে যারা লুপ পরবে তাদের কত জনকে দেওয়া হবে সেই ফিগারটা এখন আমার কাছে নেই, So I demand notice.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, যে সমস্ত পুরুষদের অপারেশন হয়েছে এবং যে সমস্ত মেয়েদের লুপ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে আদিবাসী কত জন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) ঃ—এই ভাবে কোন হিসাব রক্ষিত হয় না। তবে ১৯৬৭-৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত লুপ দেওয়া হয়েছে—৪৪৬টি কেসে,

ভেসেকটমি কেস হচ্ছে—৩,৪৪২ এবং

টিউবেকটমি কেস হচ্ছে— ৮০ এবং

এই পিরিয়ডের মধ্যে যে পেমেন্ট হয়েছে তার হিসাব :—

লুপ দেওয়ার জন্য ১,৩০৫ টাকা, ভেসিকটমির জন্য ৫৮,৩৩১ টাকা আর টিউবেকটমির জন্য ৬২০ টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—যারা অপারেশন কেস করার জন্য আসেন বিভিন্ন মফঃস্বল হসপিটালে, সেখানে ডাক্তারেরা কতদিন তাদের এটেণ্ড করেন সপ্তাহে আর দিনে কতগুলি অপারেশন কেস তারা করেন ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত ঃ—সেটা এখানে বলা সম্ভবপর নয়, যখন যেভাবে কেস আসছে তখনই attend করা হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের একটা মোবাইল টিম আছে এই ফেমিলী প্লানিং এর কাজ করার জন্য। না, এই ভেসেকটমি মোবাইল টিম ঘুরে ঘুরে বা সংবাদ পাওয়ার পরে যান, এবং সেখানে দিনে ২০টির বেশী অপারেশন করা উচিত নয়, সেজন্য তাদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এক দিনে ২০টির বেশী অপারেশন কেস যেন করা না হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনের হাসপাতালগুলিতে তারা সপ্তাহের মধ্যে কোন একটা দিন নির্দিষ্ট করে দেন সুবিধা অনুযায়ী।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—ইহা কি সত্য যে উদয়পুর হাসপাতালে বহু অপারেশন কেস আসে কিন্তু তাদের ফিরে যেতে হয়, কারণ সেখানে ডাক্তারেরা নির্দিষ্ট দিনের টাইম দিয়েও রোগী attend করেন না, তাই তাদেরকে ফিরে যেতে হয়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) :—আমার কাছে এই রকম কোন অভিযোগ আসে নি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এর মধ্যে রুরাল এরিয়াতে কেস হয়েছে কত, আর আরবান এরিয়াতে বা কত ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) :—আই ওয়ান্ট নোটিশ, স্যার।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—শিক্ষিত ব্যক্তিদের পারসেন্টেজ কত, আর অশিক্ষিত ব্যক্তিদের পারসেন্টেজ কত ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) :—গ্রামাঞ্চলে আগে বিশেষ রেস্পন্স ছিল না কিন্তু এখন বেশ response পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আমরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ডাক্তারদের প্রস্তাবনুযায়ী ভেসেকটমির ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ সুবিধা করা হচ্ছে।

শ্রীনরেশ রায় :—এই যে অপারেশন করা হচ্ছে এবং লুপ দেওয়া হচ্ছে তার সবগুলি সাকসেস্ফুল হচ্ছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) :—ইট ইজ এ টেকনিক্যাল কোয়েশ্চান, স্যার। আমাদের কাছে আন-সাকসেসফুল কিছু নেই তবে এটা হচ্ছে পিউরলি পারসন্যাল ব্যাপার, কারণ একটা ফরেইন থিং বডিতে থাকলে পরে সি মাইট ফিল সাম ইন-কনভিনিয়ান্স, সে ক্ষেত্রে অবশ্য ডাক্তার কেন টেক্ দি নেসেসারী একশ্যান।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৫।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২৫।

QUESTION

1. Whether the Government will introduce the West Bengal Shops & Establishments Act, 1965 in Tripura for benefit of the Shop employees in the current financial year.

ANSWER

1. No.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সপ এষ্টাব্লিশমেন্ট এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে ইনট্রডিউস করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলেছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সপ এষ্টাব্লিশমেন্ট এ্যাক্ট যেটা পাশ হয়েছে ১৯৬৩ তার অনুরূপ একটি বিল আমরা ইতিমধ্যে কেবিনেট থেকে পাশ করেছি। এখন সেটা আণ্ডার প্রসেস আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কেবিনেটে সেই বিলটা কোন দিন পাশ হয়েছে ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—৭-১-১৯৬৯তে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই বিল কারেন্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে আনবার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—এখন এটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠানো দরকার এবং সেখানে থেকে এটা এপ্রুভড হয়ে আসার পর. সেটা আনা হবে এস পার রুল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এখনো কি সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়নি ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—পাঠানো হয়েছে কিনা জানতে হলে তার জন্য আমি নোটিশ চাই। ইট ইজ আণ্ডার প্রসেস নাউ, ইন ডিউ কোর্স সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে যাবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নটা হ'ল গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে সেটা পাঠানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—আই ওয়ান্ট নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত (মেডিকাল মিনিষ্টার) :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৪৬

STARRED QUESTION NO 546.

By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। গত ডিসেম্বর মাস (১৯৬৮ সাল) থেকে জানুযারী ১৯৬৯ সালের প্রথম সপ্তাহ পর্যান্ত ত্রিপুরার কোন কোন এলাকায় কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে কত মৃত্যু ঘটেছে ?

২। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার কোন কোন হাসপাতালে মোট কত জন কলেরা রোগীকে ভর্ত্তি করা হইয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোন কোন হাসপাতালে কত জনের মৃত্যু ঘটেছে ?

৩। হাসপাতালে মারা যাওয়ার ব্যাপারে চিকিৎসকের কোন মতামত আছে কিনা ?

উত্তর

১। কলেরা ও গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্ এ মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	কলেরা	গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্
ধর্ম্মনগর—	নাই	৪ জন
সদর—	ঐ	১১ ,,
কমলপুর—	ঐ	৭ ,,
কৈলাসহর—	ঐ	১ ,,
খোয়াই—	১ জন	৪৫ ,,
মোট :—	১ জন	৬৮ জন

হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	কলেরা		গ্যাসট্রোএনটারিটিস্	
	ভর্ত্তি	মৃত্যু	ভর্ত্তি	মৃত্যু
২। খোয়াই হাসপাতাল	—	—	২৬	৩ জন
কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২	—	৬	৩ ,,
তেলিয়ামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩	১	৬৮	১০ ,,
কমলপুর হাসপাতাল	—	—	১৫	৭ ,,
কাঞ্চনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	—	—	৩৬	— ,,
ভি, এম, হাসপাতাল	১	—	৯৫	১১ ,,
মোট :—	৬	১	২৪৬	৩৪ জন

৩। কলেরা আক্রান্ত হলে শতকরা ২০ হইতে ৮৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন গ্যাস্ট্রো অ্যান্ট্রারিটিস যেটা বলছেন এটা কি কলেরার নতুন নাম ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—কলেরার নতুন নাম নয়, কলেরার স্পেসিফিক জার্ম দ্বারা যে রোগ হয় সেগুলি কলেরা বলে বিবেচিত হয়। আর যেখানে কলেরার জার্ম থাকে না বলে বিবেচিত হয় সেগুলি গ্যাস্ট্রো অ্যানট্রারিটিস্ বলে বিবেচিত হয়। যখন কলেরা হিসাবে স্পেসিফিক ডায়গ্নসিস করা যায় তখন কলেরা বলা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন হাসপাতালে সেলাইনের অভাবে অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—এমন ঘটনা আমার জানা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন হাসপাতালগুলিতে সেলাইনের অভাব আছে প্রয়োজনের তুলনায় ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—হয়ত একটা সময়ে ছিল, সেলাইনের অভাব হয়েছে। আগে একটা কোম্পানীর কাছে অর্ডার যেত,- গত সেপ্টেম্বর মাসে আমরা চারটা কোম্পানীর কাছে সেলাইনের জন্য অর্ডার দিয়েছি। কিন্তু তারাও আশানুরূপ সাপ্লাই করতে পারে নি। তাহলেও সেই সময়ে আমাদের নরম্যাল কাজের জন্য যা দরকার সেই স্টক আমাদের ছিল। তবে হঠাৎ ঐ সমস্ত অঞ্চলে গ্যাস্ট্রো অ্যান্টারিটিস্ কেস বেশী হওয়ায়, সাধারণ ভাবে যাকে কলেরা বলা হয় সেই রকম কিছু ঘটেছে এবং কয়েকটি মৃত্যু সংবাদও এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, ওপেন মার্কেট থেকে কিনেও সেটাকে পূরণ করা হয়েছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এসিয়াটিক টাইপ অব কলেরা কোনটা এবং এই টাইপের কোন কলেরা রোগী ত্রিপুরাতে পাওয়া গিয়েছে কিনা ?

Mr. Speaker :—That should be separate question.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—গ্যাস্ট্রো আন্ট্রাইটিস এপিডেমিক কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—সাধারণভাবে এটা এপিডেমিক পর্য্যায়ে পড়ে। এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কনটামিনেটেড হয়। ফর ইনফরমেশন অব দি মেম্বার আমি সাবমিট করতে পারি যে সাধারণভাবে ডায়গ্নসিস্ না হলে সেটা এপিডেমিক বলা হয় না। সেজন্য আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সাম্পল নিয়েছি। আগরতলা, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই থেকে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে দেখা গেছে যে ছয়টি কেসের মধ্যে কলেরা বলে সন্দেহ করে এই সমস্যাগুলি কলকাতায় অ্যানালাইসিসের জন্য পাঠান হয়, তারা বলেছে এইগুলি কলেরা নয়। আটজন এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং এই আটজনের মধ্যে একজন মারা গেছেন। দিস ইজ ফর ইনফরমেশন।

শ্রীক্ষিতিশ দাস :—গ্যাস্ট্রোআন্টাইটিস রোগে কলেরার যে ইনজেকশন দেওয়া হয় এতে গ্যাস্ট্রো আন্টাইটিসের কোন উপকার হয় কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—ডাক্তারদের মতে এই ইনজেকশনের ওয়াইড রেঞ্জ আছে ষ্ট্রং ডাইরিয়া ইত্যাদিও কাভার্‌ড্ হয়, সময়মত এটাকে নিতে পারলে।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 557.

Shri S. L. Singh .—Mr. Speaker, Sir, question No 557.

QUESTION

(ক) গত আষাঢ় শ্রাবণ মাসের বন্যায় কৈলাসহর সাবডিভিশনের ফুলতলী ডলাগাঁও, বিলাসপুর, বেরইতলী, মোহনপুর, দুর্গাপুর ও বাওয়ারপাড়া (সত্তর মিয়ার হাওর এলাকার) শত করা ৯০ ভাগ আউশ ধান ফসল নষ্ট হইয়াছিল কি ?

(খ) কৈলাসহর সাব-ডিভিশনের বোচার ডহর, ভাগাপুর, জগন্নাথপুর, তেলিয়া ও সোনাছড়ী গ্রামের শতকরা ৭৫ ভাগ আউস ধান ফসল উক্ত বন্যার ক্ষতি করিয়াছিল কি ;

(গ) উপরোক্ত (ক) ও (খ) প্রশ্নের গ্রামগুলি হইতে এই বৎসর কৃষিঋণের দরখাস্ত কি পরিমাণ ছিল এবং কতজনকে কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

(ক) ফসল ক্ষতির শতকরা হার নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।

(খ) (১) ১৮৬ খানি দরখাস্ত।

(২) ৫৭ জনকে ১২,৫৫০ টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জানাবেন কি এই যে ক এবং খ প্রশ্নের যে গ্রামগুলি তাতে আউস ফসল যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে পারসেন্টেজ এখানে নেই। অতএব এই প্রশ্নের উত্তর এখনি দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি বলছি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হয়েছিল কিনা ? পারসেন্টেজ আমি ছেড়ে দিলাম।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে যে সমস্ত গ্রাম থেকে এই সব দরখাস্ত এসেছিল তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৮৬টি পিটিশান এসেছিল। তার মধ্যে ৫৬ জন অ্যাপ্লিক্যান্ট এগ্রিলোন ১২,৫১৫ টাকা পেয়েছেন। কৈলাসহর সাবডিভিশান ওয়াজ হাউয়েবার এস্টিমেটেড দি এগ্রি লোন অব রুপিজ ৭,৪৮,০০০।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 564.

Shri P. K. Das :—Mr. Speaker, Sir, question No. 564.

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকার বন্দাখাল হইতে চম্পকনগর পর্যন্ত হাওড়া নদীর দক্ষিণদিকে গাওসভা এলাকাগুলোতে (যথা—পূর্ব্ব চাম্পামুড়া মেথ্রীপাড়া, তুলাকোনা, পূর্ব্ব নোয়াগাও, রাধামোহনপুর, বাধাপুর, জন্মেজয়নগর ও জিরানীয়া খোলা ইত্যাদি) গো-প্রজনন কেন্দ্র, ষ্টকম্যান সেন্টার অথবা গো-চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার যুক্তি কি?

উত্তর

১। হাওড়া নদীর দক্ষিণ তীরে দুইটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। যেহেতু জিরানীয়া সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের বেশীর অংশ হাওড়া নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এবং যেহেতু তথায় গবাদি পশুর সংখ্যা হাওড়া নদীর দক্ষিণাংশ হইতে বেশী, সেহেতু সঙ্গত কারণেই হাওড়া নদীর উত্তরাংশে বিভিন্ন প্রকারের পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি অবস্থিত।

প্রতিটি গাও সভা এলাকায় একটি করিয়া পশু চিকিৎসা বিষয়ক কেন্দ্র বর্ত্তমানে স্থাপন করা সম্ভব নহে। কারণ সাধারণতঃ স্থানীয় প্রয়োজন, যাতায়াতের রাস্তাঘাট ইত্যাদির কথা বিবেচনা করিয়া ও গৃহপালিত পশু ও সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি স্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে। প্রশ্নে উল্লিখিত এলাকাগুলি হইতে নিকটবর্তী যে গো-প্রজনন কেন্দ্র, ষ্টকম্যান সেণ্টার অথবা গো-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি বর্ত্তমানে অবস্থিত তাহাদের পারস্পরিক দূরত্ব ১—২ মাইলের মধ্যে। ইহা কাজেই ঐ সব এলাকায় গবাদি পশুর চিকিৎসা ইত্যাদি গ্রহণে অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা ছাড়া সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী একটি ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা কেন্দ্রও উক্ত এলাকাগুলিতে পশুচিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, হাওড়া নদীর দক্ষিণ দিকে যে দুইটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে বলে উল্লেখ করেছেন, সে দুইটি কোথায় কোথায় আছে?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—নদীর দক্ষিণ দিকে, আনন্দনগরে একটি আছে, আরেকটি টাকারজলায় আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, টাকারজলা জিরানীয়া ব্লকের অন্তর্গত কি না ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ—উনি নদীর দক্ষিণ দিকের কথা বলেছেন, তাই আমি টাকারজলার কথা বলেছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আমি জিরানীয়া ব্লকের কথা বলেছি স্যার।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ— জিরানীয়া ব্লকে আর নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জিরানীয়া ব্লকে ২৯টি গাঁওসভা আছে এবং ক্যাটল পপুলেশান হচ্ছে ৮৫৬০৩। আমি যে জায়গার কথা উল্লেখ করলাম অর্থাৎ জন্মেজয়নগর ইত্যাদি, যেখানে কোন গো-প্রজনন কেন্দ্র বা ষ্টকম্যান সেন্টার নেই, সেখানকার ক্যাটল পপুলেশান কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ—এর জন্য আলাদা নোটীশ চাই স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে প্রতি পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে এবং চিকিৎসার কেন্দ্র আছে। কিন্তু জন্মেজয় নগর, যে কোন গো-প্রজনন কেন্দ্র থেকে কত দূর পড়ে জানাবেন কি ?

শ্রী পি, দাস—জিরানীয়া ব্লকের যেকোন দিক থেকে পাঁচ মাইল এর বেশী দূরে নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—রাণীর বাজার থেকে জারুলবাচাই যেখানে গো-প্রজনন কেন্দ্র আছে, সেখান থেকে জন্মেজয়নগর কত দূর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ—আমি নোটীশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—দূরত্ব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন জিরানীয়া ব্লক এলাকায় যে পশু চিকিৎসক আছেন, তাদের যদি প্রাইভেট কল দেওয়া হয় তাহলে কোন ভিজিট দিতে হয় কি না ?

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান। শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৭।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯৭ স্যার।

Question

1. How many families have been rehabilitated in the Muhuripur Tribal Colony by the Tribal Welfare Department ?
2. Whether they have got tenancy right for the land allotted to them ?

Answer

1. 135 families.
2. No.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—তারা রায়তী সত্ব না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মুহুরীপুর ট্রাইবেল কলোনীতে ১৩৫ জন পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বরাদ্দকৃত জমি রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর পরিয়াছে, সেইজন্য তাদের নামে তৌজি ইত্যাদি দেওয়া হয় নাই, রিজার্ভ হইতে বরাদ্দকৃত ভূমি বাদ দিলে তাদেরকে রায়তিসত্ব দেওয়া হইবে। বিষয়টি বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২৫।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২৫ স্যার।

Question

1. No. of non-registered Medical practitioners in Tripura.
2. No. of non-registered Medical practitioners who have applied for registration.
3. No. of non-registered Medical practitioners who have been given registration.
4. Name of Institution from which registration is given.

Answer

1. Not known.
2. Not known.
3. Does not aries.
4. There is no such institution in Tripura.

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :— নন-রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনারদের রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া দরকার বলে কি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— ত্রিপুরাতে রেজিস্ট্রেশান দেওয়ার কোন বিধান নেই। যারা এখানে প্র্যাক্টিশ করছেন তারা পশ্চিম বঙ্গ থেকে রেজিষ্ট্রেশান এনেছেন।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—নন-রেজিষ্ট্রার প্র্যাক্টিশনারদের রেজিষ্ট্রেশান দেওয়ার চেষ্টা ত্রিপুরায় হয়েছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটা আমাদের তরফ থেকে দুই একবার লেখা হয়েছিল, এরপর আর কিছু হয় নি।

শ্রীমনমোহন দেববর্মা :— যারা নন-রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার, তাদের প্রেসক্রিপশানে চিকিৎসাকরার ফলে চিকিৎসার মান এর অবনতির সম্ভাবনা আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কিছু কিছু লোক এই করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রাক্টিস্ বন্ধ করার আইন থাকা সত্বেও সেটা জোর করে সম্পূর্ণভাবে বলবৎ করা হয় নাই। সবজায়গাতেই এটা চলছে। ত্রিপুরাতে এই আইন এখনও বলবৎ করা হয় নাই।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 629.

Shri Taritmohan Dasgupta :—Question No.629 Sir.

QUESTION

১। সরকার কি অবগত আছেন যে, জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধলাই নদীর ভাঙনের ফলে বিপন্ন? (Whether the Govt. is aware of the fact that the Jirania P.H.C is in danger from the erosion of river Dhalai ?)

২। যদি অবগত থাকেন তবে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি রক্ষার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? (If so, Is there any proposal by the Govt. to protect the said P.H.C ?)

ANSWER

১। হ্যাঁ, নদী ধীরে ধীরে জিরানীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দালানের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। (Yes, gradually the river is eroding towards building of Jirania P.H.C)

২। জিরানীয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে ধলাই নদীর ভাঙ্গণ হইতে রক্ষা করার জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে প্রয়োজনীয় যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বণ করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

(The Engineering Department has been requested to take up necessary preventive measures for the protection of Jirania P.H.C from the erosion of the river Dhalai)

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই জিরানীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আগামী বৎসরের মধ্যে নদীগর্ভে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটা একটা সম্ভাবনার কথা। এতটা নাও হতে পারে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত জুন মাসে যখন উপমন্ত্রী মুনসরআলী মহাশয় জিরানীয়া ব্লকে যান তখন তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য পনের দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে আমার জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭০

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) :—ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৭০

QUESTION

১। অম্পিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কম্পাউণ্ডারবাবু কম্পাউণ্ডারশিপ পরীক্ষায় পাশ কিনা, এবং পাশ হইয়া থাকিলে তিনি ঐ সার্টিফিকেট ঐ পদে নিয়োগের সময় সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন কিনা ?

২। যদি দাখিল না করিয়া থাকেন তবে নিয়োগকর্ত্তা তাহার কম্পাউণ্ডার শিপ পাশ সার্টিফিকেট পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ?

ANSWER

১। শ্রীভূপাল চন্দ্র মজুমদার, বর্ত্তমান কম্পাউণ্ডার কোন প্রতিষ্ঠান হইতে পাশ করে নাই। তবে পশ্চিমবঙ্গ ফার্ম্মাসিষ্ট কাউন্সিল হইতে (রেজিষ্ট্রেশন নং D/236 তারিখ ২১।১২।৬৫ ইং) ভিত্তিতে তাহাকে কম্পাউণ্ডার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

২। উক্ত রেজিষ্ট্রেশন নিয়োগকালে পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই কম্পাউণ্ডারবাবু ঠিকমত ঔষধ দিতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গ ফার্ম্মেসী কাউন্সিলে যদি কেউ কম্পাউণ্ডারের কাজ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করেন তাহলে তারা তাদের সার্টিফিকেট দেন, সেই সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে এই কম্পাউণ্ডারদিগকে নিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া ঐ সার্টিফিকেট কয়েক বছর পর পর রিনিউ করে নিতে হয়। কাজেই এই ধরণের সার্টিফিকেট দেওয়ার ও রিনিউ করার বিধান পশ্চিমবঙ্গ ফার্ম্মেসী কাউন্সিলের আছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই কম্পাউণ্ডারশিপ পাশ নয় এই রকম কতজন কম্পাউণ্ডার আমাদের ত্রিপুরাতে আছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বাহিরের কথা আমি বলতে পারিনা, তবে সরকারী কাজে নিয়োগের সময় এই সব দেখে নেওয়া হয় এবং নিয়োগকালে সকল সার্টিফিকেট দেখে নেওয়া হয়। তবে এটার মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে বছর বছর পশ্চিমবঙ্গ ফার্ম্মেসী কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রেশন রিনিউ করতে হয়, এখন কোন কোন ক্ষেত্রে যদি কেউ এটা না করে থাকেন, তবে সেটা আমার জানার কথা নয়। নিয়োগকালে তাদের এই সব সার্টিফিকেট আছে কিনা সেটা দেখে নেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসুনীল দত্ত (হি হেজ অথরাইজড্ শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী)।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮৩

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার) ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৮৩

QUESTION

১। খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত আশারাম বাড়ীতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইবে কি ?

২। চতুর্থ পরিকল্পনাকালের মধ্যে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা সরকার করিবেন কি ?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। অন্যান্য স্থানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার সঙ্গে আশারামবাড়ীর বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীগনেশ্যাম দেওয়ান :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫

শ্রীএস, এল, সিংহ :— (মিনিষ্টার ইনচার্জ ট্রাইবেল ওয়েলফার ডিপার্টমেন্ট) ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

QUESTION

A Supervisor, under the Tribal Welfare Department, after serving how many years become eligible for being permanent ? What is the number of supervisor, who have been eligible for being permanent and who have not ?

ANSWER

There is no prescribed time limit for the Supervisors under Tribal Welfare Department to become eligible for permanent. Supervisors may be confirmed against permanent post in order of seniority, subject to fulfilment of conditions prescribed under Rules. Out of 43 posts of Supervisors 23 are eligible to be confirmed subject to fulfilment of other conditions under Rules. The remaining 20 Supervisors are not eligible to be confirmed for want of permanent vacancies.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে বাকী পোষ্টগুলি স্থায়ী করবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— বাকীগুলির জন্য স্থায়ী পদের অভাব আছে, স্থায়ী পদ যখন করতে পারা যাবে তখন স্থায়ী করা হবে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্থায়ী পদে এবজর্ব না করার দরুন তারা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— নিশ্চয় হতে পারে। সবাই পেয়ে গেল আমি পেলাম না, এই রকম অসুবিধা হতে পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— যাদের স্থায়ী করা হয়েছে, তারা কত বছর চাকুরী করার পর স্থায়ী হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— এখানে সিনিয়রিটি অনুসারে স্থায়ী করা হয়, ৪৮টি পদের মধ্যে ২৮টিকে স্থায়ী করা হয়েছে এবং কত বছর পরে করা হয়েছে তা আমি বলতে পারব না, সো আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট্।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান— ট্রাইবেল ওয়েলফার ডিপার্টমেন্টে কাজ করে বলেই কি তারা স্থায়ী হচ্ছে না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— এখানে ৪৮টি পদ আছে তার মধ্যে ২৮টিকে স্থায়ী করা হয়েছে আর ২০ জন বাকী আছে। স্থায়ী পদ আসলে পরেই তা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা বর্ত্তমানে অস্থায়ী আছেন তাদের চাকুরীকাল কত বছর হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— আই ওয়ান্ট নোটিশ অফ্ ইট।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান— এই রকম শুনা যায় যে সুপারভাইজারগণ তাদের চাকুরী স্থায়ী না হওয়ার দরুন কলোনীগুলিতে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— যদি এই রকম রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে উই সুড টেক ডিসিপ্লিনারী একশ্যান এগেনষ্ট দেম।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ সংবিধান অনুসারে যে সব সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, এই ডিপার্টমেন্টের যারা কর্মচারী তাদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— সংবিধান সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, শুধু তাদের ক্ষেত্রে নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— আমার কথা হল এই ডিপার্টমেন্টে চাকুরী করছেন তাদের স্থায়ীত্ব লাভ করতে হলে আর কত বছর চাকুরী করতে হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— প্রশ্নটা হ'ল স্থায়ী পোষ্ট ক্রিয়েট করে স্থায়ী করা হয় এখন স্থায়ী পোষ্ট ক্রিয়েট না করলে সেখানে স্থায়ী করা যাবে না। সেটা অবশ্য অর্থের উপর নির্ভরশীল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা স্বীকার করেন যে সার্ভিস রুলে আছে ৮ বছর চাকুরী করলে পরে তাকে স্থায়ী হিসাবে ধরতে হয় ? সেই নির্দেশ এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— সেখানে যে সমস্ত নির্দেশ আছে তার সবগুলিই পালন করা হচ্ছে এবং তা নির্ভর করছে ক্রিয়েশান অব পোষ্টের উপর। কাজেই স্থায়ী পোষ্ট ক্রিয়েশান অনুসারে স্থায়ী করা হয় আর স্থায়ী পোষ্ট যদি না থাকে তবে সেখানে টেম্পরারী হিসাবে ধরতে হয় একর্ডিং টু সার্ভিস রুলস্।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কেন্দ্রীয় সরকারের এমন নির্দেশ আছে যে কোন কর্মচারী তিন বছর চাকুরী করলে পরে তাকে কোয়াসী পার্মানেন্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করতে হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— আমি বললাম তো সেটা নির্ভর করছে ক্রিয়েশান অব পোষ্টের উপর।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেই সার্কুলারে এটা বলা আছে যদি সেখানে কোন পোষ্টও না থাকে তাহলে কোয়াসী-পার্মানেন্ট ডিক্লার করা হবে তিন বছর সার্ভিস হলে?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— সব ক্ষেত্রে নয় এই রকম অনেক ডিপার্টমেন্ট আছে যেগুলি টেম্পরারী ডিপার্টমেন্ট সেখানে তিন বছর সার্ভিস হলেও তা করা যায় না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যেমন রিলিফ এণ্ড রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট টেম্পরারী ডিপার্টমেন্ট তাতেও কোয়াসী পার্মনেন্ট ডিক্লার করা হয়েছিল কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)— সেখানে পোষ্টের প্রশ্ন ছিল না, কতগুলি পোষ্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে এসেছিল কিন্তু আমরা সেগুলি করতে পারছি না—সেগুলি এখন আণ্ডার স্ক্রুটিনিতে আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে রিলিফ এণ্ড রিহে-বিলিটিশন ডিপার্টমেন্টে বেশ কতগুলি পোষ্টের এ্যাগেইনষ্টে কর্মচারীদের কোয়াসী-পার্মেনেন্ট করা হয়েছে?

মিঃ স্পিকার :— শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস— ষ্টার্ড কোশ্চান নাম্বার ৩১৭

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত (মেডিক্যাল মিনিষ্টার)— ষ্টাড কোশ্চান নাম্বার ৩১৭।

QUESTION

১। কমলপুরের হালাহালি চিকিৎসালয়কে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নিত করার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা ; থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে?

ANSWER

১। বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নাই।
প্রশ্নই উঠে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৩।

QUESTION

1. In which Sub-Divisions in Tripura Tribal Reception Cells have been opened ?
2. Whether there are Tribal Reception Cell in Amarpur and Belonia Sub-Division ?
3. If not, when the same will be opened ?

ANSWER

1. Tribal Reception Cells have been opened in all Sub-Divisions in Tripura.
2. Yes.
3. Does not arise.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি অমরপুরে উপজাতি অভ্যর্থনা কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার)—উপজাতি অভ্যর্থনা কেন্দ্রটি ১৯৬৭ সালের ১৫ই জুলাই তারিখে অমরপুরে খোলা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুর বলতে তো একটা মহকুমা বুঝায়, অমরপুরের কোথায় সেই উপজাতি কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে সেটিই আমি জানতে চাই?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ্ মিনিষ্টার) :—যেখানে অফিস আদালত আছে, সেখানেই তো এই কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে, মাননীয় সদস্য সেটা একটু খোঁজ করে দেখলেই পারেন।

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Question No. 400

Shri P. K. Das :—Mr. Speaker, Sir, question No. 400

QUESTION	ANSWER
(১) ত্রিপুরা মহারাজার আমলের বিলোনীয়াস্থিত যে জেলখানা ছিল, তাহার পরিবর্দ্ধন বা সংস্কার করার জন্য সরকারের কোন টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল কিনা ;	—হাঁ।

(২) হইলে কোন সনে কত টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ;	—১৯৫৫-৫৬ইং সনে—১,৬৮২ টাকা ১৯৫৬-৫৭ইং সনে—৮,৬৯৭ টাকা মোট ১০,৩৭৯ টাকা
(৩) জেলখানার একটি কোঠার পরিসর কত এবং তাহাতে কত জন কয়েদী থাকিতে পারে ;	—দৈর্ঘ্য—২৪´ ফুট প্রস্থ—১০´ ফুট ৩´´ ইঞ্চি উচ্চতা—৯´ ফুট ৪´´ ইঞ্চি ৫ জন কয়েদী থাকিতে পারে।
(৪) কয়েদীগণের পায়খানা ও প্রস্রাবের কোন নির্দিষ্ট স্থান আছে কিনা ?	—হঁা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানতে চেয়েছিলাম কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

শ্রীপি, কে, দাস ঃ—১০,৩৭৯ টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—যে তথ্য দিলেন এটা কি মহারাজের আমলের দৈর্ঘ প্রস্থ না এর পর বাড়ানো হয়েছে বা তথায় কোন কয়েদীর ঘর করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—বলাই হয়েছে পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—ঐ কোঠায় কতজন কয়েদী থাকতে পারে ?

শ্রীপি, কে, দাস :—৫ জন থাকতে পারে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কয়েদীর সংখ্যা কত আছে এখন ?

শ্রীপি, কে, দাস :—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যায় থাকতে পারে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—৫ জন কয়েদীর জায়গায় যখন ২০ জন হয় তখন তাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয় ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হল কয়েদী ও হাজতী। কনভিকটেড প্রিজনার খুব কমই থাকে এবং তিনজন মাত্র থাকে। এর উর্দ্ধে থাকেই না। অতএব এটা টেমপোরারী। এখন হাজতী না কয়েদী ? হাজতী হলে ১০ জন থাকতে পারে, দুইজনও থাকতে পারে। আর কয়েদীর সংখ্যা বিশেষ করে ২।১ জন থাকতে পারে, এর বেশী থাকেনা।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি হাজতীদের জন্য অন্য জেলখানা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—জেলখানাতে হাজতী এবং কনভিকটেড প্রিজনারদের জন্য ডিফারেন্ট সেল থাকে। সেই অনুসারে সেই জায়গাতে রাখা হয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—তাহলে সেই জেলখানাতে কতগুলি সেল আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই জেলখানা স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—হ্যাঁ, আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—স্থানান্তরিত করার জন্য কোন জায়গা খরিদ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—না, এখনও করা হয় নাই। প্রিলিমিনারী কাজ চলছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ইহা স্থানান্তরিত করার জন্য কিছুদিন আগে একটা জায়গা খরিদ করা হয়েছিল এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—ইট ইজ নট নোন টু মী।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ;—পায়খানা আছে, প্রস্রাবের জায়গা আছে। সেগুলি কি পাকা না কাঁচা ?

শ্রীপি, কে, দাস :—এর জন্য আলাদা নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 469

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 469.

QUESTION

1. No. of Dispensaries running without doctor as on the 31st December, 1968 showing the name of Dispensaries.

ANSWER

1. 21 Nos.

Names of 21 Dispensaries showing their Sub-Division-wise location are as follows :—

SADAR—	1) Champamura.
	2) Chachubazar.
	3) Devipur.
	4) Airport.
DHARMANAGAR—	5) Jampui.
	6) Brajendranagar.
KHOWAI—	7) Gandabasti.
	8) Balucherra.
UDAIPUR—	9) Tapania.
	10) Chandrapur.
BELONIA—	11) Puranrajbari.
	12) Kalasi.
	13) Rajnagar.
	14) Barpathari.

AMARPUR—	15) Gandacherra (Jagabandhupara).
	16) Chellagong.
	17) Raima.
SUBROOM—	18) Satchand.
	19) Ghorakapa.
	20) Jalefa.
KAMALPUR—	21) Selama.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি যে এতগুলি ডিসপেন্সারী ডাক্তারের অভাবে যে চলছে, এই সমস্ত ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—ডাক্তার দেওয়ার পরিকল্পনা সব সময়েই আছে, আমরা যেহেতু ডাক্তার নির্দিষ্ট সংখ্যক পাই না এই জন্য দিতে পারি না। ১৯৬৭ সনে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারমধ্যে ৬০ জনের মধ্যে ১৮ জন জয়েন করেছে, ৬৮ সনে ৩ জনকে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে ১ জন জয়েন করেছে। এই ১৮ জনের মধ্যে ১৫ জন ত্রিপুরার এবং অন্যরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে এসেছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ৩। সুতরাং যেহেতু উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছেনা সেজন্য ডিসপেন্সারীগুলিতে দেওয়া যাচ্ছেনা।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই ডাক্তারখানাগুলি এখন কিভাবে চলছে ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—এইগুলিতে এখন কম্পাউণ্ডার আছে।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta—Question No. 553.

Shri S. L. Singh—Mr Speaker, Sir, question No. 553.

QUESTION

1. Whether it is a fact that the pay scale of the Assistant Tribal Welfare Officer and Inspector of Tribal Welfare Department has been revised ?
2. If not the reason thereof ?

ANSWER

1. No.
2. The matter is under examination.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 642.

Shri T. M. Dasgupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 642.

QUESTION

1. Whether it is a fact that the M. O. in-charge of Maternity Ward, V. M. Hospital is entitled to get rent-free quarter in the Hospital quarters' compound ;

2. if so, whether the said quarter is at present occupied by a doctor who is in-charge of children clinic ;

3. if so, what action the Government intends to take in the matter ?

ANSWER

1. No such provision exists.

2. Dr. (Mrs.) Puspa Dey who was in-charge of the Maternity Ward till 31. 5. 68 and who is now working in the Children Ward is occuping this quarter.

3. The matter is being looked into.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, যে ডাক্তার চিলড্রেন ওয়ার্ডে আছেন তিনি মেটারনিটি ওয়ার্ডের চার্জেও আছেন কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—তিনি বর্ত্তমানে মেটারনিটি ওয়ার্ডের চার্জে নাই। তিনি চিলড্রেন ওয়ার্ডের চার্জে আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে কোন্ ডাক্তার মেটারনিটি ওয়ার্ডের চার্জে আছেন ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—একজন মহিলা এর চার্জে আছেন, ডাক্তার মিস্ সিনহা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে উনার কোয়ার্টার আছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—আমার যতটুকু জানা, হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের মধ্যে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মেটারনিটি ওয়ার্ডে কোন ডাক্তারের নাইট ডিউটি থাকে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন গত ডিসেম্বর মাসে শীলা ভট্টাচার্য্য, ডটার অব প্রফেসর সুখেন ভট্টাচার্য্য, তার যমজ সন্তান হয় রাত ২ টার সময় তখন ডাক্তারকে ডেকে পাওয়া যায় নি এবং পরের দিন ১০ টার পর ডাক্তার আসেন কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—এটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চান। সেজন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে মেটারনিটি ওয়ার্ডের চার্জে যিনি আছেন তিনি কংকরিয়া টিলা কোয়ার্টারের মধ্যে থাকেন এবং উনার পক্ষে রাত দুপুরে অ্যাটেণ্ড করা সম্ভব হয়ে উঠেনা যার ফলে ডাক্তার ডেকে পাওয়া যায় না, অন্য যারা আছেন তারা ডাকলেও যায় না, এই কথা সত্যি কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত—ডাক্তারদের এখানে এক জায়গার মধ্যে কোয়ার্টার দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যেখানে কোয়ার্টার পাওয়া যায় সেখানেই দেওয়া হয়। যখনি তাদের হাসপাতালে দরকার হয় তার জন্য হাসপাতালের নিজস্ব গাড়ী দিয়ে সেখান থেকে আনার ব্যবস্থা আছে। মেটারনিটি ওয়ার্ডে যখন কাজ না থাকে তখন ডাক্তার খাওয়া দাওয়ার জন্য নিজের বাড়ীতে যেতে পারেন। কিন্তু কোন সময় কেস থাকলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পাঠিয়ে তাদের আনবার ব্যবস্থা আছে।

Mr. Speaker—The question hour is over. There are fourteen Unstarred Questions. The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions as well as the Starred Questions remaining unanswered.

CALLING ATTENTION

I have received a Calling Attention Notice from the Hon'ble Member Aghore Deb Barma, on the subject—

"Recent arrest of students, professors, pleader and stabbing of students at Kailashahar."

I have given my consent to the notice of Shri Aghore Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister-in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir. I am giving statement to-day.

Sri S. C. Das, S. D. M. O., Kailashahar submitted a report to O/C Kailashahar P. S. to the effect that Sri Pratap Dey, Kanango S/O Promode Dey Kanango, a College student and Sri Matilal Das, S/O Sri Kshetra Mohan Das an army personnel were admitted in Hospital on 21. 1. 69 at 19-30 hrs. with serious stab injury. This information was registered in the P. S. under No. 16(1)69 dated 21. 1. 69 and took up investigation himself. He prepared injury report of Pratap Dey, Kanango and Matilal Das and also sized a dagger from the P. O. earlier. During investigation of the case I. O. also prepared injury report of Dipankar Das Choudhury who refused to be treated by S. D. M. O. Kailashahar. He also made arrangement for sending the injured Pratap and Matilal Das to Dharmanagar Hospital as desired by S. D. M. O. Kailashahar for better treatment The S. D. M. O. Kailashahar also recorded the dying declaration of Pratap Dey Kanango being moved by S. D. M. O. Kailashahar on that night at Kailashahar Hospital

Earlier O/C Kailashahar P. S. received a telephone information from one Rasendra Sen Ex. V. P. of Kailashahar College to the effect that he apprehended a disturbance at Motorstand near Nirmala Restaurant between some Hotel students and other boys. The O/C entered the information on

vide his P. S. G. D. No. 685 at 1830 hrs. that date and rushed to Motor Stand with staff and found two injured persons Pratap and Matilal Das being followed by a mob moving towards north and the injured were crying for help. The O/C immediately lifted both the injured in serious condition to the Kailashahar Hospital. Thereafter being roquested by Ashim Goshal (Prof), another Professor and some students O/C escorted them from Motor Stand the P. O. to College Hostel. The O/C also received some written statements submitted to him by Malay Choudhury, Nirmal Sarma, Rajat Choudhury, Dipankar Das Choudhury, Makhan Deb Nath and they refused examination of the said witnesses by the I. O. On that night the I. O. arrested four of the accused persons as transpired from the written statement of aforesaid hostel students.

It is learnt from the statement of the witnesses that on 21. 1. 69 some time before sun set the witnesses with other hostel students and Professor Ranjit Acherjee and Dilip Bose came to Kailasahar market for marketing in connection with Saraswati Puja. Some time after sun set they were attacked by a group of boys of Kailasahar Town numbering about 20 with iron rods etc. Bikash Dam of Gobindapur alleged to have stabbed Pratap Dev Kanango. The injury of Dipankar Das Choudhury was alleged to have been caused by Bikash Dam and Manik Dutta with iron rods.

On 22.1.69 at 1130 hrs. Sri Kshetra Mohan Das, father of injured Matilal Das of Kailasahar Town submitted a written report to O/C Kailasahar P. S. to the effect that his son went to Kailasahar market on 21.1.69, at about 1830 hrs. At that time Pratap Dhar, Dipankar Das Gupta, Anil Saha, Alok Chakraborty, Rajat Choudhury, Bikash Paul and 8/10 unknown other hostel students encircled his son Matilal Deb and started assaulting with fist and blows Pratap Dhar stabbed his son with a dagger in his abdomen and they with the intension to kill him. His son was saved by the people of the Bazar. This information was registered in the P S. vide Kailasahar P. S. Case No. 17(1)69 U/S 148/149/307/326 I. P. C.

In this case one Bimal Dam (2) Bimal Bhattacharjee (3) Srimanta Kar Choudhury, (4) Rabindra Malakar, (5) Shyamal Das, (6) Rabindra Biswas, (7) Nityananda Chatterjee, (8) Jyotirmoy Dhar, (9) Prabir Choudhury and Sipra Das were examined by the I. O. and in presence of C. I. Kailasahar. It is learnt from the statement that on 16.1.69 sometime before 1130 hrs. while witness 'Sipra Das' a student of 3rd year B. Sc. Class proceeding to the College was teased by Sandip Das and Tapash Chakraborty, student of the College. Smt. Das took exeeption to this and on arrival in Shyamal Das brother of Sipra by Professor Ajit Paul. The same afternoon Tapash Chakraboarty meet Sipra in her residence. While he was returning to the Hostel on the way near Kalidighi, Kailasahar Town, Tapash

Chakraborty was assulted by some boys of town as they demanded. Sandip Das should be given shelter in the Hostel. This matter when reported to the hostel, about 30/40 hostel students under the leadership of Maniban Dutta came near Kalidighi to take retaliation but town boys were not found At that time injured Mati Das proposed to settle up the matter amicably and the hostel students agreed. On the same evening (16-1-69) witness Shyamal Das meet Prof. Ajoy Bhattacharjee and other professors on this issue when professor Suprashanna Chakraborty told that Prof. Ashim Ghosal would be the best man in the matter of the compromise as he has strong influence over the hostel students and they assured that the matter would be end in compromise. On 17-1-69, Sipra when attended College was asked by the hostel students to beg an open apology to Tapash Chakraborty as Tapash was assaulted due to her. Sipra on return inform the fact to her brother who again meet Prof. Ashim Ghosal and others in their Mess. Prof. Ashim Ghosal then assured witness Shyamal Das that the matter will end in compromise. On the following morning Ashim Ghosal, Prof. gave in evasive reply stating that the matter ended in a compromise but if the Hostel students do not agree he has nothing to do it. As per instruction of her brother Sipra appologised to Tapash Chakraborty in the College but Tapash and other hostel students were not satisfied. Thus the matter continued a tension between the hostel students and town boys. No information of any of the incidents reported to Police Station.

On 19-1 69 Maninvan Dutta and some other students appeared before S D. M. at his residence sometime at noon and reported that some town boys may assault them on way to hostel. Being informed by S. D. O. over Telephone, local police rushed there and found none. Subsequently Manivan Dutta being contacted stated that he would not say any thing to Police.

It is learnt on a secret source that on 20.1.69 morning one Ranadhir Kumar Deb Roy a hostel student was assaulted near Kalidigi at Kailasahar by town boys over this issue. This fact was also not reported to Police. I. O. will please try to collect evidence regarding this incident.

On 20.1.69 sometime before sun set Prof. Ashim Ghosal, Prof. Ajoy Bhattacharjee Pleader Ananga Das Gupta and some students of the College held a meetiug in College hostel No. 1 and the said Professor and pleader incited the hostel students to take retaliation of successive assault on hostel students by town boys. After the meeting 10-12 students being armed with iron rods etc. visited Motor Stand (Kailasahar) but no incident happened on that evening as the town boys were not found there. This fact was also not reported to police.

On 21-1-69 between 1800 hrs. 1830 hrs. about 15/20 hostel boys and 15/20 town boys went to Motor Stand Kailasahar on different business. On seeing

each other attention prevailed soon both the groups managed to procure iron rods etc. Prof. Ashim Ghosal and Prof. Ajoy Bhattacharjee were also seen with the hostel students. Shri Ghosal and Bhattacharjee asked the hostel students to take retaliation. Soon Pratap Dey, Kanango came out from Nirmala Resturant and stabbed Matilal Das with dagger and ran away toward west into the market being chased by town boys and Bazar people and he was caught hold near the shop of Kanai Paul of Kailasahar market about 100 yds. west, of Motor Stand. There in the mob Pratap Dey Kanango was stabbed and he was thereafter taken to Motor Stand by the mob. Therefrom both Matilal and Pratap were taken by the mob towards north from Motor Stand along the main road when O/C Kailasahar P. S. meet them on the road During investigation it is further transpired that Sri Ashim Ghosal, Prof. Ajoy Bhattacherjee, Prof. and pleader Ananga Das Gupta have been exciting the hostal students of Kaiiashashar College for commisson of illegal acts and other agitations concerning College affairs since last 6/7 months.

In counection case No. 16(1)69 the following persons have been arrested (1) Alok Ghosh. (2) Debu Ghosh, (3) Bikash Das, (4) Manik Dutta. (5) Banku Dey, (6) Dipak Deb Roy, (7) Chandan Deb, (8) Rabindra Malakar. Matilal Das who is now undergoing treatment at Dharmnnagar Hospital has been kept under watch for arrest in the case after obtaining medical opinion,

Names of another ten persons transpired from the written statement of the witnesses. in the case. This is required to be verified before arrest by the I. O.

In connection with Case No. 17(1)69 the following persons have been arrested (1) Prof., Ashim Ghosal. (2) Prof. Ajoy Bhattacharjee, (3) Pleader Ananga Das Gupta and (4) Sandip Das.

The remainiag 6 others are resident of Kailashar College hostel.
Attempt as regards their arrest has been made.

2 cases under section 107 Cr. P. C. have been sent up vide P. R. No. 2/69 and 3/69 against 13 persons of which 7 persons have been arrested so far and others could not be found yet.

Investigation of all the cases are proceeding. All arrested persons have been released on bail by S. D. M. Kailasahar on 1. 2. 69 except Prof. Ashim Ghosal who was arrested at Agartala on 24-1-62 and till now is in custody. Arrangement has been made for his transfer to Kailasahar for production in the Court.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন, স্যার। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে রাস্তার ষ্টেবিং এর সঙ্গে কলেজের প্রিন্সিপাল জড়িত কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—আমি ষ্টেটমেন্ট দিয়ে বলেছি যে দি কেস আণ্ডার ইনভেষ্টিগেশন।

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEE

Mr. Speaker .—Next item in the List of Business in the Presentation of the Reports of the Committee on Privileges. I would call on Shri Monorajan Nath, Chairman, Committee on Privileges to proceed to present before the House FIFTH, SIXTH & SEVENTH REPORTS of the Committee on Privileges.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the FIFTH, SIXTH & SEVENTH REPORTS of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Hon'ble members are requested to collect their copies of the reports from the Notice Office of this Secretariat.

Private Members' Motion

Next item in the List of Business is the Private Members' Motion. Now, I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion that—"That the Fourth Plan of the Government be taken into consideration."

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে মোশন এখানে এনেছি আমি মনে করি আমার বক্তব্যের আগে এই যে ৪র্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা তার উপর আমাদের ত্রিপুরার সামাজিক উন্নতি অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করছে অর্থাৎ আজকের ত্রিপুরার যে জনসাধারণ তার ভাগ্য অনেক কিছুই এই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করছে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তু। অতএব আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তুর উপর এই হাউসের মধ্যে প্রথমে ষ্টেটমেন্ট দেন, অথবা আলোচনার সূত্রপাত করেন, তারপর আমি আমার বক্তব্য রাখব।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় কালকের যে নজির সেই নজিরকে এষ্টাব্লিশ করার জন্যই তিনি এটার উল্লেখ করেছেন। কারণ আমরা জানি যিনি মোশন আনেন তিনি সেটা প্রথমে মুভ করে থাকেন এবং হি সুড কাম টু দি হাউস বিঙ্গ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা রাগারাগির কথা নয়, যাতে এটা সুষ্ঠভাবে আলোচনা হতে পারে তার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি এই অনুরোধটা এখানে রেখেছি। কারণ, এই যে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সে সম্পর্কে প্রেকটিক্যালী পেপারে যে কয়েকটি রিপোর্ট বেড়িয়েছে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু জানি না। কাজেই এই সম্বন্ধে বক্তব্য রাখার আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি এই হাউসের মধ্যে আলোচনা করেন তাহলে আমাদেরও আলোচনা করতে সুবিধা হবে এবং এটা খুব সুন্দরতর হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য জনসাধারণের প্রতিনিধি। উনি না জেনে শুনে কোন মোশন আনেন না বা আনা উচিত নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ফোর্থ প্লেন তাতে আগামী ৫ বছরের জন্য ত্রিপুরাতে বা ত্রিপুরার জনসাধারণের ভাগ্য নির্ভর এটা করা হবে অর্থাৎ তার উপর সমগ্র রাজ্যের উন্নতি এবং অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, এটা আমি একজন মেম্বার হিসাবে মনে করতে পারি। সেজন্য আমি মনে করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এটা হাউসের মধ্যে প্রথমে আলোকপাত করা দরকার এবং এই জিনিষটা উনার উপলব্ধি করা উচিত বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটাকে হাউসের মধ্যে রাখবার জন্য আমার কোন উদ্দেশ্য নেই। এই আলোচনাটা যাতে সুন্দর ভাবে হতে পারে তার জন্যই আমি এই অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—এজ ইউ হেভ মুভড ইওর মোশন, সো, আই রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু ওপেন দি ডিসকাসশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সেটা না করা হয় তবে হাউসের মধ্যে এমন কোন নজীর নাই বলিলে ঠিক হবে না। যদি এখানে জিদাজিদির প্রশ্ন উঠে তাহলে আমি বাধ্য হব এই বিষয়ে হাউসের মধ্যে আলোচনা করবার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য এটা জিদাজিদির প্রশ্ন নয়, আমাদের হাউসে ট্রেডিশন কনভেনশান আছে যিনি মোশন আনবেন তিনিই সেটা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনার সূত্রপাত করবেন। গতকাল একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম তাই তিনি সেটা ওপেন করেছিলেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলসের মধ্যে সেটা আছে, গতকাল আমি সেটা রেফার করেছিলাম যে মাননীয় স্পীকার ইচ্ছা করলে কোন কোন ক্ষেত্রে মুভারের যে রাইট অব রিপ্লাই দেওয়ার অধিকার আছে, সেটা তিনি মুভারকে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—সেটা আমার জানা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ল্যান যে সমস্ত করা হয় তার একটা টারগেট থাকে কোন্ প্ল্যানে কোন্‌টা প্রাধান্য পাবে। ত্রিপুরার মধ্যে যদিও আমরা এই কথা স্বীকার করি এখানে ত্রিপুরার মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আছে, ত্রিপুরার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের একটা সংস্থা বিধান সভায় আছে, ত্রিপুরার আগামী পাঁচ বছরের জন্য একটা প্ল্যান করা সম্পর্কে ত্রিপুরার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের এই সম্পর্কে মতামত দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করার অধিকার নাই এই কথা বলতে হবে। যেমন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যখন হয় তখন এই ধরণের কোন সংস্থা ছিল না আজকে বিধানসভা থাকা সত্বেও লীডার অব দি হাউস, চীফ মিনিস্টার, এই ফোর্থ প্ল্যান করার

আগে এটা হাউসে প্লাস করা উচিত ছিল। ডিপার্টমেন্টাল যারা হেড তারা সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর সুপারিশ করার আগে হাউসের মধ্যে এটা প্লেস করা দরকার এবং তাতে হাউসে যারা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের মতামত গ্রহণ করা যেত। কিন্তু তা' না করে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তার জন্য লীডার অব দি হাউস, অর্থাৎ চীফ মিনিষ্টারকে আমি দায়ী করছি। আমি লক্ষ্য করছি যে এখানকার নির্বাচিত সংস্থা থেকে অর্থাৎ বিধানসভাকে তিনি একটা প্রহসনে পরিণত করেছেন। এই সংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা নিশ্চয়ই এমন কি রুলিং পার্টির সদস্যরাও এই সম্পর্কে কোন না কোন পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু আমাদের সেই অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। শুধু খর্ব নয়, এটা একটা নজীর আছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানেই কোন প্ল্যান করা হয় সেগুলি করার আগে অ্যাসেম্বলীর মধ্যে প্লেস করা হয়, তারপর বিধান সভায় আলোচনার পর এইগুলি যথাযথভাবে যেখানে পাঠানোর দরকার সেখানে পাঠানো হয়। ত্রিপুরার ব্যাপারে সেটা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। ফোর্থ প্ল্যানের ব্যাপারে এটা করা যেত। কিন্তু সেই সুযোগ থাকা সত্বেও ইচ্ছা করেই সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টের হেড যারা তারা যেভাবে লিখে দিয়েছে ঠিক সেই ভাবেই চীফ মিনিষ্টার উপরে পাঠায়ে দিয়েছেন। কিন্তু ডাইরেক্টলী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কোন রকম ভূমিকা বা বক্তব্য রাখার কোন সুযোগ তিনি দেন নি। কাজেই আমি মনে করি যে যদিও গণতান্ত্রিক একটা সংস্থা ত্রিপুরাতে আছে, প্রকৃতপক্ষে বিধানসভায় যে সমস্ত কাজকর্ম করানো যেত সেগুলিও লীডার অব দি হাউস ইচ্ছা করে করেন নি এবং না করে তিনি বিধানসভাকে রীতিমত প্রহসনে পরিণত করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১, ৭,৮ ,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তখন ব্যুরো ক্রেটীক মেশিনারী যা খুশি তাই করেছে, জনসাধারণের সংগে তাদের সংযোগ ছিল না। তারপর থার্ড প্ল্যান গিযেছে এবং ফোর্থ প্ল্যানেও আমরা দেখেছি যে অনেকবার প্ল্যান করে পাঠানো হয় এবং পরে ফেরত পাঠানো হয়। এইভাবে পরবর্তী সময়ে ৩১,৯১,৩১,০০০ টাকা আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিপুরার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা বুঝি না এই সম্পর্কে লীডার অব দি হাউস অর্থাৎ চীফ মিনিষ্টার কি মনোভাব পোষণ করেন। তিনি যদি এই সম্পর্কে আলোকপাত করেন যে এই এই ডিপার্টমেন্ট বাবদ টাকা ধরা হয়েছে তা হলে ভাল হত। আজকে সামগ্রিকভাবে সারা ভারতবর্ষের সব রাজ্যেই সমস্যা আছে, কম আর বেশী। কিন্তু কম্পারেটিভলি আমরা দেখি ত্রিপুরা রাজ্যই সব চাইতে সমস্যা জর্জরিত। তিন দিকে পাকিস্তান এবং ভারতের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে সেই সংগে ত্রিপুরার জনসংখ্যা যেরকম বাড়ছে সেরকম আর কোথাও বাড়ে নি। দিনের পর দিন একটা থেকে আর একটা জটিল অবস্থার মধ্যে আমরা চলছি। সেই দিক দিয়ে যদি ত্রিপুরার উন্নতির অগ্রগতির কথা ভাবতে হয় তাহলে ত্রিপুরার সমস্ত জনপ্রতিনিধি নিয়ে আলাপ আলোচনা করা দরকার, তাদের কাছে থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করা হয় নি। আজকে যে অবস্থার মধ্যে

আমরা আছি, যেমন খাদ্য সমস্যা, গতকাল আমার একটা মোশন এর মধ্যে চীফ মিনিষ্টার নিজেই স্বীকার করেছেন যে আমাদের খাদ্য ঘাটতি দিনের পর দিন বাড়ছে কমছে না। আমরা এই খাদ্য ঘাটতিকে প্রতিরোধ করার মত কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি, তারও একটা স্বীকৃতি আছে। অর্থাৎ সরকারীভাবে যে একটা চেষ্টা চলছে বাইরের উপর যে আমাদের নির্ভর করতে হবে না, এরকম কোন লক্ষণ দেখছি না। অর্থাৎ ত্রিপুরায় যে আমরা নিজেরা একটা সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজব সেই দিক দিয়ে কোন চেষ্টাও নেই। কারণ ত্রিপুরা একটা ক্ষুদ্র এলাকা, এটাকে রাবারের মত টানলে লম্বা হবে না। যত লোক আসছে সবাইকে এখানেই থাকতে হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে চাষোপযোগী জমির একটা সীমা আছে। কিন্তু আমরা চাই বা না চাই, ত্রিপুরার সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। এটা একটা মস্ত বড় বার্ণিং প্রব্লেম। এই সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার। যে সমস্ত ক্রাইসিস বাড়ছে সেগুলিকে হাউ টু ফাইট আউট, এই সমস্ত ক্রাইসিসকে প্রতিরোধ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এবং কত টাকা বরাদ্দ রাখলে এর খানিকটা অগ্রসর হতে পারে এই সমস্ত বিষয় বস্তু এবং অনেক মূল্যবান পরামর্শ হাউসের মধ্যে আসতে পারত, কিন্তু সেই দিক দিয়ে এটা হয় নি।

আর আমি আগেই বলেছি ত্রিপুরার সমস্যার কোন অন্ত নেই। যেমন খাদ্যের কথা আমি বলেছি, আর কমিউনিকেশনের কথা আমরা জানি যে এই বিধানসভার মধ্যে আমরা একবাক্যে সকলে একটা রিজলিউশন পাশ করেছি যে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত করা হোক। এটাও মস্ত বড় ব্যাপার। এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আমরা ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির কথা চিন্তা করতে পারি না। কাজেই সেই দিকে আমরা হাউসে একটা প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করেছি। তার অগ্রগতি কি হয়েছে, তা পারস্যুড হয়েছে কিনা এই সম্পর্কে আলোচনা করা যেত। এই যে কমিউনিকেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি এবং অগ্রগতির একটা অঙ্গ। এটা বাদ দিয়ে আমরা ত্রিপুরার রাজ্যের উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারিনা। এইদিক থেকে আমরা এই হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলাম, তার পরবর্তী সময়ে এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করার জন্য কি করা হইয়াছে, এটাকে পারস্যুড করা হয়েছে কি না, সেটা আমরা জানি না। সেটা জানা থাকলেও সেই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করা যেত, এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারতাম এবং ত্রিপুরাকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে আপ্ টু, সাবরুম রেললাইন এক্সটেশান করা দরকার, এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কথা আমরা বলতে পারতাম. সেই সুযোগ আমাদের ছিল। কিন্তু সেটা থেকে আমাদের বন্‌চিত করা হইয়াছে। আজকে অবশ্য এখানে রোড্‌স ট্রেন্সপোর্ট সম্পর্কে একটা অঙ্ক ব্যয় বরাদ্দ আছে, কিন্তু এটা ঠিক হয়েছে কি না, এইগুলি সমালোচনা করা যেত। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ল্যান কিসের জন্য? আজকে যদি বাস্তবিক ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির কথা ভাবতে হয়, তাহলে প্রথমে চিন্তা করতে হবে কমিউনিকেশনের কথা। কমিউনিকেশান বলতে হয়তো রুলিং পার্টি থেকে বলা হবে আমরাতো আপটু সাবরুম পীচের রাস্তা করেছি কমিউনিকেশনের কাজ চলছে। হয়তো এই বলে আত্ম সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

কিন্তু আমরা যদি কমার্শ্যাল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখি, তাহলে আমরা দেখব যে এই রাস্তা দিয়ে ত্রিপুরাকে ডেভেলাপ করা সম্ভবপর নয়। কেন আমি একথা বলছি? বর্ষাকালে সাতদিন যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আঠারমুরা, বড়মুরা, লংথরায় পাহাড়, এই সমস্ত জায়গায় ধ্বস নামে, সমস্ত রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে যায় আমাদের পোষ্টাল যোগাযোগ পর্য্যন্ত তখন বন্ধ হয়ে থাকে, এটা আমাদের বরাবরের কথা, এটা নূতন কিছু না, সবসময়েই হচ্ছে। কাজেই সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরার মধ্যে যদি কোন ব্যবসাবাণিজ্য করতে হয়, কেউ যদি করতে চায়, তাহলে প্রথমেই চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরার কমিউনিকেশন ব্যবস্থার কথা। কাজেই এই অনিশ্চয়তায় মধ্যে কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করতে এগিয়ে আসবেনা। বর্ত্তমান কমিউনিকেশন অবস্থার উপর নির্ভর করে কেউ সাহস করবেনা এখানে ইনডাষ্ট্রি গড়তে। যে কথাটা আমি বলছি তা এই ত্রিপুরায় লোক আসছে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, লোক আসছে, তাদের আমরা তাড়িয়ে দিতে পারছিনা, ভারতবর্ষে কোথাও এমন নজির নাই। কাজেই এই অবস্থায় আজকে ত্রিপুরাকে যদি র‍্যাপিডলি উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়, প্রথমে দরকার এখানে ইনডাষ্ট্রি করা। আমি অনেকবার একথা উচ্চারণ করেছি। বর্ত্তমানে ত্রিপুরার মধ্যে হয় চাকুরী, নয়তো এগ্রিকালচার, এই দুইয়ের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। ছোট ছোট ব্যবসা করছেনা এমন নয়, কিছু কিছু লোক তা করছে। কাজেই কোন নূতন লোক ত্রিপুরায় আসলেই, প্রথমে নজর পরে ল্যাণ্ডের উপর। ল্যাণ্ডের যে কি অবস্থা কম বেশী সকলেই জানেন। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরাকে যদি আজকে নূতনভাবে গঠন করতে হয়, তাহলে ত্রিপুরার যে বাড়তি লোক তাদের একটা পালটা বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। যদি তা করতে হয়, তাহলে সেইভাবে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে আমাদের লীডার অব দি হাউস, চীফ মিনিষ্টার হয়তো এই যে ব্যয় বরাদ্দের টাকা, তা দিয়ে আত্ম সন্তুষ্টি লাভ করতে পারেন বা বড় বড় কথা বলতে পারেন, ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক কিছু বলতে পারেন, কেউ বাধা দিচ্ছেনা, কিন্তু এই ব্যয় বরাদ্দের টাকা দিয়ে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি দূরের কথা আমরা যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে আছি এটা দিয়ে তার খানিকটাও সমাধান করা সম্ভব নয়। আজকে আপট সাবরুম রেল লাইন যদি একষ্টেণ্ড করা যেত তাহলে এই রেল লাইনকে কেন্দ্র করে (রেল লাইন হলে স্বর্গ রাজ্য হয়ে যাবে সেকথা আমি বলছিনা) খানিকটা হলেও রিলিফ পাওয়া যেত। ছোট, মাঝারি, ইনডাষ্টি করার সম্ভবনা দেখা যেত এবং এই সমস্ত ইনডাষ্ট্রিগুলির মধ্য দিয়ে ব্যবসা বানিজ্যের কিছুটা প্রসার হোত। কাজেই যে সমস্ত নূতন লোক আসছে, তার একটা অংশ বিকল্প ভাবে তার জীবিকার সংস্থা করতে পারত, সার্মগ্রিক ভাবে না হলেও কিছুটা অংশ এর মধ্য দিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারত। কারণ আমি জানি এই ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, কংগ্রেস রাজত্বে সামগ্রিকভাবে সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব, সেইরকম কিছু মনে করার কারণ নাই, তবে উত্যক্ত অবস্থায় কিছুটা জিবাকার ব্যবস্থা করা যেত। কাজেই আজকে এই ফোর্থ প্ল্যানের উপর আলাপ আলোচনার সুযোগ এই হাউসের মধ্যে পাওয়া দরকার ছিল এবং চীফ মিনিষ্টার নিজেই এটা উত্থাপন করা উচিত ছিল। এটা গেল একটা দিক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরশু দিনে আমি সরকারী প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ত্রিপুরার মধ্যে

কি কি সম্ভাবনা আছে, কি কি হতে পারে সেগুলি দেখানো হয়েছে, সেখানে বনবিভাগে আমি দেখলাম সেখানে লেখা আছে বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে বাঁশবন আছে, তা দিয়ে দৈনিক একশত টন কাগজ তৈরী হতে পারে এমন মেটেরিয়্যাল ত্রিপুরায় আছে। আমার কথা নয়, এটা সরকারী তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন আগে, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে একটা পেপার মিল করার কথা উঠে ছিল, সেটা ত্রিপুরায় হতে পারত কিন্তু যেহেতু বলা হয়েছে ত্রিপুরায় দৈনিক একশত টন পেপার পাল্প করার মত মেটেরিয়্যালস নেই, কাঁচা মাল নেই সেইজন্য সেই স্কীমটা যেটা ত্রিপুরাতে হওয়ার কথা ছিল সেটা নেফাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি একশ পেপার পাল্প হওয়ার মত মেটেরিয়্যালস এখানে থাকত, তাহলে এখানেই হোতে পারত। কাজেই সম্ভাবনা নাই, সেটা ঠিক নয়। ত্রিপুরাতে কি কি সম্ভাবনা আছে ইন ডিটেলস সেটা হাউসের মধ্যে উত্থাপন করা দরকার এবং তার ভিত্তিতে আলাপ আলোচনা করে, কোন কোন বিষয়বস্তুকে ফার্স্ট প্রেফারেন্স, কোনটা সেকেণ্ড প্রেফারেন্স দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে রেফার করার সময়, হাউসের মত মত নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেটা করা হয় নাই। আজকে এই যে ব্যুরোক্রেট মেশিনারী যেটা আছে, যেমন করে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি করা হয়েছে, হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট বাজেট করেন, যা তারা ধরে দেন, তাই যথেষ্ট। তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ঠিক তেমনি এটা করা হয়েছে। আমরা এই বিধান সভায় যে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে, জনসাধারণের স্বার্থে, প্রস্তাব রাখব, সেই সুযোগ সুবিধা পর্য্যন্ত আমাদের দেওয়া হলনা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অবশ্য পত্র পত্রিকার মধ্যে ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে কোন কোন ডিপার্টমেন্ট এ কি কি হবে সেটা দেখেছি, ইন ডিটেইলস্ সেখানে নেই। যেমন এগ্রিকালচার, প্রডাকশন, এনিমেল হাজবেণ্ডারী, মাইনর ইরিগেশন, ড্রাইরী এণ্ড মিল্ক সাপ্লাই, ফরেষ্ট, এই সমস্ত আইটেম ওয়াইজ একটা আলোচনা করে হাউসের একটা মতামত দরকার ছিল সেটা করা হয় নাই। আরেকটা কথা বরাবর বলা হয়—প্রথম কমিউনিকেশান যেমন দরকার, তেমনি পাওয়ারেরও দরকার। টি, টি, সির আমল থেকে আমরা এই সম্পর্ক শুনে আসছি। কিন্তু এই সরকার আগের কাজ কোনটা পেছনের কাজ কোনটা জানেনা। ডম্বুর হাইড্রইলেকট্রিক প্রজেক্টএর যে কাজটা, সেটার মধ্যে হাত দেওয়ার আগে কোন কাজটা করালে সেই কাজটা তাড়াতাড়ি করা যেত সেটা তাদের চিন্তায় আসেনা। অনেক সময় বাস্তবের ধাক্কা খেয়ে তারা সেগুলি করেন। একটা কথায় আছে যে বানর বলে বৃষ্টি যখন আসে তখন ঘর বানাবে। আমি কাউমারা পুলটার কথা বলেছিলাম, সেই পুলটা হলে পরে এই প্রজেক্টের মালগুলি পার করা যেত, কিন্তু ইদানীং সমস্ত মাল যখন এই পাড়ে পড়ে থাকে, কারণ শিলচর থেকে, করিমগঞ্জ থেকে পাথর এনে এই প্রজেক্ট করতে হচ্ছে, সেই সমস্ত মালবাহী বড় বড় ট্রাক সেখানে পার হইতে পারছে না, এখন ঠেকে সেই সমস্ত লাইন একষ্টেনশান হচ্ছে। বর্ষাকালে আমরা দেখি সেখানে কোন কাজ থাকে না, কাজ সব বন্ধ থাকে, আর কর্ম্মচারীরা সেখানে বসে বসে বেতন খাবে। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে কারণ রাস্তাঘাট তখন সব বন্ধ থাকে, তাদের হাতে কাজ থাকে না। প্ল্যান যখন করা হয়, তার শেষ করার একটা টারগেট পিরিয়ড থাকে। সেই কাজগুলি করতে গেলে পরে তার যে আনুসংগিক কাজ, সেগুলিতে হাত দেওয়া দরকার। কিন্তু গভর্ণমেন্ট কোন কাজ

আগে করবেন না, বাস্তবতার ধাক্কা খেয়ে তারপর সবকিছু করেন। আমি এখানে কাউমারা ঘাটের পুলের কথা বলেছিলাম সেটা হলে পরে এই রাস্তাটা হোত ১২ থেকে ১৩ মাইলের মত। কিন্তু এখানে দেখা যায় চেলাগাং ঘুরে একটা রাস্তা করা হচ্ছে ওনলি টু এভয়েড টু পুলস অন দি রিভার গোমতী। সেই রাস্তা হবে ২৪ মাইলের মত। তারপর এই নূতন রাস্তা করলেই চট করে তার মধ্য দিয়ে ভারি ট্রাক নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে না। তার মাটি বসতে বসতে অনেক দিন লেগে যাবে। তাছাড়া অনেক ছড়া আছে, বিভিন্ন কাজগুলি করতে করতে আরও বছর দশেক লেগে যাবে। কাজেই সেটা সময় সাপেক্ষ। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোন একটা প্ল্যান করতে গেলে পরে, জনসাধারণের যে সমস্ত সংস্থা আছে, যেমন বিধান সভা, পঞ্চায়েত কমিটী ইত্যাদি প্রয়োজন বোধে কোন কোন জায়গায়, কিভাবে কোন ধরণের কাজ আরম্ভ করলে, খাদ্য উৎপাদন বাড়বে, ফসলকে ফ্ল্যাডের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে, সেটার জন্য পরামর্শ ও আলোচনা করা দরকার। কিন্তু আজকে এই যে বুরিওক্রেটিক মেসিনারী তারা যা করবে, আমাদের লিডার অব দি হাউস, তার দায়িত্ব হচ্ছে একটা সাইন করে দিয়ে সেটা দিল্লীতে পাঠানো। এর দ্বারা যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাদের কোন দায় দায়িত্ব রইল না, তাদের কোন বক্তব্যও এর মধ্যে রইল না। এই ভাবে আজকে আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে যে সব স্কীম বা প্লেন আছে সেগুলি করা হচ্ছে। আমি আশা করি আমাদের লীডার অব দি হাউস ইন ডিটেইলস কি ভাবে কি করা হচ্ছে, কোন আইটেমে কত টাকা রাখা হচ্ছে তার এষ্টিমেট বা স্কীমগুলি তিনি আমাদের এই হাউসের মধ্যে আলোচনা করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরো অনুরোধ রাখছি যে, ওনার বলার পর আমার যে রাইট অব রিপ্লাই দেওয়ার অধিকার আছে, আপনি যেন সেটা দেওয়ার অনুমতি আমাকে দেন যাতে করে পরবর্ত্তী সময়ে আমি আমার বক্তব্য রাখতে পারি। মোটামোটি ভাবে আমি আজকে এই কথা বলতে চাই যে আমাদের এই ত্রিপুরাতে এই রকম একটা সমস্যা আছে, যার দ্বারা আমরা দিনের পর দিন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ আরোও জটিল আকার ধারন করছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি এই হাউসের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় বস্তু সম্পর্কে আগামী ৫ বছরের প্লেন বা প্রোগ্রাম সম্পর্কে ত্রিপুরাতে যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের এই সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু তা করা হয় নি, তারা সেই দিক দিয়ে বঞ্চিত হয়েছেন, এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং শুধু অন্যায় নয়, এর দ্বারা ত্রিপুরার বিধান সভাকেও রীতিমত একটা প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। আমি জানি প্রত্যেকটা প্লেন এবং স্কীম যখন করা হয় তখন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের বিধান সভার মধ্যে এই সব বিষয় বস্তু নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়, তর্ক বিতর্ক হয় তারপর এইগুলি অনুমোদন করা হয় এবং পরে সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু সেই অধিকার আমাদের থাকা সত্বেও আমাদের তার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন যে তিনি জানলেই হল, অন্যাদের জানবার প্রয়োজন নেই, সেটা কোন বড় কথা নয় এভাবে তিনি ত্রিপুরার বিধান সভাকে একটা খেলো প্রহসনে পরিণত করেছেন—এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি ঃ স্পীকার ঃ—অ্যানি আদার মেম্বার ইজ ইন্টারেষ্টেড টু পার্টিসিপেট ইন দি ডিস্কাশান।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁর মোশন আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই সভায় চতুর্থ পরিকল্পনার বিষয় আলোচনা করতে না দিয়ে বিধান সভার যে অধিকার সেটা খর্ব্ব করা হয়েছে, এটা আমি স্বীকার করি না। কারণ হলো, প্লেনিং করবার দায়িত্ব হ'ল প্লেনিং কমিশনের। প্লেনিংটা কখনও এ্যাসেম্বলীতে হয় না, সেটা করবার একমাত্র দায়িত্ব হ'য় প্লেনিং কমিশনের। প্লেনিং কমিশনকে এক্সপার্ট কমিটি হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং প্লেনিং কমিশন সমস্ত ষ্টেটের যে প্রয়োজন, সেগুলি পরীক্ষা করে যে সমস্ত স্কীমগুলি ভাল বলে মনে করেন ঠিক সেগুলিই তারা রিকমেণ্ড করেন এবং আমাদের যে ফোর্থ প্লেন সেই সম্পর্কে একই কথা। যে সমস্ত স্কীমের জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা এখনও ফাইনেলাইজ হয়নি, কাজেই এটাকে এখনই বিধান সভায় দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ প্লেন করে দেওয়া হয়েছে, প্রথমে যে প্লেনগুলি বা স্কীমগুলি সাজেষ্ট করা হয় সেগুলি ওয়ার্কিং গ্রুপে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্কিং গ্রুপ স্কীমগুলি পরীক্ষা করে একটা রিকমেণ্ডেশন করেন তারপর প্লেনিং এ্যাডভাইসরী কমিটিতে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখন যে ষ্টেজে আছে এর অন্তত আরো দুইটি ষ্টেজে আমাদের যেতে হবে এই প্লেনের যে টাকা বা বরাদ্দ সেটা স্থির করার জন্য। প্লেনিং কমিশন সমস্ত ভারতবর্ষ এর যে রিসোর্স আছে প্লেনিং করার জন্য সেটা বিবেচনা করে তারা আমাদের কত টাকা দিবেন সেটা এখনও আমাদের জানান নি। আমাদের যে একটা বলেছিলাম সেটা তারা এপ্রুভ করেন নি, ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিয়েছেন তারপর আরও কমিয়েছেন প্লেনিং এ্যাড-ভাইসরী কমিটি কিন্তু তারপরেও আরও দুইটি ষ্টেজ আছে সেগুলো হলো প্লেনিং কমিশন এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া। প্লেনিং কমিশনের কাছে যখন প্রস্তাবগুলি যাবে তখন তারা আবার সেগুলি দেখবেন, দেখে তারা আবার প্লেনিং এ্যাডভাইসরী কমিটিতে পাঠাবেন তারা যা রিকমেণ্ডেশন করবেন সেটা রাখবেন কি বাড়াবেন, তা বিবেচনা করে ঠিক করবার জন্য। আলটিমেটলী গভর্ণমেণ্ট অব ইনডিয়ার মিনিস্ট্রী অব ফিনান্স যেটা এপ্রুভ করেন তার মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে, কেননা তার বেশ টাকা তারা দিবে না। সুতরাং আমরা এর মধ্যে কোন স্কীম রাখব তা ঠিক করা নয়, কোন স্কীমে টাকা কমবে বা বাড়বে তা তো দূরের কথা বা অন্য এমনও হতে পারে যে অনেক স্কীম আমাদের ড্রপ করতে হবে যদি টাকা তারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না দেয়। সুতরাং এখনও এমন একটা ষ্টেজ আসে নি যে সময়ে এটা এ্যাসেম্বলীতে দেওয়া যায়। কাজেই একটা ফাইনাল জিনিষ না আসা পর্য্যন্ত আমরা ধরুণ বেশ কয়েক কোটি টাকার সাজেসন দিলাম—সে আমরা যদি ৩০/৫ কোটি টাকা দেয়! তারা যদি সেটাতে সম্মত না হন তখন হয়তো আমাদের সেই সমস্ত স্কীমগুলি আবার গুটাতে হবে, হয়তো বা কোন কোন স্কীম আমাদের বাদ দিতে হবে। সুতরাং এই পর্য্যায়ে এ্যাসেম্বলীতে দেওয়ার বিধান বা কোন প্রথা কোথাও নেই। আমার মনে হয় এটা মাননীয় সদস্য জানেন না, তিনি সেটা অজ্ঞতা বসতঃ বলেছেন। কেননা কোন এ্যাসেম্বলীতেই ড্রফট ষ্টেজে প্লেন

আলোচিত হয় না। তিনি যদি সেই রকম নজীর দেখাতে পারেন তাহলে আমি সেটা সাদরে গ্রহণ করব। কিন্তু এই ড্রাফট ষ্টেজে কোন প্লেন এ্যাসেম্বলীতে আলোচিত হয় না। সেটা বাজেটে ইনক্লুড করা হবে, কিন্তু প্লেন আউটলে সেটা জানবার, সেটা ফাইনাল হওয়ার পর কোন স্কীম কত টাকা লাগবে বা কোন স্কীম বাদ দেওয়া হবে এই গুলি ফাইনাল করার পর বাজেট যখন প্লেস করা হবে তখনই তিনি দেখতে পাবেন যে প্লেনের বরাদ্দ কত টাকা ধরা হয়েছে তখনই আলোচনার যথেষ্ট সুযোগ থাকবে এবং তখন তিনি তার আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই ষ্টেজে এটা আলোচনা করার সময় নয়, সেটা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়, এটা এই হাউসে বলা সম্ভব নয় যে এই স্কীমে আমরা এই টাকা খরচ করব। আর প্রায়রিটি সম্বন্ধে তিনি একটা কথা বলেছেন। প্রায়রিটি ঠিক হয়, সেটা ঠিক করেন প্লেনিং কামশন, যে কোন জিনিষটাকে সবচেয়ে বেশী প্রায়রিটি দেওয়া হবে এবং এবার সেটা ঠিক করা হয়েছে যে এগ্রিকালচারকে বেশী প্রায়রিরিটি দেওয়া হবে। সেটা সব ক্ষেত্রে, সব ষ্টেটে এবার এগ্রিকালচারকে আমরা সবচেয়ে বেশী প্রায়রিটিটি দেওয়ার জন্য স্বীকার করে নিয়েছি। সেজন্য আমরা ত্রিপুরাতেও এই এগ্রিকালচারকে প্রায়রিটি দেওয়ার চেষ্টা করছি। তিনি কম্যুনিকেশন এর কথা বলেছেন রেলওয়ে সম্বন্ধে যে সেটা আমরা জানতে পারতাম কিন্তু মাননীয় সদস্য মুলতঃ একটা ভুল করেছেন বলে আমার মনে হয়—এই রেলওয়েটা প্লেনের অন্তর্ভুক্ত নয়। রেলওয়ে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করে রিজলিউশান নিয়েছি এবং ভারত সরকারের নিকট আমরা দাবী করছি। কিন্তু রেলওয়ের যে পরিকল্পনা সেটা আমাদের বাজেট ইউনিয়ন টেরিটরীসের বা ষ্টেট প্লেনের বিষয় বস্তু নোটেইনয়' তিনি এটা জানেন না, তিনি এই বিষয়ে অজ্ঞ সেজন্য তিনি একথা বলেছেন। রেলওয়ে হ'ল কম্প্লিটলি সেনট্রাল প্লেনের ব্যাপার এবং সেটা সেনট্রাল প্লেনে যদি থাকে তাহলে আমাদের রেলওয়ে হবে। আমাদের যে বাজেট তাতে সেটা ইনকলুড করার অধিকার আমাদের নাই। যেগুলি সেন্ট্রাল প্ল্যান সেগুলি আমাদের লোক্যাল বাজেটে ইনক্লুড করার কথাই উঠতে পারে না। আমরা শুধু দাবী করতে পারি যে আমাদের রেলওয়ে দেওয়া হোক এবং সেই দাবী আমরা করেছি এবং যতক্ষন পর্য্যন্ত না হয় আমরা দাবী করব। যাতে সাব্রুম পর্য্যন্ত আমরা রেলওয়ে পেতে পারি সেজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছি কিন্তু এই বিষয়টা আমাদের প্ল্যানের স্কীমে রাখার বিষয়বস্তু নয়। তাই তিনি যেটা বলছেন এই বিষয়টা আমাদের বাজেটে ইনক্লুড করতে পারতাম সেটা তিনি ভুল করছেন। কমিউনিকেশনের ব্যাপারেও আমরা যথেষ্ট টাকার স্কীম দিয়েছি এবং খরচও করেছি। সুতরাংএকটা কথা মাননীয় সদস্যের মনে রাখতে হবে যে টাকা চাইলেও টাকা পাওয়া যায় না। সারা ভারতের রিসোর্স দেখেই সমস্ত স্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরীয় সকলের সংগে আলোচনা করে সেই টাকার কিভাবে ডিস্‌টিবিউট করা যায় সেটা ঠিক করা হয়। ন্যাশন্যাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিল আছে সেখানে এটা ঠিক করা হয়। যখনি নাকি ন্যাশান্যাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিং হয় সেখানে প্রত্যেক স্টেটের চীফ মিনিস্টার থাকেন, ইউনিয়ণ টেরিটরীর চীফ মিনিস্টারগণও থাকেন, সেখানে সমস্ত ভারতবর্ষের অর্থের সংগতি দেখা হয় এবং বিবেচনা করা হয় যে কোন স্টেটকে কত টাকা দেওয়া হবে, কোন ইউনিয়ণ টেরিটরীকে কত টাকা দেওয়া

হবে। স্যাংসনের কোন স্কেল নেই, বিসোস বা ঢাবাব ক্ষমতা লিমিটেড হযে গেছে। সুতরাং যতটুকু তারা পারছেন আমাদের দিচ্ছেন এবং সেই অনুযায়ীই আমাদেব কাজ চালাতে হবে। আমাদের টাকা না থাকলে আমবা কাজ কোথা থেকে কবব সেটা সকলেই বুঝেন। সুতরাং অর্থের সংগতি যে পবিমান থাকে সেইভাবে আমাদেব স্কীম বাখতে হবে এবং সেগুলির অদল বদল করতে হবে। তাবপর আমবা যখন ফাইনাল স্টেজে পৌছব তখন আমাদেব যে বাজেট সেটা প্ল্যানিং কমিশন যেটা আমবা একসপার্ট কমিটি বলি তাদের রিকমেন্ডেশন অনুযাযী স্কীমগুলি আমরা বাজেটে ঢুকাব, তখন তিনি আলোচনার সুযোগ পাবেন। কিন্তু এই পর্যাযে এই জিনিষটাব আলোচনা অ্যাসেম্বলীতে দেওযা সম্ভব নয় এবং এই জাতীয প্রথাও নেই।

Mr. Speaker —Any other member to participate in the discussion ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদেব মাননীয সদস্য অঘোর বাবু যে মোশানটা এনেছেন ফোর্থ প্ল্যানেব উপব এই সম্পর্কে মাননীয মন্ত্রী মহোদয উত্তর দিযেছেন। কথাটা হল, এইসব মোশন আসা খুব দবকাব, আলোচনা দবকাব, এটা মনে করি। কিন্তু সব কথাব আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, যেটা নাকি অঘোব বাবু জানেন, জেনে শুনেও তিনি এই মোশন এই হাউসে এনেছেন। কথাটা হল এই যে প্ল্যান সম্পর্কে আলোচনা কখন হতে পারে? সেটা লবীতে বসেও আলোচনা হয়েছে হল। কিন্তু আলোচনা হওযাব পরে এইভাবে একটা মোশন এনে হাউসেব মল্যবান সময ব্যয করা। মাননীয স্পীকাব মহোদয, এই অ্যাসেম্বলী থাকাব কি অর্থ হয যে অ্যাসেম্বলীতে বিজনেস নেই। তাকে আমি স্মরণ করিযে দিতে চাই যে যদি অ্যাসেম্বলী ডাকা না হত তাহলে তার মোশনটা কিভাবে তিনি আনতেন, এই সুযোগটা কি করে পেলেন? কাজেই এইভাবে কথাবার্তা বলে মূল্যবান সমযের অপচয় করা, সেটা সম্পর্কে চিন্তা করা আমি তাকে অনুরোধ করি। কাজেই আমার মনে হয যেটা আলোচনাব বিষয়বস্তু নয় এই আলোচনাটা এনে এই সুযোগে কিছুটা গালিগালাজ করা। সেটাই দেখতে পাচ্ছি তাব স্বভাব। তিনি একটা জায়গায উল্লেখ করেছেন এবং প্রাযই উল্লেখ করে থাকেন যে গণতন্ত্র, কংগ্রেস রাজত্ব ইত্যাদি। গণতন্ত্র তিনি বলতে পারেন? ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক সরকার সেই কথাটা তার মুখ থেকে বের হয় নি। কখনও বের হবেও না এবং তাদের কথার ভাষ বোঝা যায এটা তাদেব মুখ থেকে বের হবেওনা। গণতন্ত্র সম্পর্কে কতদব চিন্তা করেন, অনুভব করেন সেটা তাব কথাবার্তায় প্রকাশ পায না। "রাজত্ব" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা হয। রাজত্ব এখন নেই, রাজত্বের স্বপন যদি তারা দেখে থাকেন সেটা তাবা জানেন। কিন্তু আমাব মনে হয এইভাবে বাস্তবিক একটা আলোচনা এনে সময কাটানো সেটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাব জন্য আমি অঘোর বাবুকে বলি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবান আলোচনা আর কি আছে সে সম্পর্কে চিন্তা করে এই হাউসে রিজলিউশন বা একটা আনষ্টার্ড কোশ্চান আনলেও চলতো। আজকের যে কথাটা তিনি উল্লেখ করেছেন, যে মোশনটা এনেছেন সেটা তিনি শর্ট নোটিশেও আনতে পারতেন যে ফোর্থ প্ল্যানেব অবস্থা টা কি। কিন্তু এই বক্তৃতার মধ্যে যে আমরা কি শুনলাম, কি পেলাম? কতকগুলি গালিগালাজ ছাড়া কোন সারবস্তু নেই। কাজেই

আমরা অনুরোধ রাখব যে সেটা ভবিষ্যতে চিন্তা করে এই যে মূল্যবান সময় দেশের কল্যানের জন্য আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা আনেন সেজন্য আমি তাদের অনুরোধ করি তিনি যেন এইদিকে লক্ষ্য রেখে ভবিষ্যতে এইসব মোশানগুলি আনেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হচ্ছে যে তিনি উল্লেখ করেছেন কাগজ উৎপাদন করা যায় ত্রিপুরায়। উৎপাদন করা যায় সত্যি। কিন্তু উৎপাদন করতে গেলে যেসব মেটেরিয়ালস, পাওয়ার ইত্যাদির দরকার সেগুলি সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। শুধু সস্তায় নাম কেনার জন্য "উৎপাদন বাড়ানো যায়", "ইলেকট্রিসিটি বৃদ্ধি করা যায়" এইসব কথা বলা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। কারণ তিনি এবার ডুম্বুর গিয়েছেন আমি জানি। তিনি নিজে দেখে এসেছেন যে আমাদের হাইড্রো-ইলেকট্রিকের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আমরা যখন পাওয়ারে সাকসেসফুল হব তখন নানারকম মিল, স্পিনিং মিল ইত্যাদি করতে পারব। তাই অঘোর বাবুকে অনুরোধ করি তিনি যখনই মোশান আনেন তখন তাঁর মধ্যে গঠনমূলক কিছু যেন থাকে।

আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বুরোক্রেসী, বুরোক্র্যাট ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। আমার মনে হয় প্রতিটি শব্দ তিনি উল্টা প্রয়োগ করেছেন। গণতন্ত্রকে বলেন ধনতন্ত্র, অটোক্রেসিকে বলেন বুরোক্রেসী। কাজেই এই যে বাক্য ব্যবহার হয় সেগুলির তাৎপর্য কি সেই সম্পর্কে তিনি যেন চিন্তা না করে গালিগালাজ না করেন। এটা কোন জনপ্রতিনিধির উচিত নয়।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M

Mr. Speaker :— Any other member from Ruling Party ?

I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে, Planning Commission 4th Five Year Plan সম্বন্ধে সমস্ত কিছু করবে, বিধান সভার করণীয় কিছুই নয়। কিন্তু আমি আমার বক্তৃতায় এমন কথা বলি নাই যে বিধান সভায়ই সকল Plan Programme বা Estimate করে দিবে, শুধু আলোচনার কথাই বলেছিলাম। তৈরী করবে তারা যারা বরাবরই Plan Programmeএ Expert এবং বিধান সভায় পেশ করলে পর আলোচনা করে কোন কোন বিষয়ের উপর Stress দেওয়া হবে বা বেশী importance দেওয়া হবে, সেটা নির্দ্ধারণ করলে সেটা বাস্তবে সহায়ক হবে এবং আরেকটি কথা বলেছেন Railway সম্বন্ধে। আমি নিজে একথা বলি নাই যে Railway ত্রিপুরার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে এমন অনেক কিছু আছে যেমন Centrally Sponsored Scheme, Capital out lay এগুলির মধ্যেও এরূপ অনেক কিছু আছে। আজকাল কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্পগুলি আছে আমি মনে করি যে সেগুলি না হলে পরে ত্রিপুরায় উন্নতির অগ্রগতি ব্যাহত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমস্ত 4th five year plan আছে যেটা Budget দিলে করা হয় বা Scheme গুলি করা হয়। তারমধ্যে

এগুলির অন্তর্ভুক্ত করারও প্রয়োজন আছে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে, ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন স্কীমটি দরকার কোনটি না হলে আমাদের চলে না সেটাই আমি বলছি। প্রাথমিক ভাবে সেটা বিধান সভার আলাপ আলোচনা করে সুপরিকল্পিত ভাবে করা উচিত। উনি বলতে চান প্রাথমিক stageএ কোন আলাপ আলোচনায় যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি একটা কথা বলি যদি সমস্ত planগুলি finalise হয়ে আসে তখন কি কোন বক্তব্য বা সমালোচনা করার কোন যৌক্তিকতা থাকে বা কোন মূল্য থাকে? কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি একথা বলছি না যে ত্রিপুরার বিধান সভা এই planটা finalise করতে পারে। কাজেই সকলেই জানে যে সমস্ত plan বা plan scheme central Govt. finalise করে দিচ্ছেন। কাজেই ত্রিপুরায় কোনটা প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন সেটা ত্রিপুরার প্রত্যেক সদস্যই পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে বলে আমি মনে করি। সেই জন্যই এই discussion টি এ houseএ এনেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে একটা কথা আছে একটি পত্রিকার reference দিয়ে বলছি। সেই হল Tripura Times Jan, 19. এখানে এই সম্পর্কে একটি খবর আছে—The Planning Commission recommended before hand a sum of Rs. 3512·57 lacs প্রথমে ছিল কিন্তু পরে কমে 3191.31 lacs হয়েছে। এটার মধ্যে আছে before plan now stands as follows under important head Agriculture production 263.00 এবং minor irrigation 45.00 Animal Husbandy Deptt. in details দেওয়া হয়েছে। Fishery সম্পর্কে আছে বা Agriculture programme, co-operative, irrigation, flood control irrigational power এই সমস্ত itemগুলির মোটামুটি একটা অংক এখানে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই যে itemগুলি দেওয়া হল সেটার মধ্যে বিশেষ যে schemes সেটার কোন কোন খাতে যে কতটাকা আছে সেটা house এর মধ্যে আলোচনা হলে, পরবর্ত্তীকালে এবং planning commission এর পক্ষে ও সুবিধা হত যদি আজ প্রাথমিক বিষয় বস্তুর উপর আলোচনা হয়ে একটি draft তৈরী হত এবং তার একটা suggession ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো যেত। তাহলে planning commission ও দেখতেন কোন কোন বিষয়ের উপর importance দেওয়ার বিশেষ দরকার সেটা তাদের বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হত। সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমি হাউসের মধ্যে এই discussion টি নিয়েছি। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলতে চান যে rail line extention করা ত্রিপুরার বাজেটে অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা কেন্দ্রের ব্যাপার কাজেই এতে আমাদের বলার কিছু নেই। এবং এটা আমিও জানি যে এই সম্পর্কে কেন্দ্রই সকল কিছু রাজ্য সরকারের কিছু করার নাই। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আগামীতে যে 4th plan তৈরী হচ্ছে সেটাতে যাতে রাজ্য সরকার চেষ্টা করেন এই schemeটি ঢুকিয়ে দিতে সেই কথাই আমি বলছি। কাজেই বলা হয়েছে যে planning commissionএর বর্ত্তমান draft এর উপর আলোচনার কোন অর্থ নেই। কিন্তু আমি বলি after finalisation উহা house এ place করে তার উপর সমালোচনা করা বা suggestion দেওয়ার কোন যুক্তি থাকে না। Planটি finalisation হওয়ার পূর্ব্বেই কোন

কোন বিষয়ের উপর importance দেওয়া হবে সেটা আমাদের বিধান সভার সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে দেওয়া দরকার। কাজেই কোন কোন খাতে কত টাকা ধরা হয়েছে in details সেটা place করার জন্য আমি house এর leader বা মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করে ছিলাম কিন্তু তিনি সেটা এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ আগামী fourth plan এর জন্য ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য কোন কোন খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হল এবং কোন কাজটা আগে হাতে নেওয়া হবে, কোনটা না হলে আমাদের চলে না এগুলি সামগ্রিকভাবে আমরা বিধান সভার যারা সদস্য ruling party বা বিরোধী দলেরই হউক আলোচনার যে অধিকার আমাদের আছে সে থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং সেই বিধান সভাকে আজকে হেয় প্রতিপন্ন করা, এটাকে একটা খেলো হিসাবে পরিণত করা অর্থাৎ এক কথায় আমরা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি এর সঙ্গে জড়িত আছি সে থেকে আমাদের অস্বীকার করা হচ্ছে। সে জন্য চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে indetails কিছু জানি না, ruling পার্টির M. L. A দের ডেকে আলাদা ভাবে কোন মতামত নেওয়া হয়েছে কিনা বা তাদের নিয়ে এ সম্পর্কে কোন কোন রাস্তা বা কোন কোন বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে সম্পর্কে ওনাদের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা হয়েছে কিনা তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কাজেই আমি সামগ্রিক ভাবে একথা বলছি যে প্রত্যেকেরই আলাপ আলোচনা বা পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আছে। সে অধিকার থেকে ইচ্ছা করে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কাজেই এক কথায় আমি বলতে বাধ্য যে আজকে বিধান সভা একটা প্রহসনে পরিণত করতে চলছেন কাজে এ অবস্থা কোন মতেই চলতে দেওয়া উচিত নয় এবং পরবর্তী সময়ের জন্য অন্ততঃ যাতে বিষয়গুলি আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on the motion raised by Shri Aghore Deb Barma is over. Now I am going to the next item of business. Next item in the list of business is Private Members' Resolution.) Now I would call on Shri Sunil Ch. Dutta to move his Resolution that এই সভা প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে যে জুমিয়া পুনর্বাসন কার্য্য সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রতি মহকুমায় সরকারী ও বেসরকারী সভ্য লইয়া একটি করিয়া জুমিয়া পুনর্বাসন উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হউক। Hon'ble Member has authorised Shri Debendra Kishore Chaudhury to move his Resolution. The authorised member is also absent. So this Resolution is deemed to have been withdrawn. There is another Resolution of Shri Debendra Kishore Choudhury. I would call on Sri Choudhury to move his Resolution that the Assembly is of opinion that শ্বাপদসঙ্কুল ত্রিপুরাকে যাহারা বাসপোযোগী করিয়াছে তাহাদের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়া ভূমিহীনদের ভূমি বন্টনের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করা হউক।

The mover of the Resolution is absent. So the Resolution is deemed to have been withdrawn. There is another Resolution of Sri Monomohan Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move that the Assembly is

of opinion that সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম ও প্রয়োজনের সময় গরীব উপজাতীয়দিগকে উপযুক্ত অর্থ জোগানের জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি Tribal Land Mortgage Bank খোলা হউক ।

Shri Monomohan Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার Resolution হচ্ছে This Assembly is of opinion that সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম প্রয়োজনের সময় গরীব উপজাতীয়দিগকে উপযুক্ত অর্থ যোগানের জন্য সরকারী উদ্যোগে একটি Tribal Land Mortgage Bank খোলা হউক। আমরা জানি যে পাহাড় অঞ্চলে বিশেষ করে যেখানে tribal আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে অনেক সময় আমাদের মহাজনদের কাছে যেতে হয় এবং অনেক বৎসর যাবত প্রায় পূর্বপুরুষ থেকে আরম্ভ করে আমাদের ঐ সমস্ত মহাজনদের কাছে যেতে হয়। ঐ সমস্ত মহাজনরাই সেখানকার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিতা। অনেক সময় এটা দেখা গেছে তারা যদি টাকা জোগান না দেয় তখন যদি মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিতে ব্যর্থ হয় তাদের তখন অনাহারে থাকতে হয়েছে। অনেক সময় তাদের অভাবের সময় সমস্ত কিছু জেনেও মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিতে হয়। আমি জানি এস্থলে এখন নানা রকমভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে সমস্ত রূপ আমরা আগে দেখেছি সুদ নেওয়ার সেই সমস্ত রূপের এখন পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এখন তারা আগের মত সোজাসুজি টাকা দিচ্ছে না। কাজেই জায়গাজমি বন্ধক রেখে তারা মহাজনদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে ট্রাইবেলদের মধ্যে গরীব শ্রেণীর যারা আছে তারা তাদের জায়গাজমি এইভাবে মহাজনদের কাছে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এমনকি এই রকম উদাহরণও আছে হয়ত একটি কল্কি কিনার জন্য ৫ দ্রোণ জমি গেছে একজন মহাজনের হাতে। এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই ত্রিপুরায়। কাজেই এগুলির বিরুদ্ধে হয়ত আমরা সংগ্রাম করতে পারি। আমরা বলতে পারি যে এগুলি বন্ধ করে দাও, তোমরা মহাজনদের নিকট হতে টাকা নিওনা। কারণ সেখানে সুদ অনেক বেশী। তোমাদের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি মহাজনদের কবলে চলে যায়। এ বলে আমরা হয়তো তাদের নিষেধ করতে পারি এবং বলতে পারি যদি তোমরা নাও তাহলে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে। এই সমস্ত বলে আমরা হয়ত এই সংগ্রামকে সফল করতে পারি। কিন্তু পরবর্ত্তী প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে তারা টাকা পাবে কোথায়? তাদের প্রয়োজন অনেক। তাদের বেঁচে থাকতে হবে, তাদের টাকার দরকার। যখন হয়তো তাদের ঘরে খোরাকী নাই, নিজের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ইত্যাদি কাজেও টাকার প্রয়োজন হয়। যখন তাদের প্রয়োজন তখন তারা কোথায় টাকা পাবে? কোনখানে টাকার জোগাড় করতে না পেরে বাধ্য হয়ে মহাজনদের নিকট টাকার জন্য তাদের যেতে হয়। যদি আমরা নিষেধ করি এবং বলি তোমরা ওদের কাছ থেকে টাকা নিওনা, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের শ্রাদ্ধের কার্যাদি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হচ্ছে না, অনেক সময় হয়ত বিবাহ কার্যেও ঠেকে যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দাদনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সংগ্রাম আমরা পরিচালনা করব তার সাথে সাথে টাকা পাওয়ার সুযোগ সুবিধা যদি করে না দিতে পারি এবং অতি সহজভাবে এবং সহজ সর্ত্তে যেমন করে মহাজনদের নিকট হতে টাকা পাওয়া যায় সেই রকম ভাবে একটা সহজ উপায়ে তাদের টাকা পাওয়ার যদি একটা ব্যবস্থা না করে দেওয়া হয় তাহলে

কোন ভাবেই তাদের বাঁচানো সম্ভব নয়। সেই জন্যই আমি প্রস্তাব এনেছি। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের Tribal Welfare Dept. রয়েছে, তাদের উদ্যোগে সরকারী অর্থে tribalদের ঋণ দেওয়ার জন্য Land Mortgage Bank যদি খোলা হয় তাহলে তাদের টাকার প্রয়োজনে তারা জমি বা অন্য কোন কিছু বন্ধক দিয়ে ঐ Bank থেকে টাকা নিতে পারবে। তাহলেই মহাজনদের নিকট তাদের যেভাবে জমি হস্তান্তর হয় সেটা বন্ধ হবে। এবং আমরা মহাজনদের বিরুদ্ধেও সফল সংগ্রাম করতে পারব। সরকার নিজের উদ্যোগে পাব্লিকের কাছে শেয়ার বিক্রি করেও এটা করতে পারেন। Management যাতে সরকারী উদ্যোগে হয় আমি তারই জন্য এ প্রস্তাব এনেছি এবং আমি জানি যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেইভাবে যদি কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সত্যিকারই tribal এর মঙ্গলে করা হবে। এবং এটা যদি না হয় বর্ত্তমানে তারা যেমন করে landless হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত allegation আনা হচ্ছে তাও কমবে এবং তারা মনে করবে যে সত্যিকারই তাদের জন্য কিছু করা হচ্ছে। গভর্ণমেণ্ট সত্যিই দরদী, তাদের উপকার করে। তাদের বাঁচাবার চিন্তা করে নাহলে তারা যখন অভাব পড়ে তখন তারা কোথায় টাকা পাবে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে Bank করে তাদের জন্য সহজ সুযোগ যদি করা হয় তবে তারা বাঁচবে বলে আমি মনে করি। সেই জন্যই আমি আমার এই প্রস্তাব এনেছি।

Mr. Speaker :—any other member to discuss.

Shri Promode Rn. Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা মহোদয় যে প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রেখেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার তথা ভারতের বর্ত্তমানে উপজাতীয়দের যে সমস্যা, সে সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবটিকে আমাদের বিচার করতে হবে। একথা বললে চলবে না যে আমাদের সংবিধান তার যে 5th Schedule, তার ২১১ পৃষ্ঠায় আমরা যদি দেখি তবে দেখব যে সেখানে সুস্পষ্ট করে লিখা আছে item No. 5 এ Sub-Section 2(c)তে যে Money lendersদের যে business সেটাকে কিভাবে regulate করা যায় তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। অর্থাৎ Money lenderদের যে exploitat-tion থেকে Money lender দের যে transfer of land other যে exploitation তার থেকে সরকারকে measure নিতে হবে তাদের রক্ষা করবার জন্য আমাদের ভুললে চলবে না যে আজকের ত্রিপুরায় সাড়ে চার লক্ষ উপজাতি যারা বছরের পর এই Money lender মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়েছে এবং তারা সর্বহারা হয়েছে তাদের দ্বারা উৎপন্ন জিনিষ পত্রাদি অল্প দামে মহাজনদের কাছে দিতে হয়েছে। তারা সামান্য টাকা নিয়ে তার দেড়গুণ; চারগুণ টাকা সুদ হিসাবে তাদের দিতে হয়েছে। সে সব সমস্যা গুলিকে আজ মনে রাখতে হবে। নতুবা এই উপজাতি সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব না। আমরা আইন করেছি Tripura land Revennue & land Reforms Act, 1960র ১৮৭ ধারায় যে Trtbalদের জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। কিন্তু এই ট্রাইবেলরা যে জমি হস্তান্তর করতে না পারলে যখন তাদের একটা বিয়ের ব্যাপার হয়, কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের ব্যাপার হয় তখন টাকা পাবে কোথায়।

তাতে হচ্ছে কি ? সে যদিও অন্য Communityর মধ্যে না হয় গেল না, এই Tribalদের মধ্যে যারা rich Tribal তারা অল্প দরে এই সব জমি নিয়ে যাচ্ছে। সেইগুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কি ভাবে এই Tribalদের protection দিব। তার সাথে সাথে আরও কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমরা সরকারী লোন দিই কিন্তু এটা সত্যি যে একটা লোন পেতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগে আজকে অনুসন্ধান করুন কেন এই Tribalরা মহাজনদের কাছে যায় আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে যদি বিচার না করি, basically যদি আমরা এটাকে না দেখি তাহলে আমরা একটা সাংঘাতিক ভুল করব। এবং এত উপজাতি সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব না। তাই আমি বলছি এই যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, Govt loan, সেটা পেতে ছয় মাস লাগে। কিন্তু মহাজন করে কি ? He is ready, সে টাকা নিয়ে সব সময়েই প্রস্তুত. তাতে written কিছু লাগে না যে টাকা চায়, সে তাকে তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিচ্ছে। এবং তার তখন টাকার প্রয়োজন। তাই যে ভাবেই হউক যে হারেই হউক যে মহাজন থেকে টাকা নিয়ে বিবাহের হউক শ্রাদ্ধেই হউক বা অন্যান্য যে কোন কাজেই হউক অভাব মিটাতে হবে। এমন কি তার উৎপাদিত ফসল বন্ধক দিয়ে মহাজন থেকে টাকা গুলি নেয়। অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে সরকার থেকে আমাদের একটা লোন পেতে হলে প্রায় ছয় মাস লাগে। আর একটা লোন হল দাদন বা টাকা বি লোন। সেই লোনটা ৪০ টাকাই হউক বা ৫০ টাকাই হউক সেটা কি ? সেটা হচ্ছে Production এর againstএ। সেই লোন নিবের জন্য বা অন্যান্য তার যে প্রয়োজন আছে তা নয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি টা সেখানে রাখতে হবে। একটা উপজাতি দাদন নিচ্ছে বীজ ধান কিনবার জন্য, সেটাই যে তার একমাত্র প্রয়োজন তা নয়। তার আর সামাজিক প্রয়োজনটাকে কি ভাবে আমরা সমাধান করব সেটা আমাদের দেখা দরকার এই Dhebar Commission এর report এ যদি আমরা যাই তাহলে এ সমস্ত আমরা দেখব যে সেই সমস্যাটাকে তিনি কি ভাবে remove করতে বলেছেন। সেখানে দুটো পথ। একটা হচ্ছে মহাজনরা এই যে নানা ভাবে উপজাতীয়দের নানা প্রকার ঋণে আবদ্ধ করে। জমি বন্ধক রেখে এবং ইদানিং যে জিনিষটা চলে আসছে যেটাকে আমরা transfar of land বলি না কিন্তু সাফ কাওলায় agreement করে অনেক জমি রাখা হচ্ছে, সেই সব আমরা কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব ; এই যে মহাজন বা বৎসরের পর বৎসর লোন দিচ্ছেন, সেটা written কি un-written হউক, সেটাকে আমরা কি দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখব ? সেটা আমাদের সরকারের চিন্তা করতে হবে। Dhebar Commission ও তার report এ সব ব্যবস্থা রেখে গেছেন। আমরা সেই সব ঋণগুলিকে Void করব কিনা সেই সম্বন্ধেও আমাদের চিন্তা করতে হবে। তার সাথে সাথে আমি একথা বলব, যে ত্রিপুরার উপজাতীয়দের বর্তমানে যে সব সমস্যা আছে যেমন শিক্ষার সমস্যা জমির সমস্যা এগুলির সমাধানের দিকে নজর দিতে হবে। মহাজনদের হাতে যে তারা শোষিত হচ্ছে সেই সমস্যাকে আমরা বিচার করতে গেলে আমাদের প্রথম দুটো জিনিষ করা যায়। আমরা 5th Schedule না এনেও দুটো জিনিস আমরা করতে পারি। যেখানে Dhebar Commission পরিষ্কার ভাবে লিখে গেছেন সেটা হচ্ছে Protection to the Tribal এবং তাহা আমরা Legislation মারফতে করতে পারি। At the same time অন্ধ্রে যে রকম Cooperative financial cooperation করেছেন সেই ভাবে এখানে আমরা যদি Cooperation করে আমরা যদি ealier course এ টাকা দিতে পারি, সাহায্য করতে পারি তাদের জমি যদি Coopera-

tive এর কাছে Mortgage রেখে তাদের টাকা দয়ে সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে এই যে মহাজনের যে শোষণ সেই শাষণ থেকে তাদের রক্ষা করা যাবে, নতুবা বক্ষা করা যাবেনা। সেই মহাজনদের হাত থেকে যদি আমরা তাদের বক্ষা করতে না পারি তাহলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে বিক্ষোভ এবং সেই বিক্ষোভ একদিন আমাদের ইতিহাসের পাতায় অন্যভাবে লিখিত হতে পারে। তাই আমি আজকে এই আবেদন করব যদি আমরা তাদের জমি হস্তান্তবের ব্যাপারে আজকে আব একটা class এই উপজাতাদের মধ্যে তারা হল richer class সেই class কি করছে, গরীব উপজাতীর জমি অল্প দামে কিনে নিচ্ছে যেহেতু সে তার জমি without permision of the DM & collector হস্তান্তর করাত পারছেনা। তাই সে অল্পদামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। তা থেকে উপজাতাদের বক্ষা করতে হবে। তা না হলে একটা বিরাট সংখ্যক উপজাতী শ্রেণী সর্বহারা হয়ে যাবে। তার জন্যই আবেদন করছি যে এই প্রস্তাবে যেখানে তিনি Tribal Land Mortgage Bank করতে বলেছেন সেখানে আমি মনে করি Dhebar Comission এর সুপারিশ অনুযায়ী Cooperative financial Corporation করে তাদের খুব easier wayতে সাহায্য করা, যাতে কোন অবস্থাতেই তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে না পারে। তাদের সম্পত্তি থেকে তারা বঞ্চিত হতে না পারে, ঋণ যখন চাইবে তখন অল্প সময়ের মধ্যে তারা ঋণ পেতে পারে এবং তারা যাতে মহাজনদের দ্বারা লাঞ্ছিত না হয় এই profection এর ব্যবস্থা যাতে সরকার করেন, এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker — Any other member wanting to participate in the discussion ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্মা মহাশয় আজ হাউসের মধ্যে যে প্রস্তাবটি এনেছেন তা অত্যন্ত গঠনমূলক সেজন্য আমি প্রস্তাবককে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু একটি কথাই বলতে হয় হাউসে যত ভাল প্রস্তাবই আসুক আমি বিশ্বাস করি না যে এই প্রস্তাবটি পাশ হবে, যদি পাশও হয় তবে কার্য্যকরী যে হবে সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনা। কারণ যদি Ruling Party উপজাতাদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার সদিচ্ছা থাকত তাহলে বহু পূর্ব্বেই তাদের বক্ষা করতে পারত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই প্রচেষ্টা নাই। অনেক সময় বলা হয় আইন তো আছে। এভাবে আইনের দোহাই দিয়ে শেষ করা হয়। গতবার এই হাউসের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, আমি শুধু একটা গ্রামের ঠিকানা দিয়াছিলাম যে ঘোলাঘাটির ৮০টি পরিবার, Tribal পরিবার ১ লক্ষ টাকা দাদনে নিতে হয়েছে। . এটা একটা ক্ষুদ্র গ্রামের কথা কিন্তু সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এই একই অবস্থা। এই যে শোষণ চলছে তার থেকে রক্ষা করবার কোন গঠন মূলক ব্যবস্থা সরকারের নাই। কাজেই প্রস্তাবটি ভাল Constructive, কিন্তু আজ এটা যদি এই হাউসে পাশ ও হয়, সরকার এটাকে কার্য্যকরী করবে না। করার মত কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাইনা। কাজেই একটা কথা বলতে হয়—কথা আছে "চোরে না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী" যাদের এটা করার ইচ্ছা নাই অর্থাৎ এই সমাজকে যত তারা তাড়ি ধ্বংসের পথে ঠেলে নেওয়া যায়, তারা তাই কাম্য মনে করে তাদের কাছে এ প্রস্তাব একটা প্রহশনের মত। এখানে আমরা অনেক ভাল ভাল কথা তাদের বক্তৃতায় শুনি কিন্তু কথাই যত, কাজের বেলায়

কিছুই নয় এই ভাবে উপজাতীয় জনসাধারণকে বুঝান যে তোমাদের জন্য এই প্রস্তাব করেছি প্রস্তাব পাশ হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যদি এটা আনা হয়ে থাকে তবে তা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আজ যদি এটা করা হত—আমি ধেবর কমিশনের রিপোর্টে মধ্যে পাচ্ছিনা তা হলে অনেক কিছু করা যেত। সরকার এটা করে উপজাতীয়দের মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করবে এমন কোন লক্ষণ বা উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে দুটো প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছিল, তার মধ্যে গতকাল ও একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল এখানে। প্রস্তাবগুলি খুবই ভাল প্রস্তাব। মেম্বার উৎসাহিত হয়ে প্রস্তাব আনেন কিন্তু সেই প্রস্তাব হাউসের মধ্যে পাশ হয় না, কাজেই উনারা প্রস্তাব আনার পর আর হাউসে উপস্থিত থাকেননা। কাজেই আমি একথা বলতে পারি এ প্রস্তাবের ভাগ্যেও এই ঘটবে। হয়ত মিনিষ্টার মহোদয় দাঁড়িয়ে উত্তর দিবেন যে আমি এটা করেছি সেটা করেছি, আরও অনেক কিছু করা হবে, এমন করতে করতে প্রস্তাবটার সমাধি রচিত হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের যে বেদনা তাদের যে দুঃখ, সমস্ত সমাজ আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এই সম্পর্কে রক্ষা না করে শুধু মিষ্টি কথা শুনিয়ে যে কি লাভ আমি বুঝিনা। এই সরকার যে কিছু কার্যকরী করবেন আমি এটা আশা করতে পারিনা। শেষ পর্যন্ত মিনিষ্টার mover of the Resolutionকে বলবেন প্রস্তাবটা প্রত্যাহার করে নিতে এবং তিনিও তা প্রত্যাহার করে নিবেন। তবে মাঝখান থেকে কিছুটা আলোচনা হয় হাউসের মধ্যে এটাই লাভ। কাজেই মোটা মুটি ভাবে এই প্রস্তাবটা সমর্থন করছি।

(Interruption)

প্রস্তাবটি তো আগে থেকেই সমর্থন করেছি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু এটা পাশ করা হবেনা, এটা অত্যন্ত দুঃখের। তবু এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাই এবং mover of the motion আজ যে উপজাতিদের দিকে নজর রেখে এই রকম একটা প্রস্তাব হাউসের মধ্যে এনেছেন তারজন্য উনাকে প্রশংসা জানাই। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ganashyam Dewan :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মনোমোহন বাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তা সময়োপযোগী ও সুন্দর প্রস্তাব। ত্রিপুরার কৃষকদের প্রধান সমস্যাই হল অর্থ নৈতিক সমস্যা। একটা Land mortgage Bank খুলে কৃষকদের অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা থাকলে এই সমস্যার একটা সুরাহা হবে বলে আমি মনে করি। সাব-ডিভিসনগুলিতে যে সব কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে এবং তার গঠনপ্রণালী যেরূপ তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দেবার কোন ব্যবস্থা নেই এবং তা করতে গেলেও অনেক সময় সাপেক্ষ। মাননীয় প্রমোদ বাবু এ বিষয়ে বলেছেন। ত্রিপুরার উপজাতীয়রা আজ যে রকম অর্থ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তাদের রক্ষা করতে হলে এ রকম একটা ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিতান্ত প্রয়োজন আছে। এই ব্যাঙ্ক দ্বারা শুধু যে সুদখোর মহাজনদের হাত থেকেই রক্ষা করা যাবে তা নয়, দরিদ্র উপজাতীরা তাদের কিছু জমি Mortgage দিয়ে ঋণ নিয়ে কৃষির কাজে

লাগাতে পারবে এবং তাদের জমিও রক্ষা পাবে। আজকে ত্রিপুরা সরকার উপজাতি ভূমিহীনদের পুনর্বাসন কাজে যে ভাবে এগিয়ে আসছেন তাতে ঐ রকম একটা Bank যদি খোলা যায় তবে উপজাতি ভূমিহীনদের পুনর্বাসন কাজ ত্বরান্বিত হবে ও সরকারের কাজেও সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি।

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন দেববর্মা মহাশয়, তিনি তার প্রস্তাবে আদিবাসীদের কল্যাণের একটা দিক তুলে ধরেছেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, উপজাতীয় গরীব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য একটা সমাধানের নির্দেশ এখানে দিয়েছেন। সেই প্রস্তাব আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য কতকগুলি সমালোচনা করেছেন, অবশ্য যিনি করেছিলেন তিনি এখন হাউসে নাই। তার উত্তর আমি দিব।

তিনি বলেছেন যে এই সরকারের নাকি এই সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা নেই। একথা সত্য পার্লামেন্ট Tripura Land Revenue ও Land Reform Act যেটা পাশ করেছেন সেটা অনেক ভেবে চিন্তেই করেছেন যাতে আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষিত হয়। তারা যাতে যথেচ্ছাভাবে জমি বিক্রী না করতে পারে, মহাজনেরা যাতে নিজের স্বার্থের জন্য তাদের ঠকাতে না পারে এই সব দেখার জন্য District Magistrate এর Permission ছাড়া কোন জমি হস্তান্তর করতে দেওয়া হয় না। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে বাচার জন্য Bombay Money Lenders' Act করা হয়েছে যাতে অজ্ঞাতভাবে কোন মহাজন সুদ নিয়ে তাদের কোন স্বার্থ বিরোধী কাজ না করতে পারে। যদি তা করে, অভিযোগ করলে তার প্রতিকার আছে। সরকার যখনই কোন কাজ করে আইনের মধ্যে তা লিপিবদ্ধ করে আইনের মধ্যে হয়ত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কারণ তখনকার মানুষের যে বুদ্ধি, বিবেচনা বা জ্ঞান তাই দিয়ে আইন রচনা করা হয়। যদি দেখা যায় সেখানে কোন ত্রুটী থাকে তবে পরবর্তী পর্যায়ে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোন প্রচেষ্টা নাই বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার মধ্যে সত্য নিহিত নেই। অবশ্য এর দ্বারা সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। Licence বিহীন মহাজনদের নিকট হতে যদি কেউ টাকা নিয়ে সুদ দেয় আর তা কোর্টে নালিশ করে তবে তার বিচার হবে। যাদের বিদ্যাবুদ্ধি নেই- তাদের তরফ থেকে তাদের যে নেতা তাদেরই এই সমস্ত কাজে এগিয়ে এসে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিৎ। যে সব আদিবাসীর মোকদ্দমা করার ক্ষমতা নাই তাদের নিকট দলিল পত্রাদি থাকে তবে সরকার থেকেও তাদের মোকদ্দমার খরচ চালানোর ব্যবস্থা আছে। কাজেই সরকার থেকে কোন প্রচেষ্টা নাই এ কথা বলার অর্থ ই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আইন সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল নহেন নেতাদের কাজ সেই সম্পর্কে তাদের উপদেশ দেওয়াও সতর্ক করা। বিশেষ করে আদিবাসীদের সেই সম্পর্কে চেতনা সম্পন্ন করে তোলা। আদিবাসীদের যদি আইন সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকে তবে আইন থাকা ও না থাকা একই কথা। যদি এক মণ ধানের জায়গায় কাউকে ২ মণ ধান দিতে হয় তার জন্য আঞ্চলিক প্রধান আছেন তারা এর বিহিত করতে পারেন। সরল আদিবাসীদের রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন কিন্তু সামাজিক দিকে তাদের কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই দিক দিয়ে কেউ চেষ্টা করছেন না। কোন গঠনমূলক কাজ না করে ধ্বংসাত্মক কাজে প্ররোচিত করা হচ্ছে। আজ এত অর্থ ব্যয় করার পরও সমস্যাটা সমস্যাই রয়ে যাচ্ছে, তার কারণ হল আদিবাসীরা সরল। তাদের স্মৃতিশক্তি শিশুর মত, যারা জমিয়া তাদের অধিক খাদ্য ফলানোর দিকে নজর দিতে না বলে তাদের শুধু ধ্বংসাত্মক কাজে উস্কানী দেওয়া হয়। যারা সরল আদিবাসী তাদের কাছ থেকেই অর্থ বেশী সংগৃহীত করা হচ্ছে। আদিবাসীদের সরলতার সুযোগ নিয়ে এক ধরণের লোক তাদের বিপথগামী করছে। এই বিপথগামী হবার জন্যই আজকে যতটুকু অগ্রগতি তারা করতে পারত তার থেকে বিপথগামী হচ্ছে। আজকে আদিবাসীকে উন্নত করবার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দৃষ্টিকে সুদৃঢ় করেলা তো বিরোধীদলের কোন কোন সদস্যদের কার্যকলাপ এমন যাকে রচনাত্মক বলা চলেনা সেটা ধ্বংসাত্মক যার ফলে আদিবাসীদের দারিদ্র্যতা দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। ছানন্তও মিজো অঞ্চলে যারা জুম করে, ধান কাটার সময় তাদের ধান জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়। ধানের বিনিময়ে অর্থ দিতে হয়েছে আর না হয় প্রাণে মারবে বলে ভয় দেখিয়েছে। শুধু আইন করলে কিছুই হবেনা যদি সং আইনদ্বারা সরল আদিবাসীরা লাভবান না হয়। সরকার তার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র ভারতের ন্যায় ত্রিপুরাতে আদিবাসী কল্যাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেছেন এর মধ্যে কোন কারচুপি নেই। সরকার সুবিধা করে দেবে কিন্তু জনগণের যে Conrtibution তারাও সেটা দেবে তা হলেই পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হবে। এই যে পুনঃবাসনের কাজ করা হচ্ছে, তাতে অনেকেই বলছে যে এ কাজটা বৎসরের পর বৎসর না লাগিয়ে একবারে করা যায় কিনা। কিন্তু অর্থ সাহায্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে আসে, এরূপ বিরাট পরিমাণ অর্থ এক সঙ্গে দিবার বিপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার মত পোষণ করেছেন। আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা বা আকাঙ্খা কারো কম নয় কিন্তু তাদের বন্ধু সেজে অনেকে যারা তাদের সঙ্গে মিশবে তারা উপকারের চেয়ে অপকারেই বেশী করছে। ধ্বংসাত্মক কাজের দিকেই তাদের মনকে বেশী ঠেলে দিচ্ছে।

বন্ধুগণ এবারে আমি প্রস্তাবের ভিতরে আসছি। আমার বন্ধুবর শ্রীমনোমোহন বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন দ্বিমত নেই। আদিবাসীরা এখন কোন loan নিতে গেলে নানারকম প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয় যার জন্য টাকা পেতে দেরী হয়। এখন দেখতে হবে কি করলে তারা শীঘ্র টাকা পেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে টাকা নেওয়া হচ্ছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরকারী হিসাবে আমরা যদি দেখি তবে দেখব যে সরকার থেকে যে টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে, তা পরিশোধের কোন হিসাব নেই, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ ঠিক মত হচ্ছেনা।

একটা কথা হচ্ছে যে, সরকারের কাছ থেকে যারা ঋণ গ্রহণ করে, যে কোন কারণেই হউক টাকাটা ফেরৎ পেতে দেরী হচ্ছে। এর একটা কারণ হয়ত বা সরকারী কর্মচারীদের কিছুটা অবহেলার জন্যেও এর আর একটা কারণ হচ্ছে যারা ঋণ নিচ্ছেন তারা এই মনে করেন যে সরকারী ঋণ পরিশোধ করতে হবেনা। যদি বা পরিশোধ করতেই হয় তা হলে সরকার তার

বিরুদ্ধে কেইস করে কিস্তি করে ঠিক। কাজেই প্রতি বছর বাজেট আলোচনার সময় আমরা দেখতে পাই যে ঋণ আদায়ের পরিমাণ অতি সামান্য। যখনই দেখা যায় যে, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে তখন সেই ঋণের পরিমান আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ঋণ আদায় হয় না।

কাজেই এটাও দেখতে হবে যে, ঋণ নেওয়ার যখন সুযোগ হবে, তখন তা পরিশোধ ও করতে হবে সময় মত। ফিগারটি ঠিক আমার মনে নেই, বিভিন্ন খাতে, দাদন ঋণ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি বাবত প্রায় কয়েক কোটি টাকা হবে। কিন্তু আজ এই অর্থগুলো যদি সময় মতো পরিশোধ করা হতো তা হলে আরও অধিক লোককে ঋণ দেওয়া যেতো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সময় মত সেই ঋণ পরিশোধ করা হয় না। এখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যদি কেইস করে আদায় করতে হয় তা হ'লে স্বাভাবিক ভাবেই টাকা আদায় বিলম্ব ঘটবে। বর্ত্তমানে কত প্রকারের লোন পাওয়ার সুযোগ আছে তা ও দেখতে হবে। একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারেল এবং লোন। প্রতি বছরই এই লোন সমপরিমানে ট্রাইবেল ননট্রাইবেলদের দেওয়া হয়ে থাকে। এই খাতে প্রতিবছরই ২।৪ লাখ টাকা করে বাজেটে ধরা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে সেই অর্থের পরিমান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া আর একটা দাদন লোন আছে সেটা বিশেষভাবে ট্রাইবেলদের দেওয়া হয়। এছাড়া ত্রিপুরাতে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে। সেখান থেকে স্বল্প মেয়াদী এবং মধ্যম মেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা যায়। এর জন্যে মটগেজ দিতে হবে। যদি মহাজনের কাছে মটগেজ দেওয়া যায় তাহলে কোঅপরাটিভ ব্যাঙ্কের কাছেও মর্টগেজ দেওয়া যেতে পারে।

কাজেই সমস্যাটি হচ্ছে, কাজের মধ্যে যদি কোন অসুবিধা থেকে থাকে সেগুলোকে কি ভাবে বিদূরিত করা যায়। আজকে যদি আর একটি ব্যাঙ্ক থাকতো, তাহলে সে ক্ষেত্রেও সম পরিমান অসুবিধাই দাড়াতে, সমস্যাটি নতুন ব্যাঙ্ক তৈরী করা নয়। সমস্যাটি হচ্ছে কিভাবে দ্রুততর টাকা দেওয়া যায়। আপনাকে যদি ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ টাকা দিয়ে ফেরৎ দেওয়া হয় সময় মতো তাহলে আগামীতে সেই ব্যাঙ্কই তাকে ১০০৲ টাকা ঋণ দেবে এবং সময় মতো পরিশোধ করলে সে আরো বেশী টাকা ঋণ নিতে পারে। এবং এই ঋণের পরিমান কম। এছাড়া আগরতলা যাওয়া আসার ও একটি অসুবিধা আছে।

তাছাড়া ও আর একটি ব্যাঙ্ক আছে সেটাকে বলা হয় ত্রিপুরা ষ্টেট্ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক। সেখান থেকেও ত্রিপুরা আদিবাসী অনাদিবাসী সকলেই ঋণ দিতে পারে। তাদের ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিয়ে তারা লংটাইম ঋণ ও দিতে পারে। পূর্ব্বের ঋণটা হল কৃষি কাজের জন্যে এবং পরিবৃদ্ধি হল ল্যাণ্ডের ডেভেলপমেন্ট; নতুন জমি খরিদ বা পুরানো যে ঋণ সেটা পরিশোধ করার জন্যে।

কাজেই যে কয়েকটা ব্যাঙ্ক আছে সেগুলো থেকে সকলেই ঋণ দিতে পারে। তবে বর্ত্তমানে কাজের কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তার একটা হচ্ছে ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটের ব্যাপারে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট চালু আছে সে অনুসারে তারা তা দিতে পারেন না। তবে এ অসুবিধাটা কি করে বিদূরিত করা যায় তার জন্যে একটি আলাপ আলোচনা চলছে। এ নিয়ে গত কয়েকদিনে ও প্রশ্নোত্তরের সময় বলা হয়েছে। এর একটা

সমাধান ও খুজে পাওয়া গেছে। সেই সমাধানটা কতটুকু কার্যাকরী হবে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আমাদের এক্‌জিষ্টিং যে মেশিনারী গুলো আছে, সেগুলোকে যদি আরো দক্ষতার সহিত চালনা করা যায় তা'হলে সমস্যার একটা সমাধান হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আলাদা করে আর একটা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক খুললে পর সেই সমস্যার সমাধান হবে কিনা? কারণ ব্যাঙ্ক খোলার সাথে সাথে যে সব নিয়ম কানুন পূর্ব্বেকার ব্যাঙ্কের বেলায় প্রযোজ্য সেগুলোও চালু করতে হবে। এখন ব্যাঙ্ক যে ঋণ দেবে এবং যারা গ্রহণ করবে তাদিগকে সাফিসিয়ান্ট সম্পত্তি মর্টগেজ রাখতে হবে। আর সাফিসিয়ান্ট সম্পত্তি যদি মর্টগেজ না রাখেন তা'হলে সরকারকে সে দায়িত্ব বহন করতে হবে। কাজেই যারা সাফিসিয়ান্ট ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিতে পারছেন তারা বর্ত্তমান ব্যাঙ্ক থেকেও ঋণ গ্রহণ করছেন। কাজেই আলাদা করে যদি একটা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক কেবল মাত্র ট্রাইবেলদের জন্যে করা হয়, তাহলেও ট্রাইবেলদের সাফিসিয়ান্ট ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিয়ে ঋণ নিতে হবে এবং যদি সাফিসিয়ান্ট ল্যাণ্ড মর্টগেজ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে ট্রাইবেলরা ও ঋণ পাবে না।

কাজেই আজকে যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক আছে তার থেকেই ট্রাইবেলরা টাকা ধার নিতে পারেন। আর তারা যদি ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিতে না পারেন তাহলে নতুন করে তাদের জন্য ব্যাঙ্ক করলেও সমস্যাটা একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে। কাজেই আসল যে সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে, উপযুক্ত পরিমাণে তারা ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিতে পারছে না। নতুন করে যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে, কেউবা ৫০০৲ টাকা কেউবা ... টাকা করে সরকার থেকে ঋণ পেয়েছেন। তারাই কেবল ১০ বৎসর যাবত ল্যাণ্ড মর্টগেজ দিতে পারছেন না। যে টাকা তারা সরকার থেকে পেয়েছে সেই টাকা দিয়েই তারা তাদের জমির ডেভেলপমেন্ট করতে পারে। তারা যদি পুনরায় ঋণ চায়, তাদের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক আর সাহায্য করতে পারছে না। কাজেই তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র দাদন লোন ছাড়া আর কোন সহজ পন্থা নেই। আর একটা কাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে অন্ধ্র প্রদেশের মতো একটা কর্পোরেশন করা। সেই কর্পোরেশনেরও নিয়ম কানুনগুলো আরও সহজতর করা যেতে পারবে বলে আমার মনে হয়। স্বাভাবিকভাবে যে সব কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত। সেই আইন কানুনের বাইরে তারা একচুলও নড়তে পারবেন না। অবশ্য আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যদি এখন হাউসে থাকতেন তাহলে বলতেন যে, প্রস্তাব গ্রহণ করা না করা সরকারের ইচ্ছা। যদি সত্যি কোন প্রস্তাব অযৌক্তিক না হয় তাহলে সরকার অবশ্যই তা গ্রহণ করবেন। দেখতে হবে যে প্রস্তাব গ্রহণে সমস্যার সমাধান হয় কিনা। আমার বিশ্বাস যে সমস্যাটা তুলে ধরতে পেরেছি। কাজেই ট্রাইবেলদের জন্যে আর একটা ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক করলেই আজকে সমস্যার সমাধান হবে না। বিকল্প একটা কিছু করতে হবে। সেই বিকল্প হিসাবে একটা করপোরেশন করা যায় কিনা সরকার সেটা ভাবছেন।

এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই, মাননীয় সদস্য যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন তিনি সমস্যাটা ঠিক ঠিক ভাবেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবানুযায়ী

ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক করলেও যদি সমস্যাটা সমস্যাই থেকে যায় তাহলে এতে কোন ফল হবে না। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে দাদন দেওয়াটা আরও সহজতর করা যায় কিনা। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৬৯-৭০ সালে দাদন লোনের জন্য আরও ২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তা হ'লে অনেকগুলি কাজ করা সম্ভবপর হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন তার প্রস্তাবটা তুলে নেন। সরকার সহানুভূতির সঙ্গে এই সমস্যাটার সমাধানের চেষ্টা করছেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Shri Monmohan Deb Barma—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

Mr. Speaker— The leave of the House is necessary to withdraw this resolution. Now the question before the House is the withdrawal of the resolution moved by Shri Monmohan Deb Barma be granted. As many as are of that opinion will please say "Ayes" voice— 'Ayes". As many as are of contrary opinion will please say "Noes" No voice. I think "Ayes" have it, "Ayes" have it, "Ayes" have it. The leave is granted. The resolution is withdrawn with the leave of the House. The House stands adjourned till. 11 A. M. on wednesday, the 5th February. 1969

PAPERS LAID ON THE TABLE
STARRED QUESTION NO. 351.
By Shri Bidhya Chandra Beb Barma

Appendix—A

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় অনেক মালিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা সময় মত জমা দেন না এমন অভিযোগ সরকার পাইয়াছেন কি, পাইয়া থাকিলে ঐ মালিকদের নাম।

২) মোট কয়টি ক্ষেত্রে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সরকার রিপোর্ট পাইয়াছেন।

৩) ঐ টাকা যাহাতে শ্রমিক কর্মচারী পাইতে পারেন তাহার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

৪। আদালতে কোন মামলা দায়ের করা হইয়া থাকিলে তাহার ফলাফল।

উত্তর

১) হাঁ, সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে দ্রষ্টব্য।

২) ১৬।

৩) (ক) প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা আদায়ের জন্য দেনাদার চা-বাগানগুলির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস করা হইয়াছে।

(খ) দেনাদার চা-বাগানগুলির বিরুদ্ধে ১৯৫২ইং সনের কর্মচারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের বিধান ভঙ্গের অপরাধে আইন অনুযায়ী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

৪) কৈলাসহর মহকুমা কোর্টে ৫টি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত মালিক পক্ষ দণ্ডিত হইয়াছে। সদর কোর্টে ১৫টি মোকদ্দমা বাতিল করা হইয়াছে, কিন্তু উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইতেছে।

STATEMENT
(ITEM NO. 1 OF STARRED QUESTION NO. 351.)

১। হরেন্দ্র নগর চা-বাগান।
২। বিনোদিনী চা-বাগান।
৩। দুর্গাবাড়ী চা-বাগান।
৪। মোহনপুর চা-বাগান।
৫। কালাছড়া চা-বাগান।
৬। সোনাছড়া চা-বাগান।
৭। ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগান।
৮। বককুং চা-বাগান।
৯। পাটিংছড়া চা-বাগান।
১০। কল্যাণপুর চা-বাগান।
১১। খোয়াই চা-বাগান।
১২। লুধুয়া চা-বাগান।
১৩। লালাগড় চা-বাগান।
১৪। কৃষ্ণপুর চা-বাগান।
১৫। মালাবতী চা-বাগান।
১৬। সরলা চা-বাগান।

STARRED QUESTION NO. 352.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১। সময় মত বোনাস দেয় নাই, এমন চা-বাগান কোম্পানীগুলির নাম।

২। সরকার কি ঐ সকল মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন।

৩। যদি মামলা দায়ের করিয়া থাকেন, তবে ঐ টাকা আদায়ের জন্য কিভাবে মালিকদের বাধ্য করা হইতেছে।

উত্তর

১। (ক) শোভা চা-বাগান।
(খ) রাংরুং চা-বাগান।
(গ) সরোজিনী চা-বাগান।
(ঘ) জগন্নাথপুর চা-বাগান।
(ঙ) খোয়াই চা-বাগান।
(চ) গারদ টিলা চা-বাগান।
(ছ) দারংটিলা চা-বাগান।
(জ) হরেন্দ্র নগর চা-বাগান।
(ঝ) দুর্গাবাড়ী চা-বাগান।
(ঞ) বিনোদিনী চা-বাগান।
(ট) কল্যাণপুর চা-বাগান।

২। হাঁ;

৩। মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে

STARRED QUESTION NO. 397.
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৬৮ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসে কৈলাসহরের করমছড়া এবং অমরপুরের রাইমাতে গো-মড়কে কত গরু বাছুর মারা গিয়াছে ;	১) কৈলাশহরের করমছড়ায় ও অমরপুরের রাইমায় গত অক্টোবর ও নভেম্বরে গো-মড়কে যথাক্রমে ২টি ও ৪২টি গরু বাছুর মারা গিয়েছে।
২) এই দুইটি এলাকা হইতে পশু চিকিৎসালয় কতমাইল দূরে :	২) করমছড়ার কেন্দ্র স্থলেই একটি পশু চিকিৎসালয় আছে এবং রাইমা হইতে ১২—১৩ মাইল দূরে দুইটি পশু চিকিৎসালয় আছে।
৩) এই এলাকায় গো-মড়কের হাত হইতে গরু বাছুর রক্ষা করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ;	৩) করমছড়া পশু চিকিৎসালয়ের কর্মচারী এবং রাইমার নিকটবর্তী পশু-চিকিৎসালয়ের কর্মচারী কর্তৃক রোগাক্রান্ত গবাদি পশুকে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করিয়াছিলেন। রোগের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটায় কৈলাশহর, আগরতলা ও অমরপুর হইতেও উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ ও চিকিৎসকবৃন্দ উক্তস্থলে প্রেরণ করা হইয়াছিল।
৪) সরকার প্রত্যেক টি, ডি ব্লকে কমপক্ষে একটি পশু চিকিৎসালয় (Veterinary Dispensary) স্থাপন করিবেন কি?	৪) বর্ত্তমানে প্রত্যেক টি, ডি ব্লকে কমপক্ষে একটি করিয়া পশু চিকিৎসালয় আছে। সুতরাং টি, ডি, ব্লকে নূতন কোন পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার প্রয়োজন বিবেচনা করা যায় না।

STARRED QUESTION NO. 420.

By Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

১। ১৯৬৭—৬৮ ইং সনে আদিবাসীদের দাদন ও খয়রাতি সাহায্য কোন সাব-ডিভিশনে কত পরিবারকে করা হইয়াছে ?

২। এইসব দাদন ও খয়রাতি সাহায্যের নামের লিষ্ট কাহারা তৈয়ার করেন এবং কাহার উপস্থিতিতে টাকা বিলি করা হয় ?

উত্তর

ক্রমিক নং		সাব-ডিভিসনের নাম	দাদনপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	খয়রাতি পরিবারের	সাহায্য প্রাপ্ত সংখ্যা
১।	ধর্মনগর	—	৩৭২	—	৯৫
২।	কৈলাসহর	—	২৮৫	—	২০০
৩।	কমলপুর		২১৪	—	১৬
৪।	খোয়াই	—	২৩৮৮	—	১৪৭২
৫।	সদর	—	৬৫১	—	১০০৩
৬।	সোনামুড়া	—	৪০	...	৪১১
৭।	উদয়পুর	—	২৫৬	—	১০০
৮।	অমরপুর	—	[illegible]	—	১০৫
৯।	বিলোনীয়া	—	৫৫১	—	৫৪০
১০।	সাব্রুম	—	১২০	—	৭৫

২। সাধারণতঃ বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে কর্মরত এস. ডি, ও, এস,টি,ও, বি,ডি,ও; এসিঃ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার অফিসার ও সার্কেল অফিসারগণ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর ও এ রাজ্যে বিভিন্ন সংস্থার কার্যে নিযুক্ত সেবক বা কর্মচারীগণের সাহায্যে এবং গ্রাম্য দলপতি ও গ্রাম প্রধানগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দাদন লোন ও খয়রাতি সাহায্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত দাদন ও খয়রাতি সাহায্যের টাকা দায়িত্বসম্পন্ন সরকারী কর্মচারী দ্বারা বিলি করান হয়। কোন কোন সময় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের সাক্ষাতেও উক্ত টাকা বিলি করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 537.

By Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

1. Total number of persons died with the attack of Ccholera in the month of October, November and in December, 1967 and in the same months in 1968 in Tripura.

ANSWER

1. Number of deaths from cholera & Gestro-enteritis in Tripura is as follows :—

		October	November	December
1967	Cholera	Nil	Nil	Nil
	Gestro-enteritis	Nil	Nil	1
1968	Cholera	Nil	Nil	1
	Gestro-enteritis	Nil	22	67

STARRED QUESTION NO. 626.

By Shri J. K. Majumder.

প্রশ্ন

(ক) উপজাতি কল্যাণ (T.W.) বিভাগ হইতে জিরানিয়া ব্লক এলাকায় ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ তিনটি আর্থিক বৎসরে কতটি রিং ওয়েল (R. C. C. Well) করা হইয়াছে ?

(খ) "ক" এর উত্তর যদি "না" হইয়া থাকে তবে উক্ত তিনটি আর্থিক বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত ব্লক এলাকায় উল্লিখিত বিভাগ হইতে কোন R.C.C. well করা হইয়াছিল কি ?

(গ) "খ" এর উত্তর যদি "হাঁ" হইয়া থাকে তবে ঐ গুলোর সংখ্যা কত ?

(ঘ) "ক" ও "খ" এর উত্তর যদি "না" হইয়া থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

(ঙ) ১৯৬৮-৬৯ এই আর্থিক বৎসরে উল্লেখিত ব্লক এলাকায় অন্ততঃ ৭টি R.C.C. well, T. W. Section হইতে করা যাইতে পারে ?

উত্তর

(ক) ১৯৬৫-৬৬ আর্থিক বৎসরে জিরানিয়া ব্লক এলাকায় উপজাতি কল্যাণ প্রকল্প হইতে ৩ (তিনটি) রিং ওয়েল (R.C.C. well) করা হইয়াছে। ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ আর্থিক বৎসরে কোন রিংওয়েল উক্ত প্রকল্পে জিরানীয়া ব্লক হইতে করা হয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

(গ) ১৯৬৫-৬৬ ইং সালের পূর্ব্বে কোন রিং ওয়েল তৈয়ার করা হয় নাই।

(ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

(ঙ) ১৯৬৮-৬৯ আর্থিক বৎসরে সম্ভব নহে।

STARRED QUESTION NO. 635.

By Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

1. Whether the landless Agriculturists of Kachucherra mouja of Kamalpur sub-division have been given rehabilitation ?
2. Whether the above landless Agriculturists have applied for rehabilitation ?
3. What are the reasons for not giving the rehabilitation assistance ?

ANSWER

1. No.
2. Yes.
3. The applications of the landless Agriculturists being under enquiry, no rehabilitation assistance has yet been given to them.

STARRED QUESTION NO. 652

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ ইং সনে খোয়াই বিভাগে কতজন জুমিয়া ও ভূমিহীনকে লোন দেওয়া হইয়াছে ?

২। ইহা কি সত্য যে এই লোন কল্যাণপুরের ধনঞ্জয় সিংহের মারফতে দেওয়া হইয়াছে।

৩। ইহা কি সত্য যে ধনঞ্জয় সিংহের মারফত ব্যতীত কাহাকেও লোন দেওয়া হয় নাই।

১। ১৯৬৮ ইং সনে খোয়াই বিভাগে জুমিয়া বা ভূমিহীন তপশীল এবং ভূমিহীন উপজাতিকে কোন লোন দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩ প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 664
By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত তিন বৎসর যাবত মহারাজগঞ্জ বাজারের ইজারা কোন প্রকার ডাকে তোলা হইতেছে না ;

২। আগরতলা পৌর সভার কর্তৃপক্ষ বিনা ডাকেই মহারাজগঞ্জ বাজারের কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বাজারের ইজারাদার নিযুক্ত করিতেছে।

৩। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, সরকার ইহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। সত্য নহে।

৩। উপরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

STARRED QUESTION NO. 671.
By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

প্রশ্ন

১। আজ প্রায় এক বৎসর গত হয় অম্পিনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলার জন্য ঔষধ, যন্ত্রপাতি সাইনবোর্ড পর্য্যন্ত দেওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহা খোলা হয় নাই কেন ?

২। যদি খোলা প্রয়োজন মনে করেন তবে তাহা কবে পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে।

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত সর্বক্ষণের জন্য যদিও কোন পরিবার পরিকল্পনা কর্মীকে তথায় দেওয়া সম্ভব হয় নাই, অন্যান্য বেশীরভাগ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ন্যায় এ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার ও ইচ্ছুক দম্পতিদের জন্য নিয়ন্ত্রণের ঔষধ বা জিনিষপত্র সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত আছেন।

২। যদি লেডি ডাক্তার/LHV নিযুক্ত হয়।

STARRED QUESTION NO. 672.
By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

প্রশ্ন

(ক) অম্পিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীগণের এবং লেডি হেল্থ ভিজিটারের কোয়াটার নির্মাণের কাজ অদ্যাবধি শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

(খ) কোয়ার্টারের অভাবে উক্ত কর্মচারীরা দারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন বিধায় জনগণের সেবার কাজ অনেকটা বিঘ্নিত হইতেছে তা জানেন কি ?

(গ) যদি (ক) ও (খ) সত্য হয়, তবে কোন সময়ের মধ্যে উক্ত কাজগুলি শেষ হবে আশা করা যায় ?

উত্তর

(ক) সংবাদ অনুযায়ী কন্ট্রাক্টারের মন্থর গতিতে কার্য্য পরিচালনাই বিলম্বের কারণ।

(খ) কর্তৃপক্ষ অসুবিধাগুলি সম্পর্কে অবহিত আছে, যাহা হউক তাহারা বাড়ী ভাড়া ভাতা পাইবার অধিকারী।

(গ) আগামী ৬ মাসের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়।

STARRED QUESTION NO. 706.
By Shri Ghanashyam Dewan.

প্রশ্ন

১। ছামনু টি, ডি. বক চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত।

(ক) কোন গাঁও সভায় (কলোনীসহ) কত মাইল নূতন রাস্তা ও কয়টি পুল তৈয়ারী হইয়াছে এবং তাহাদের টাকার পরিমাণ।

(খ) কোন গাঁও সভায় (কলোনী সহ) কতটি নূতন রিং ওয়েল খনন ও টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে এবং তাহাদের টাকার পরিমাণ।

উত্তর

১। (ক) ও (খ)

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 707.
By Shri Ghanashyam Dewan.

প্রশ্ন

১। ছামনু টী, ডি, ব্লকের ক্ষেত্রীছড়া ট্রাইবেল কলোনী ও করমছড়া ট্রাইবেল কলোনী হইতে,

(ক) কত পরিবার লোক কলোনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ;

(খ) তাদের পরিত্যক্ত ভূমি বর্ত্তমানে কোন অবস্থায় আছে।

(গ) কোন বহিরাগত কলোনীগুলিতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে কি না ;

(ঘ) কেহ অনুপ্রবেশ করিয়া থাকিলে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

উত্তর

১। (ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
} তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO.327.

By Shri Bajuban Riyan.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া মহকুমায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ ইং পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীন আদিবাসী প্রজা Jumia Grant এর 1st Instalment পাইয়াছিল ও কতজন October, 1968 পর্য্যন্ত 2nd instalment পায় নাই ?

২) যাহারা 2nd instalment পায় নাই তাহাদিগকে আর্থিক বৎসরে দেওয়া যাইবে কি ?

উত্তর

১) ৭৮৫ জন আদিবাসী ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে ১৯৬৫ ইং হইতে ১৯৬৮ ইং পর্য্যন্ত 1st instalment Jumia Grant দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৫টি জুমিয়া পরিবার October, 1968 পর্য্যন্ত 2nd instalment পায় নাই।

২) উক্ত ৬৫টি জুমিয়া পরিবারের মধ্যে ১২টি জুমিয়া পরিবারের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মঞ্জুর হইয়াছে এবং আরও ২০টি পরিবারের প্রস্তাব এখনও তদন্তনাধীন আছে অর্থাৎ ৮৫টি পরিবারের মধ্যে ৩৬টি পরিবারকে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরেই 2nd instalment এর টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

UN-STARRED QUFSTION NO. 340

By Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১) গান্ধীগ্রাম পোল্ট্রী এণ্ড পিগারী ফার্ম হইতে ১৯৬৬-৬৭ ও ৬৭-৬৮ সালে কত (ক) মোরগ, (খ) ডিম, (গ) হাঁস, (ঘ) শুকর, এবং (ঙ) মাংস বিক্রয় হইয়াছে।

উত্তর

১) ১৯৬৬-৬৭ ও ১৯৬৭-৬৮ সালে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি গান্ধীগ্রাম পোল্ট্রী এবং পিগারী ফার্ম্ম হইতে বিক্রয় করা হইয়াছে—

দ্রব্যের নাম	বিক্রীত দ্রব্যের সংখ্যা ও সন ১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮
(ক) মোরগ	৭,০৯৮টি	১,৫৫০টি
(খ) ডিম	৫৫,৮৭৭টি	৬৫,৯২৮টি
(গ) হাঁস	৫০২টি	৪৩টি
(ঘ) শূকর	৭৩টি	৪০টি
(ঙ) মাংস	২,৮৬৩পাঃ বা ১,০৩১ কে,জি,	৩,০০৮ পাঃ বা ১,৩৬৮কে,জি,

২) এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় সংগঠন কি এবং উহার দর কি ভাবে নির্ধারিত হয়,

২) বস্তুত এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যের কোন প্রকার বিক্রয় সংগঠন নাই। কারণ সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ফার্মের মূল উদ্দেশ্য হইল এই রাজ্যবাসিগণকে উন্নত উপায়ে অল্প ব্যয়ে হাঁস মুরগী ইত্যাদি পালনে উৎসাহ দেওয়া এবং নিজদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলা এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে উৎপন্নদ্রব্যগুলি সমষ্টি উন্নয়ণ কার্য্য কারক এবং আগরতলায় অবস্থিত সমবায় বিপণি মারফতে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। বিক্রয় মূল্য সাধারণ ভাবে উৎপাদিত ব্যয় এবং বাজার দরের সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে নির্দ্ধারিত করা হইয়া থাকে।

৩) কোন সরকারী অফিসারের নিকট এই সকল দ্রব্যের মূল্য বাবদ কোন টাকা পাওনা আছে কিনা, পাওনা থাকিলে টাকার পরিমাণ ও অফিসারের নাম,

৩) হাঁ। নিম্নলিখিত অফিসারদের নিকট যে পরিমাণ টাকা পাওনা আছে তাহা দর্শান গেল

অফিসারের নাম	পাওনা টাকার পরিমাণ
ক) শ্রীবিশ্বেশ চন্দ্র সান্যাল।	৫১.৬১ পঃ
খ) শ্রীক্ষিতীন্দ্র মোহন বোস।	১০.৩৭ পঃ
গ) শ্রীঅবিনাশ ভৌমিক।	১১.৭৬ পঃ
ঘ) শ্রীনাথ ব দেববর্মা।	২১.৩৮ পঃ
ঙ) শ্রীরাম প্রসাদ সেন।	১০৮.৪৫ পঃ
চ) শ্রীএস সি, কর।	০৪.৭৫ পঃ
ছ) শ্রীএস, কে দে।	১৭.৫০ পঃ

৪) এই দুই বৎসরে উদ্বাস্তু ও উপজাতীদের মধ্যে কত (ক) মোরগ, (খ) হাঁস, ও (গ) শুকর বিলি করা হইয়াছে, তাহার হিসাব?

৪) বণ্টনকৃত দ্রব্যের নাম ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮

	১৯৬৬-৬৭ উদ্বাস্তু	১৯৬৬-৬৭ উপজাতী	১৯৬৭-৬৮ উদ্বাস্তু	১৯৬৭-৬৮ উপজাতী
ক) মোরগ—	৩০৯৮	৫০৭	১,৫৫০	২২০
খ) হাঁস—	৫২	৩৮	৪৩	—
গ) শুকর	৭৩		৪৩	১৩

UNSTARRED QUESTION NO. 385.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রঃ

(১) ত্রিপুরায় মোট বেকারের সংখ্যা ১৯৬৫-৬৬, ৬৬-৬৭, এবং ৬৭-৬৮ইং সালে কত ছিল এবং তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক কত, পুরুষ কত, শিক্ষিত কত ?

উত্তর

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯৬৫—৬৬ইং	১১,৪৩৫	১,৭২৭	= ১৩,১৬২
১৯৬৬—৬৭ইং	১১,২৮৯	১,৮৩৫	= ১৩,১২৪
১৯৬৭—৬৮ ইং	১৩,৬৩৬	২,২৮৭	= ১৫,৯২৩

তন্মধ্যে শিক্ষিত বেকার

		পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৬ইং	প্রবেশিকা পরীক্ষাও তদূর্দ্ধমান	৩৩২৯	১০৭২	= ৪,৪০১
৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৭ইং	,,	৪,৬৯৪	৯১৫	= ৫,৬০৯
৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ইং	,,	৭,৭৬৩	২২১০	= ৯৯৭৩

প্রকাশ থাকে যে উক্ত সর্বমোট বেকার সংখ্যার মধ্যে আনুমানিক শতকরা ৩০ ভাগ অস্থায়ী চাকুরীয়া ও ছাত্র ছাত্রী আছেন। শিক্ষিত বেকারের পরিসংখ্যান বৎসরে দুইবার (ষাণ্মাসিক) প্রতি বৎসর জুন ও ডিসেম্বরে করা হয়। শিক্ষিত অর্থে এখানে মেট্রিক, স্কুল ফাইনেল, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্দ্ধ সংখ্যা ধরা হইয়াছে।

(২) এই বেকারের সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাইতেছে, যদি বৃদ্ধি পায় তাহার কারণ

বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে এই বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ ত্রিপুরার তিনদিকেই পূর্ব্ব পাকিস্তান অবস্থিত হওয়ায় প্রতিনিয়তই রিফিউজী আগমন। উত্তর উত্তর লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। ত্রিপুরায় স্কুল কলেজের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং প্রতি বৎসরই স্কুল ও কলেজাদির

[illegible] Employment Exchange এ নাম রেজিষ্ট্রী [illegible] করিতেছে। তদনুযায়ী ত্রিপুরাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অপ্রতুল ("এখানে কোন ভারী বা মাঝারি শিল্পায়তন না থাকায় সমস্ত লোক সরকারী চাকুরীর আশায় থাকে কিন্তু ত্রিপুরার মত ক্ষুদ্র ষ্টেটে এত অধিক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া কঠিন বলেই ক্রমাগত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩) গ্রামের বেকার কৃষিশ্রমিকদের হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থা আছে কি?	কোন ব্যবস্থা হয় নাই
৪) যদি ব্যবস্থা না থাকে তবে উহার ব্যবস্থা করা হইবে কি?	এরূপ কোন প্রস্তাব বর্তমানে নাই
৫) বেকারদের সরকার হইতে কাজ বা ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?	সরকারী, বেসরকারী ও আধা সরকারী সংস্থাগুলিতে যে যে কার্য্যের জন্য লোক Employment Exchange এ চাওয়া হয় এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক দুর্যোগে Test Relief এর কাজ ভিন্ন বেকারদের জন্য কোন কাজ বা ভাতার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

৬) Employment Exchange মাধ্যমে গত তিন বছর কতলোকের কার্যসংস্থান হইয়াছে তাহার হিসাব,

পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
	১৯৬৫—৬৬ইং	
৮১০	২৬৯=	১০৭৯
	১৯৬৬—৬৭ইং	
৭৫০	১৪৪—	৮৯৪
	১৯৬৭—৬৮ইং	
১১০০	১২৯=	১২৪৯

UNSTARRED QUESTION NO. 421.

By Shri Nishi Kanta Sarkar

প্রশ্ন

ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃক কোন সাব-ডিভিসনে কত রাস্তা করা হইয়াছে এবং কোন রাস্তায় কত টাকা খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

সাব-ডিভিসনের নাম--	রাস্তার সংখ্যা
১। অমরপুর	৩৭
২। ধর্ম্মনগর	৪৪
৩। উদয়পুর	২২
৪। কৈলাসহর	১৪
৫। সাবরুম	১৭
৬। সদর	৬০
৭। কমলপুর	২০
৮। খোয়াই	৩১১
৯। বিলোনীয়া	৮২
১০। সোনামুড়া	১৬

কোন রাস্তায় কত টাকা খরচ হইয়াছে তাহা সঙ্গীয় বিবরণে দেওয়া হইল।

উপজাতি কল্যাণ সংস্থা স্থাপনের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত কত রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে এবং কত টাকা ব্যয় হইয়াছে।

ব্লকের নাম	রাস্তার নাম	নির্ম্মাণ বাবদ কত টাকা ব্যয় হইয়াছে
১	২	৩
১। অমরপুর	১। জগবন্ধু পাড়া হইতে তনুরাম বাড়ী পাড়া	২৫৫৮.০০
	২। জগবন্ধু পাড়া হইতে রেপ্রিচা বাড়া রাস্তা	১৪৪৫.০০
	৩। জগবন্ধু পাড়া হইতে সবজয় পাড়া রাস্তা	৩২৩২.০০
	৪। তনুরাম বাড়া হইতে মরাছড়া রাস্তা	৪১৮৭.০০
	৫। চেলাগাং হইতে পাইছাপা বাড়ী	৫৭১৫.০০
	৬। চেলাগাং হইতে মন্ত্রীদাস পাড়া	৭১৪০.০০
	৭। টারবুং চৌধুরী বাড়ী হইতে চেলাগাং	৬৫০৫.০০
	৮। নতুন বাজার হইতে জনকবাড়ী	৭০৭২.০০
	৯। প্রচান চন্দ্র দলপতি পাড়া হইতে কালা মদল্লীল পাড়া	৫০০০.০০

১	২	৩
	১০। সেনবাড়ী হইতে ত্রিলোচন বাড়ী	৫০০০.০০
	১১। অমরপুর নতুনবাজার হইতে চেলাগাং	৫৩৫৩.০০
	১২। মঙ্গলসিং বাড়ী হইতে কেওয়াই উচাইবাড়ী	১৪০২.০০
	১৩। বধুচান বাড়ী হইতে ধনিয়া উচাইবাড়ী	১৯৯৯.০০
	১৪। বামছুলা বাড়ী হতে সপ্তাহ উচাই বাড়া	১৪৯৮.০০
	১৫। কাচুছা বাড়ী হইতে গণ্ডাছড়া	২২৬৪.০০
অমরপুর	১৬। মারছুং পাড়া হইতে বুলংবাসা	২১২৮.০০
	১৭। নবজয় বাড়ী হইতে মাতারাই বাড়ী	২৪৮০.০০
	১৮। পাঞ্জীগাম বাড়ী হইতে কান্নাহাবাড়ী	২৪১০.০০
	১৯। গোবিন্দ রিয়াং বাড়ী হইতে তেলিরাম রিয়াং বাড়ী	৫০০০.০০
	২০। তাইচু হইতে সিংলায় স্কুল	২৭০৪.০০
	২১। সিংলাম স্কুল হইতে পূর্ণহবি বাড়া	১৭১৮.০০
	২২। পূর্ণহবি বাড়ী হইতে দেলুরাম বাড়ী	৩৬৬৬.০০
	২৩। জালাইয়া হইতে মাতাবাই উচাইবাড়ী হইতে খুসলাম বাড়ী হইতে কান্নাহাবাড়ী	৪৯.০০
	২৪। ধলেশ্বর বাড়ী হইতে ধঙ্গাবাড়ী চেলাগাং হইয়া জনকবাড়ী	৪৯৯০.০০
	২৫। তাইচু হইতে পালকা ১নং	৩০২৯.০০
	২৬। ঐ	৩০৩০.০০
	২৭। অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে সোনাছড়া, এম, টি, কলোনী অনন্ত জমাতিয়া পাড়া	৬০০.০০
	২৮। নতুন বাজার হইতে করাইছড়া	৪০৭০.০০
	২৯। মন্ত্রাদাস বাড়ী হইতে মাতাবাই বাড়ী	৪৮৪৩.০০
	৩০। গুরুচান বাড়ী হইতে নতুন বাজার জলাইয়া	৪৯৩০.০০
	৩১। রঘুচান্দ পাড়া হইতে ধন্নাহা উচাইপাড়া	৪৯২৮.০০
	৩২। গোবিন্দ রিয়াং বাড়ী হইতে তেলিরাম রিয়াং বাড়ী	১৬৮.০০
	৩৩। তেলিরাম রিয়াং বাড়ী হইতে মাষ্টারবাড়ী	৯৬৯৯.০০
	৩৪। অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে সোনাছড়া, এম, টি কলোনী অনন্ত জমাতিয়া পাড়া	৩৮৯৯.০০
	৩৫। অমরপুর ফেরিঘাট হইতে বঙ্করাইবাড়ী ট্রাইবেল কলোনী ১নং	৪৫৮০.০০
	৩৬। ঐ ২নং	৪৫৮০.০০
। উদয়পুর—		
	১। উদয়পুর হইতে পিদ্রা	২২,৪০০.০০
	২। পিদ্রা হইতে পবিত্ররাম বাড়ী হইয়া নোয়াবাড়ী	৫৬,৬০০.০০

১	২	৩
	৩। গকুলপুর হইতে রাজনগর	২৩,৩৫০.০০
	৪। পলতানা বাজার হইতে পলতানা স্কুল হইয়া নোয়াঘাট	২৫৭৩.০০
	৫। বাগমা বাজার হইতে মাণিক্য হইয়া সৈদাম বাড়ী	২৮৪২.০০
	৬। করিয়া বাগমা হইতে মাণিক্য গ্রাম্য রাস্তা	৫০০০.০০
২। উদয়পুর	৭। কিল্লা হইতে উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর হইয়া ভট্টর বাড়ী	৪৩,৪৩৮.০০
	৮। ফুলকুমারী হইতে বর্ম্মাছড়া	৮৬৬৭.০০
	৯। তুলামুড়া হইতে রাণীকিল্লা	২৩,১৬৪.০০
	১০। মিরজা হইতে পীরমুড়া	৫০০০.০০
	১১। শিলঘাটি হইতে কিশোরগঞ্জ	৩৪৯০.০০
	১২। মাতার বাড়ী হইতে বর্ম্মাছড়া	৯৯৩০.০০
	১৩। রাণী কিল্লা হইতে সামুকছড়া	১০,৭০০.০০
	১৪। নাগবাই চৌধুরী বাড়া হইতে নরেন্দ্র চৌধুরী পাড়া হইয়া আধিপুর	৯৮০০.০০
	১৫। ব্রহ্মছড়া হইতে কলোটিলা	৯৯৪০.০০
	১৬। ফুলকুমারী ব্রহ্মছড়া হইতে পাথানং	৭৯৬০.০০
	১৭। পাথানং হইতে সদিকাং বাড়ী	৫০০০.০০
	১৮। রাণী কিল্লা হইতে কুকিপাড়া	৫০০০.০০
	১৯। কলোটিলা হইতে পাথানং	৪৯৯০.০০
	২০। রাণী কিল্লা হইতে গারোপাড়া	৪২৬০.০০
	২১। রাণী কিল্লা হইতে মুরাসিং পাড়া	১৭২৫.০০
	২২। রাণী কিল্লা হইতে বনবাইপাড়া	৪৮০০.০০
৩। কুমারঘাট বৈলা-সহর		
	১। দেমছড়া কাঠালছড়া কলোনী ভিতর রাস্তা	৩৯৫৩.০০
	২। ছৈলেংটা চামনু রাস্তা ১নং	৩৬৪৬.০০
	৩। ঐ ২নং	৭২৬৮.০০
	৪। আসাম আগরতলা রাস্তা হইতে বেতছড়া ডার্লং বস্তি	৪৬২০.০০
	৫। চুন্নরাম বাড়ী হইতে মধুমঙ্গল বাড়ী	৯৯৩৮.০০
	৬। দেমছড়া কলোনী ভিতর রাস্তা	১১,৬৪০.০০
	৭। লালছড়া কলোনী ভিতর রাস্তা	১১,৯৬৫.০০
	৮। নলকাটা দুধপুর রাস্তা	৬৩৭৯.০০
	৯। দেমছড়া কাঠালছড়া কলোনী ভিতর রাস্তা	১৩,৮৩৯.০০

১		২	৩
	১০।	মন্নাছড়া হইতে ছৈলেংটা	৫,০৩৭.০০
	১১।	মনু ধুমাছড়া	৬,৩৮২.০০
	১২।	ছৈলেংটা ছামনু	১,৯৩০.০০
	১৩।	মিয়া ছড়া হইতে মন্নাছড়া	৫,৪৬৬.০০
	১৪।	ভাইবোনছড়া কলোনী ভিতর রাস্তা	১,১৯৮.০০
	১৫।	ক্ষেত্রীছড়া কলোনীর ভিতর রাস্তা	৯,৯৩১.০০
	১৬।	নাতিমনু জনাছড়া	৯,২৪৮,০০
	১৭।	নাতিমনু তালছড়া	৮,৯১৬.০০
	১৮।	দেমছড়া বগাবিল	২,৬৭৩.০০
	১৯।	সেইফর হইতে সেনমুন	৩,০০০.০০
	২০।	সিন্ধুকুমার পাড়া হইতে ঘাঘরাছড়া	১,৬৬৭.০০
	২১।	ছৈলেংটা বাজার হইতে ছৈলেংটা কলোনী	৬,৯৯.০০
	২২।	তুইচন্দ্রপাড়া হইতে সেইকর	২,৯৪৪.০০
	২৩।	সিদংছড়া হইতে এ, এ, রোড	২,৮৭৩.০০
	২৪।	দুর্গাছড়া হইতে লংথবাই	২,৯৫৭.০০
	২৫।	মাণিকপুর হইতে মালিধর	৪,৩৮৮.০০
	২৬।	সিন্ধুকুমার হইতে ঘাঘরাছড়া ২নং	১,৬৪০.০০
	২৭।	কাঠালছড়া হইতে গারো টীলা	২,৯৪০.০০
	২৮।	তাবাবন ছড়া হইতে ছৈলেংটা	২,৮৪৭.০০
	২৯।	এ. এ. রোড হইতে দেবতাছড়া	২,৯০৫.০০
	৩০।	সারিধর রওয়াজা পাড়া হইতে বগাবিল	৩,৯০৭.০০
	৩১।	ধুমাছড়া হইতে বগাবিল	২,০০৭.০০
	৩২।	ছৈলেংটা হইতে কাঞ্চনছড়া	১,৬৬৯.০০
	৩৩।	বেতাছড়া হইতে কাঞ্চনছড়া	২,১৪৪.০০
	৩৪।	লালজুরি	৪,৪৮৭.০০
	৩৫।	ফটিকরায় হইতে জয়পতি পাড়া	১,৪৯১৬.০০
	৩৬।	পাবিয়াছড়া হইতে সিদংছড়া	৯.৯৭৭.০০
৪। পানিসাগর ধর্ম্মনগর	১।	যুবরাজাগর হইতে তিলথৈ রাজাগর	৪,২৬২.০০
	২।	পানিসাগর হইতে শৈলেন বাড়ী	১,৩২২.০০
	৩।	বৈয়াংবাড়ী এম, টি, কলোনী	৮,৪৩২.০০
৫। কাঞ্চনপুর ধর্ম্মনগর	১।	জম্পুই হইতে কালাগাং	৪,৪৩০.০০
	২।	বিননগর হইতে ভৈসাম	৪,৪৩০.০০
	৩।	চৌকিদার পাড়া হইতে ঘুড়িরাম পাড়া	৪,৮৪৮ ০০

	১	২	৩
	৪।	পিপলাছড়া হইতে কাস্রাপাড়া	৪,৫০০.০০
	৫।	রাজালিয়া পাড়া হইতে ধনযুন পাড়া	৩,১০০.০০
	৬।	কাঞ্চনপুর হইতে নমপুই	৯,২৬৪.০০
	৭।	দশধা হইতে নবচন্দ্র পাড়া হইয়া সাকান	২,৮৮৭৫.০০
	৮।	লাংবেরা হইতে সেমলাং	৪,১৪২.০০
	৯।	ধনীছড়া হইতে মাছমারা	৪,৩৪২.০০
	১০।	লালজুরি হইতে ভৈসাম	৩,০৬৫.০০
	১১.	দশধা হইতে বেল্লীরাম মাধপ	৪,০০৩.০০
	১২।	মহীচন্দ্রপাড়া হইতে খেদাছড়া	১,৬৯১.০০
	১৩।	আনন্দবাজার হইতে গাংপুর	৪,৭৮৪.০০
	১৪।	গাংপুর হইতে কার্জনবাড়ী গোপাট	৩,৭৪৮.০০
৬। কাঞ্চনপুর	১৫।	বেলছড়া হইতে কৃত্তজয় পাড়া	৩,০৫৯.০০
ধর্ম্মনগর	১৬।	আনন্দবাজার হইতে চিংবিমনি পাড়া	৩,৫২৬.০০
	১৭।	বেলছড়া হইতে তৈলথ্যাবাড়ী	২,৭১২.৯০
	১৮।	ত্রৈলক্ষ্যবাড়ী হইতে ফুলেন্দু রিয়াংবাড়ী	৩,১৪৮.০০
	১৯।	কে, এন, রোড হইতে সাতনালা বাজার	৪,৭৪৫. ০
	২০।	বৃক্ষতল হইতে আদিবাসী রাস্তা ১ নং	৪,৬৯৭.০০
	২১।	ঐ ২ নং	১,২৯৯.০০
	২২।	বড়ছড়া হইতে সুভাষনগর ১ নং	১,১৯৪.০০
	২৩।	ঐ ২ নং	১,৩৩৩.০০
	২৪।	দয়ারামবাড়ী হইতে কাঞ্চনছড়া ১ নং	৪,৭৬৪.০০
	২৫।	ঐ ২ নং	২,৩৭৭.০০
	২৬।	ঐ ৩ নং	৪,৬২১.০০
	২৭।	ঐ ৪ নং	৪,৩৩৮.০০
	২৮।	ওয়াটার বাড়ী হইতে বৃক্ষতল ১ নং	৪,৬৮৪.০০
	২৯।	ঐ ২ নং	৪,৩৩৪ ০০
	৩০।	ঐ ৩ নং	৩,৫৬২.০০
	৩১।	দেবীছড়া ফরেষ্ট অফিস রাস্তা ১ নং	৪,৭৩৮.০০
	৩২।	ঐ ২ নং	৪,৭১০.০০
	৩৩।	ঐ ৩ নং	৪,৭৮৯.০০
	৩৪।	ঐ ৪ নং	৪,৭১০.০০
	৩৫।	ঐ ৫ নং	৩,৮৫৪.০০
	৩৬।	বড়ছড়া হইতে সুভাষনগর ১ নং	৩,৪৬০.০০

	১		৩
		৩৭। বড়ছড়া হইতে সুভাষনগর ২ নং	৩,৩১২.০০
৫।	কাঞ্চনপুর	৪০। দয়ারাম বাড়ী হইতে কাঞ্চনছড়া ১নং	১,৯১০.০০
		৪১। বৃক্ষতল হইতে অধিবাসা ২নং	৩,৪১৫.০০
৬।	সাতচান্দ সাবরুম	১। কালাঢেপা কলোনার হরিণা বাজার হইতে মনুনদী পর্য্যন্ত গ্রাম্য রাস্তা	২,৭৫০.০০
		২। কালাঢেপার ফুলসিং বোয়াজা পর্য্যন্ত	২,৪৫০.০০
		৩। জলেফা এস, বি, স্কুল হইতে থাইবং	৪,৩৭০.০০
		৪। সমরেন্দ্রগাং টি, কে, হইতে কৃষ্ণনগর	৩,৫০০.০০
		৫। ভুরাতলি হইতে কালীর বাজার	২,৯০০.০০
		৬। ভুরাতলি হইতে মেইন রাস্তা হইতে যাত্রামোহান পাড়া	২,০০০.০০
		৭। ফুলছড়ি হইতে ককণাধন পাড়া	২,৫০০.০০
		৮। হরিণা হইতে থাইবং	৩,৪৯৯.০০
		৯। কালাছড়া হইতে হরি০সন্ন চৌধুরী	৪,১২৯.০০
		১০। বিমলা চাকমা হইতে ঘোড়াবাপা	২,৭৬৫.০০
		১১। অক্ষয় মগ পাড়া হইতে বিমলা চাকমার পাড়া	২,৯৫০.০০
		১২। শান্তিকলোনী হইতে চালতা বাজার	৩,৭৫২.০০
		১৩। বেতাগা হইতে কালাঢেপা	৪,৯২৮.০০
		১৪। দমদমা হইতে দোলবাড়ী	৩,০০০.০০
		১৫। শ্রীনগর বাজার হইতে শ্রীনগর জে, বি, স্কুল	৩,৯০০.০০
		১৬। দুমথিয়া হইতে সমরেন্দ্র গাং পাড়া	২,৫৪৯.০০
		১৭। থাইবং হইতে গোবিন্দর মাঠ	৫,৩৭৭.০০
৭।	বিশালগড় সদর	১। বিশ্রামগঞ্জ এম, টি, কলোনী ১নং	৪,০২৭.০০
		২। ঐ ২নং	৪,৮১৯.০০
		৩। ঐ ৩নং	৪,৫৭৪.০০
		৪। ঐ ৪নং	৪,৮৪৫.০০
		৫। ঐ ৫নং	৫,০০০.০০
		৬। মধুপুর হইতে কৈয়াঢেপা ১নং	৫,০০০.০০
		৭। ঐ ২নং	৫০০০.০০
		৮। ঐ ৩নং	৪,৯৯৭.০০
		৯। চড়িলাম হইতে বড়জলা	৪,৮০০.০০
		১০। ব্রজেন্দ্রনগর কলোনী হইতে কাঞ্চনমালা	৫,০০০.০০
		১১। সিপাহীজলা হইতে গোলাঘাটি	৫,০০০.০০

১		২	৩
		১২। বিশালগড় উদয়পুর মেইন রাস্তা হইতে তকতামা বাড়ী হইয়া আমতলী অমরেন্দ্রনগর	৪,৯২৮.০০
		১৩। উত্তর চড়িলাম হইতে আড়ালিয়া	২,৯৮৪.০০
		১৪। বস্তালি হইতে বালুছড়া	৫,০০০.০০
		১৫। বিশালগড় ভ্রজপুর হইতে লালসিংমুড়া	৪,৯৯৬.০০
		১৬। কানাই বাড়ী হইতে বিশালগড় রাস্তা	৪,৯৮৮.০০
		১৭। প্রতাপগড় হইতে ইন্দ্রনগর নদীর সেতু পর্য্যন্ত	৫,০০০.০০
		১৮। পশ্চিম চারিপাড়া হইতে মধুবন	৫,০০০.০০
		১৯। টাকারজলা হইতে ঘনিয়ামারা	৪,৮৫৪.০০
		২০। আমতলী (টাকারজলা) হইতে জম্পাইজলা ১নং	৫,০০০.০০
		২১। বড়জলা হইতে চণ্ডীঠাকুর পাড়া	৪,৮৮৪.০০
		২২। সেন্ট্রাল রোড হইতে গাবরদি	৪,৯৪৭.০০
৭।	বিশালগড় সদর	২৩। পশ্চিম প্রতাপগড় হইতে কালীপদ মাষ্টার পাড়া হইয়া বিশালগড় পর্য্যন্ত	৫,০০০.০০
		২৪। চড়িলাম হইতে লালসিংমুড়া	৫,০০০.০০
		২৫। পূর্ব্ব প্রতাপগড় হইতে পশ্চিম প্রতাপগড়	৫,০০০.০০
		২৬। বড়দোয়ালী মিলন সঙ্ঘ হইতে পশ্চিম প্রতাপগড়	৫,০০০.০০
		২৭। আনন্দনগড় হইতে মহিষথলা কালীবাড়ী	৫,০০০.০০
		২৮। ডুথলী আনন্দনগর হইতে জারুলবাচাই ১ নং	৪,৯৫৬.০০
		২৯। ডুথলী আনন্দনগর হইতে ধূপছড়া ২ নং	৪.৯৬৪.০০
		৩০। ডুথলী আনন্দনগর হইতে ধূপছড়া ১ নং	৪,৭৮৯.০০
		৩১। ডুথলীবাজার হইতে কাঞ্চনমালা ১ নং	৩,৭০৫.০০
		৩২। ধারিয়াছড়া হইতে তুলারবন্দ স্কুল রাস্তা	৪,৯০০.০০
		৩৩। নীয়াবাড়ী হইতে ঢালিপুকুর	৪,৯৩৩.০০
		৩৪। বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর মেইন রাস্তা হইতে তকতামাবাড়ী এবং প্রমোদনগর হইয়া আমতলী—অমরেন্দ্রনগর পর্য্যন্ত ২ নং	৪,৯০৪.০০
		৩৫। মধুপুর হইতে খামারহাটী	৪,৯৫৪.০০
		৩৬। বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর মেইন রাস্তা হইতে তকতামা বাড়ী হইয়া অমরেন্দ্রনগর ৩ নং	৩,৯৯৯.০০
৮।	কমলপুর	১। বলরামবাড়ী ট্রাইবেল কলোনী ভিতর রাস্তা ১. ২, ৩ নং	৬,৪৮৮.০০
		২। ডলুছড়া হইতে ভাতখাউরি ১ ও ২ নং	৬,০০৭.০০
		৩। কাচুছড়ার ভিতরের রাস্তা	৩,৫৬৩.০০

১		২	৩
	৪।	গণ্ডাছড়ার ভিতরের রাস্তা	২,১৬০ ০০
	৫।	কচুছড়া ট্রাইবেল কলোনী রাস্তা ১ ও ২ নং	৪ ০৬৯ ০০
	৬।	ডলুছড়ার ভিতরের রাস্তা	৪,৪০৩.০০
	৭।	কচুছড়া টি সি হইতে বলরাম বাজার	৭,৩৬৮.০০
	৮।	বলরামবাড়ী কলোনীর ভিতরের রাস্তা ১ ও ২ নং	৭,৯৭৩.০০
	৯।	পূবেবাই পাড়া হইতে রামবাবই পাড়া	৮,২৬১ ০০
	১০।	গুণরাম পাড়া হইতে মঙ্গলসিং পাড়া ১ ও ২ নং	৮,৯২২.০০
	১১।	বালীগাও হইতে সাওতাল পল্লী ১, ২ ও ৩ নং	১,২০৩৭.০০
	১২।	কে. এ, রোড হইতে দবাইছড়া ১ ও ২ নং	৮,১৫৩.০০
	১৩।	কমলাছড়া হইতে ধানছড়া	৪,৬৫৬.০০
	১৪।	কাঞ্চনপুর হইতে বলরামবাড়ী ১, ২ ও ৩ নং	১,৭৩০৫.০০
	১৫।	গণ্ডাছড়া জংশন রাস্তা	১,৯৪৭.০০
	১৬।	পানবুয়া ভিতর রাস্তা	৫০০০.০০
	১৭।	পানবুয়া হইতে অপবেশ কর ১ ও ২ নং	৯ ৭০১.০০
	১৮।	গণ্ডাছড়া বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ১ ও ২ নং	৪,৯৪১.০০
৮। কমলপুর	১৯।	কাঞ্চনপুর বাজার হইতে বাধামানিক কলই সর্দার-পাড়া হইয়া কে, এ. রোড পর্য্যন্ত	৪,৬৭৯.০০
	২০।	লক্ষজয় চৌধরী পাড়া হইতে কমলপুর কলোনী হইয়া রাস্তা ১, ২, ও ৩ নং	১৪,৫৪১.০০
৯। খোয়াই	১।	এল, এল, কলোনী হইতে উত্তলাবাড়ী	৩,২৭৪.০০
	২।	উত্তলাবাড়ী হইতে বাজনগর	৩,১৬৭.০০
	৩।	পূর্ব্ববগাবিল হইতে বগাবিল রাস্তা	৪,০৫১.০০
	৪।	বেলছড়া হইতে উত্তর বেলছড়া	২,৬১৮.০০
	৫।	বারইবাড়ী হইতে হাতীমারা	২,৯০৩.০০
	৬।	চেরমা হইতে পূর্ব্ব লতাবাড়	৪,৭৬৯.০০
	৭।	খোয়াই আসারাম বাড়ী হইতে চেরমা	২,৯৫২.০০
	৮।	পূর্ব্ব লতাবাড়ী হইতে লতাবাড়ী	৫,০০০.০০
	৯।	চাম্পাহাওর বাজার হইতে বাডইবাড়ী পর্য্যন্ত	১,৯৪৪.০০
	১০।	হাতীমারা হইতে ভাটিময়দান	১,৫৫৭.০০
	১১।	উত্তর বেলছড়া হইতে পূর্ব্ব বগাবিল	৩,৩৭৮.০০
	১২।	গৌরনগর স্কুল হইতে গৌরনগর শিং	২,৫৪৪.০০
	১৩।	চেবরী হইতে পেকনীছড়া	২,১৩৪.০০
	১৪।	উত্তর বেলচাবাড়ী হইতে বেহালাবাড়ী	৩,৬১৮.০০

১	২	৩
	১৫। বেহালাবাড়ী হইতে গণ্ডাবস্তি	২,৬৫২·০০
	১৬। গণ্ডাবস্তী হইতে উত্তর বেহালাবাড়ী	৩,১৬৫·০০
	১৭। পশ্চিম বেলছড়া হইতে বেলছড়া	২,৬২৮·০০
	১৮। পূর্ব্ব বেলছড়া হইতে বেলছড়া	১,৮৩১.০০
	১৯। আশারামবাড়ী হইতে বিদ্যাবিথ লেংরাবাড়ী	৪,৯৯৯·০০
	২০। বেহালাবাড়ী হইতে বিদ্যবিল/লেংরাবাড়ী	৫,০০০·০০
	২১। লেংরাবাড়ী হইতে লেংটিবাড়ী	৪,৯৯৫·০০
	২২। গোপালনগর হইতে লেংড়িবস্তি	৩,৮৫৭·০০
	২৩। গোপালনগর হইতে লক্ষ্মীছড়া	৫,০০০·০০
	২৪। লক্ষ্মীছড়া হইতে লেংটিবস্তি	৪,৮৭২·০০
	২৫। জামটিলা হইতে নলিয়াবাড়ী প্রাইমারী স্কুল	৪,৭৩১·০০
	২৬। চাম্পাহাওর হইতে লতাবাড়ী	৪,৯৪০·০০
	২৭। তবলাবাড়ী স্কুল হইতে উতলাবাড়ী	৫,০০০·০০
	২৮। বিজলবাড়ী স্কুল হইতে বিজলবাড়ী পূর্ব্বপাড়া পর্য্যন্ত	৫০০০·০০
	২৯। হাতকাটা বাজার হইতে গৌরনগর	৪,৮৪০·০০
	৩০। মনাইছড়া হইতে তাতটিলা বাজার	৪,৩২৭·০০
	৩১। নলিয়াবাড়ী হইতে ওকছাইয়াবাড়ী	৪,৯৯৬·০০
	৩২। মাণিক দেববর্ম্মা পাড়া হইতে ঈশ্বর দয়াল পাড়া	২,৫০০·০০
১০। বগাফা বিলোনীয়া	১। কাঠালিয়া ছড়া হইতে যক্ষ পর্য্যন্ত	৫০০০.০০
	২। রাজাপুর হইতে যশমুড়া	৪,৯৬৬.০০
	৩। গর্দ্দাং হইতে শালুক ভাংগা	৫০০০.০০
	৪। দশমীবাড়ী হইতে কাঠালিয়া ছড়া	৪,৯৬৮.০০
	৫। চড়ক বাই হইতে গগনবাড়ী	৪,৯৬৮.০০
	৬। তইরামা বাড়ী হইতে দেবদারুপাড়া ১নং	৪,৯৬৩.০০
	৭। ঐ ২নং	৪,৯১৭.০০
	৮। গর্দ্দাং হইতে চিতামারা গোপাট	৪,৯৪২.০০
	৯। কলসী হইতে রায়বাড়ী ১নং	৫০০০.০০
	১০। ঐ ২নং	৪,৯৪৬.০০
	১১। দেবথা পাড়া হইতে নারাইথাং পুরাণ পাড়া	৫০০০.০০
	১২। হাজরা পাড়া হইতে কালী লওগাং ১নং	৪,৭৮৮.০০
	১৩। ঐ ২নং	৪,৯৬০.০০
	১৪। থাইংলা পাড়া হইতে ভুর্থাপাড়া ১নং	৪,৭৮৮.০০
	১৫। ঐ	৫০০০.০০

১	২	৩
১৬।	লরাহা পাড়া হইতে দেবীপুর ক্যাম্প	৪,৯৭০.০০
১৭।	পাতিছড়া বাজার হইতে পূর্ণরাই সর্দ্দার পাড়া	৪,৫১৩.০০
১৮।	লক্ষীছড়া হইতে বগাফা	৪,৮০০.০০
১৯।	পূর্ণরাই বাজার হইতে রাজাপুর বাজার	৪,৫১৩.০০
২০।	গর্দ্দাং হইতে চিয়মারা ২নং	৪,৯৪২.০০
২১।	ইউ, এ, রোড হইতে বিস্তাজয় বাড়ী	৪,৯৭০.০০
২২।	অনন্তপুর হইতে একিনপুর ১নং	২,৬৮৮.০০
২৩।	ঐ ২নং	৫,০০০.০০
২৪।	ঐ ৪নং	৫,০০০.০০
২৫।	গর্দ্দাং স্কুল হইতে বি. কে. রোড	৫,০০০.০০
২৬।	গলাচিপা হইতে গংগারাই লেক ১নং	২,৩২৮.০০
২৭।	ঐ ২নং	৪,৫০৬.০০
২৮।	চাম্পাবাড়ী হইতে তুঙ্গারাইবাড়ী	,৯৮৯.০০
২৯।	কালা লাউগাং হইতে তুইফংবাড়ী	২,৭১০.০০
৩০।	কালা লাউগাং হইতে খান্দাবাইবাড়ী	৪,৯৭১.০০
৩১।	দুরপাহাইবাড়ী হইতে কলসী	৫,০০০.০০
৩২।	করবরাই বাড়ী হইতে মুহুরীপুর	৪,৮৬৭.০০
৩৩।	ইউ. এম. রোড হইতে কুল্ কলোনী	৪,৯৬২.০০
৩৪।	গলাচিপা হইতে গঙ্গারাই লেক ১নং	২,৮৭২.০০
৩৫।	গর্দ্দাং স্কুল হইতে বি. বি. রোড	৫,০০০.০০
৩৬।	রতনপুর হইতে একিনপুর ১নং	[illegible],৭১২.০০
৩৭।	ঐ ২নং	৫.০০০.০০
৩৮।	নারাইপাং নোয়াতিয়া পাড়া হইতে বগাফা ব্লক অফিস	২,২৮৭.০০
৩৯।	ইউ. এল. রোড হইতে সুধারথন্দ কলোনী	৫,০০০.০০
৪০।	কালাছড়া হইতে কালীলওগাং	৪,৯৫৭.০০
৪১।	ঐ ২নং	৪,৭৭২.০০
৪২।	গলাচিপা হইতে কাঠালি ১নং	২,৯২০.০০
৪৩।	কাঠালিয়া এগ্রি. ফার্ম হইতে বগাফা	৪,৪৬০.০০
৪৪।	ছোট বাই বাড়ী হইতে লতাহামবাড়ী	৪,৮১৪.০০
৪৫।	ছোটরাই বাড়ী হইতে তাইদলেট বাড়ী	৪.৭৯৪.০০
৪৬।	মেরাহা বাড়ী হইতে জয়বাবুর পাথর	৩,৪৭৮.০০
৪৭।	তাইমুখ ছড়া হইতে ইচড়িদার	৪,৮০৫.০০

১	২	৩
	৪৮। ছোট সাকবাড়ী হইতে রাজচন্দ্র পাড়া ১নং	২,০৮৩.০০
	৪৯। ঐ ২নং	২,০৮০.০০
	৫০। গাবুরছড়া হইতে লাউগাং বাজার ১নং	১,৮০২.০০
	৫১। ঐ ২নং	২,১৯২.০০
	৫২। আচাচী মগ পাড়া হইতে দেবদারু	৩,৩৪৫.০০
	৫৩। মুহুরীপুর হইতে রাজ কুমার রোয়াজা পাড়া	২,৬৬৮.০০
	৫৪। চাকমা বাড়ী হইতে থামচুলাবাড়ী	৪,২৬২.০০
	৫৫। চকিথই বাড়ী হইতে ঘঞ্জবাড়ী	৫,০০০ ০০
১০। বগাফা		
	৫৬। চিন্তারাম বাড়ী হইতে যজ্ঞবাড়ী	৫,০০০ ০০
	৫৭। যজ্ঞবাড়ী হইতে দোছেড়া	৫,০০০.০০
	৫৮। আভঙ্গারাই বাড়ী হইতে চকিথই বাড়ী	৫,০০০.০০
	৫৯। যজ্ঞবাড়ী হইতে সতীশ চন্দ্র বাড়ী	৫,০০০.০০
	৬০। মনু কাঠালিয়াবাড়ী হইতে তাকমাছড়া	৪,৫৮৪.০০
	৬১। চড়াইথা হইতে থাইছায়াবাড়ী	৪,১৩১.০০
	৬২। রাংফরাইবাড়ী হইতে থাইছেড়া	৪,১৫৭.০০
১১। রাজনগর বিলোনীয়া	১। ঈশানচন্দ্রনগর হইতে রতন বাড়া	৪,০৭৯.০০
	২। রতনবাড়ী হইতে বিলোনিয়া পাথর ১নং	৪,৭৯১.০০
	৩। বিলনিয়া পাথর হইতে পাইথোনা ১নং	৪,৮৮৮.০০
	৪। ঐ ২নং	৪,৮০২.০০
	৫। বল্লামুখ হইতে রতনবাড়ী	৪,৯৭৫.০০
	৫। তিশুমারা হইতে বড় পাথারী	৪,৯০০.০০
	৭। বাঘুলা হইতে সোনামুড়া বর্ডার ১নং	৪.৯০০.০০
	৮। ঐ ২নং	৪,৯০০.০৯
	৯। সোনাইছড়া (উত্তর হইতে দক্ষিণ) লাউগাং হইয়া মুহুরীপুর	৪,৮৯১.০০
	১০। লুধাবাড়ী হইতে মনুরমুখ	৪,৮২১.০০
	১১। কালাবাড়ী উত্তর (মনপাড়া) হইতে সুধাবাড়ী হইয়া চিত্তমারা	৪,৪৭০.০০
	১২। রাধানগর হইতে অনন্তপুর	৪,৮৮৫.০০

১		২	৩
	১৩।	রতনবাড়ী হইতে তুইসামা ১নং	৪৭৯৭.০০
	১৪।	ঐ ২নং	৪৮০২.০০
	১৫।	নলুয়া হইতে মোহন সর্দ্দার পাড়া	৪৯৫০.০০
	১৬।	গজারিয়া হইতে বাতুয়াবাড়ী	১০৪৬.০০
	১৭।	এম. বি. খামার হইতে শরৎ রোয়াজাপাড়া	৯১৮.০০
	১৮।	নলুয়া বাজার হইতে চুনীরাম রোজ পাড়া	১৩১১.০০
	১৯।	নলুয়া হইতে যদুরাম পাড়া	২২০২.০০
	২০।	বড় পাথারী হইতে গর্জ্জনিয়া	৪৩৯৩.০০
১২। মেলাঘর সোনা-মুড়া	১।	পদ্মনগর হইতে তাইজিলিং সমবায় অফিস	৮১৮৭.০০
	২।	কামরাঙ্গাতাল হইতে ডওছামা	৬৬৬৩.০০
	৩।	চান্দুল হইতে শুকনাছড়া	১৭৮৩.০০
	৪।	বামছেড়া হইতে মাইক্রেমা পাড়া	৪৭৪১.০০
	৫।	তাইজিলিং সমবায় অফিস হইতে তকছাপাড়া	৩৩৭৯.০০
	৬।	মোহনভূগ হইতে বড়ামাড়া	৪৫১২.০০
	৭।	সবজ মোহনপুরা হইতে দুলুমণিপাড়া	৪৩৯৬.০০
১২। মেলাঘর সোনা-মুড়া	৮।	আগরতলা সোনামুড়া রাস্তা হইতে পদ্মনগর হইয়া জমদেব চেপা	২৬৫৩.০০
	৯।	নাথুরায়পাড়া হইতে দুর্ল্লভ নারায়ণ পাড়া	৪৪৩০.০০
	১০।	দুর্ল্লভনারায়ণ হইতে বড়গোয়ালী	৪৯৬২.০০
	১১।	শম্ভুটিলা হইতে নিদয়া	৩৫৭০.০০
	১২।	বাগমারা হইতে তকছাপাড়া	৩৪২৮.০০
	১৩।	দুলুমণিপাড়া হইতে নাথুরামপাড়া	৪০৪৭.০০
	১৪।	অকছাপাড়া হইতে অশিমোহনপাড়া বিশ্বাচরণ মরহুমপাড়া	৩৩০৪.০০
	১৫।	শুকনাছড়া হইতে দুলরিয়া (এ. এম. পি হইতে (৬ এমপি অংশ)	৩৩৬০.০০
	১৬।	তাইরাগুন কলোনীর কাজতনি হইতে তুইসামা (৩ এম. পি হইতে ৬ এম. পি অংশ)	২৯৪৬.০০
১০। জিরানীয়া	১।	বিশ্বমণি পাড়া হইতে মোহন্ত চন্দ্র পাড়া	৪,৯১৬.৭৫
	২।	মোহন্ত পাড়া হইতে হরিমঙ্গল পাড়া	৪,৯৬৬.২৫

১	২		৩	৪
		৩।	হরিমঙ্গল পাড়া হইতে জামালিয়া	৪,৯৬৩.২১
		৪।	ছামালিয়া হইতে পাঠান পাড়া	৪,৯৬৪.২৪
		৫।	দুর্গা চৌধুরী পাড়া হইতে রাজ চন্দ্র পাড়া	৫,০০০.০০
		৬।	কোরবা খামার হইতে মঙ্গল সর্দ্দার পাড়া	৪,৯৯৯.০০
১৪	তেলিয়ামুড়া খোয়াই	১।	করাম রোয়াজা বাড়ী হইতে রবিকুমার রোয়াজা বাড়ী	৪,৪৫০.০০
		২।	রবিকুমার রোয়াজা বাড়ী হইতে ভারত সীমা	৪,২২২.০০
		৩।	পবন কুমার বাড়ী হইতে বেজুকুমার পুরাণ বাড়ী	৪,৭৪৩.০০
		৪।	বজরাই পুরাণ বাড়ী হইতে ঝারাং রপা বাড়ী	৪,৩৪৯.০০
		৫।	ত্রিখাবাম বাড়ী হইতে পবন কুমার বাড়ী	৪,৬৭১.০০
		৬।	ডেবথাং রেংখাল পাড়া হইতে চাংখানা বাড়ী	৪,৯৮০.০০
		৭।	চাংখানা কাইফুং বাড়ী হইতে তীর্থসামবাড়ী	৫,০০০.০০
		৮।	কল্যাণপুর বাগান বাজার হইতে পূর্ণদাস পাড়া	৪,৯৬৭.০০
		৯।	পূর্ণদাস পাড়া হইতে শান্তিনগর পি. ক্যাম্প	৪,৯১৮.০০
		১০।	রাজনগর হইতে শান্তিনগর উত্তর (২নং)	৪,৮০০.০০
		১১।	রাজনগর হইতে শান্তিনগর উত্তর (১নং)	৪,৯৮৮.০০
		১২।	শান্তিনগর উত্তর হইতে শান্তিনগর দক্ষিণ	৪,৬০২.০০
		১৩।	শান্তিনগর দক্ষিণ হইতে ঘিলাতলি	৪,৭২৫.২০
		১৪।	ঘিলাতলি উত্তর হইতে মোহরছড়া	৪,৭৪৬.৭০
		১৫।	উত্তর মোহর ছড়া গ্রাম হইতে উত্তর মহারাণীপুর	৪,৬৮০.০০
		১৬।	ঐ (২নং)	৪,৭৯৮.০০
		১৭।	উত্তর মহারাণীপুর বাজার হইতে (২নং)	৪,৭০৪.০০
		১৮	মিতচাম বাড়ী হইতে পল্টন বাড়ী (১নং)	৩,৮৪৭.০০
		১৯।	ঐ (২নং)	৩,৮০৮.০০
		২০।	কলাচন্দ্র বাড়ী হইতে বালুছড়া	২,৬৮১.০০
		২১।	বালুছড়া হইতে করলাহাম বাড়ী	২,৭৩২.০০
		২২।	শম্ভু বাড়ী হইতে হাজারীবাড়ী	৩,৯২৭.০০
		২৩।	হাজারী বাড়ী হইতে করকরিয়া ছড়া	৪,৯০১.৩০
		২৪।	করকরিয়া ছড়া হইতে চাঁদমণি চৌধুরী পাড়া	৪,৯১৭.০০
		২৫।	তীর্থসোমবাড়ী হইতে ত্রিপুরী বাড়ী	৪,২৪৩.৭০
		২৬।	ত্রিপুরী বাড়ী হইতে অম্পি রোড	৪,০৬৭.০০
		২৭।	ত্রিথাইরাম বাড়ী বেজুকুমার নতুন বাড়ী (১নং)	৩,৯৭৮.০০
		২৮।	ঐ (২নং)	২,৮৪৭.০০

১	২	৩
২৯।	ঐ (৩নং)	৩,০০০.০০
৩০।	ঐ (৪নং)	৪৪০.০০
৩১।	ঐ (৫নং)	৭০০.০০
৩২।	বেজুকুমার নূতন বাড়ী হইতে ফলাচন্দ্র বাড়ী (১নং)	৫০০.০০
৩৩।	ঐ (২নং)	৪০০.০০
৩৪।	ফলাচন্দ্র বাড়ী হইতে চকলেহাবাড়ী (১নং)	৩,৫২৮.০০
৩৫।	ঐ (২নং)	৪০০.০০
৩৬।	চক্লেহাবাড়ী হইতে কুশিধান বাড়ী ১নং	৪,৯৭৫.০০
৩৭।	ঐ ২নং	৪০০.০০
৩৮।	টি, কে, রোড হইতে কল্যাণপুর বাস্তহারা কলোনী	২,৯৭৯.০০
৩৯।	কল্যাণপুর বাস্তহারা কলোনী হইতে রামদয়াল বাড়ী এল, এল	৪,৯৩১.০০
৪০।	রামদয়াল এল, এল, কলোনী হইতে চাংথাল বাজার ১নং	৪,৯৭৫.০০
৪১।	ঐ ২নং	৪,৯৯১.০০
৪২।	দুর্গাপুর এল, এল, কলোনী হইতে	৪,৯১৮.০০
৪৩।	প্রমোদনগর এল, এল, কলোনী হইতে	৫,০৫৯.০০
৪৪।	ঘিলাতলী এল, এল, কলোনী হইতে	৪,৯৯৯.০০
৪৫।	শান্তিনগর এল, এল, কলোনী হইতে	৪,৯৪৫.০০
৪৬।	মধ্য কল্যাণপুর এল, এল, কলোনী হইতে	৪,৯৪৫.৫৫
৪৭।	রামদয়াল বাড়ী এল, এল, কলোনী	৫,১৯৯.৫৫
৪৮।	লক্ষ্মীনারায়ণপুর এল, এল, কলোনী	৫,০১৮.০০
৪৯।	আখরাবাড়ী এল, এল, কলোনী	৫,০৭০.০০
৫০।	কুঞ্জবন গ্রাম হইতে	৪,৬৯৯.০০
৫১।	মহারাণীপুর এল, এল, কলোনী	৪,৬৭৮.৬০
৫২।	রামকৃষ্ণপুর এল, এল, কলোনী	৪,৯৯১.০০
৫৩।	রাইমাশর্মা রাস্তা হইতে গুলিছড়া গঙ্গানগর এলাকায়	৪,৬৯৪.০০
৫৪।	গুলিছড়া হইতে বলদাবাড়ী	৪,৯৩৭.০০
৫৫।	বাটাবাড়ী হইতে তক্তিল বাড়ী	৩,৩৩৭.২০
৫৬।	বলদাবাড়ী হইতে বেটাবাড়ী	৪,৯৬৮.০০
৫৭।	তক্তিলবাড়ী হইতে পল্টনজয় বাড়ী ১নং	৩,৯৮১.৬০
৫৮।	ঐ ২নং	৫,০০০.০০
৫৯।	পল্টনজয় বাড়ী হইতে ঝালুকমারী বাড়ী ১নং	৪,৯৮৪.৫৫
৬০।	ঐ ২নং	৪,৭৮৭.০০
৬১।	জীবলামরজম বাড়ী হইতে চন্দ্রমণি পরাণবাড়ী ১নং	৪,৮৩১.১০

১	২	৩
৬২।	ঐ ২নং	৪,৮৫২.০০
৬৩।	চন্দ্রমণি পুরাণবাড়ী হইতে করক`রি ছড়া	৩,৫৬৩.০০
৬৪।	করকরি ছড়া হইতে ব্রহ্মছড়া ১নং	৩,৫৬৩.০০
৬৫।	ঐ ২নং	৩,৪৬২.০০
৬৬।	ইচরবিল হইতে হাদরাই বিদ্যালয় ১নং	৪,১২৮.০০
৬৭।	হাদরাই বিদ্যালয় হইতে তারাচন্দ্রপাণি ১নং	৪,৮৭৭.৮০
৬৮।	ঐ ২নং	৪,৮৭৪.৫৯
৬৯।	ইচরবিল হইতে হাদরাই বিদ্যালয় ২নং	৪,৯৯৮.০০
৭০।	ত্রিশাবাড়ী হইতে হাদরাই রাস্তা	৪,৩৮৫.০০
৭১।	করইলং হইতে ধানচাকমা এল, এল কলোনী	৪,৯০৮.০০
৭২।	২৯, আসাম আগরতলা রোড হইতে মাইগঙ্গা	৪,৯৮০.০০
৭৩।	মাইগঙ্গা হইতে অফিসটিলা	৩,৩৭১.০০
৭৪।	অফিস টিলা হইতে নারায়ণ ছড়া	৭,৯৮৫.০০
৭৫।	নারায়ণপুর হইতে কৃষ্ণপুর	৪,৯০১.০০
৭৬।	কৃষ্ণপুর হইতে দেবীকত্রা বাড়ী	৫০০১.০০
৭৭।	দেবীকত্রা বাড়ী হইতে মহারাণীপুর	৪৪৩১.০০
৭৮।	বীরবাসা বাড়ী হইতে গর্নকীরাম বাড়ী ১নং	৪,৯২৭.০০
৭৯।	ঐ ২নং	৪,৯৭০.০০
৮০।	গনকিরাম বাড়ী হইতে খুমুনি বাড়ী	৪৯১২.০০
৮১।	বিরবাসা বাড়ী হইতে কুসুম চৌধুরী পাড়া	৪,৪৭৪.০০
৮২।	রাইমা সুরমা রোড হইতে নব রিয়াং পাড়া	৪,৮৫৩.০০
৮৩।	নবকুমার বাড়ী হইতে খুমপাড়া	৪,৪৫৮.০০
৮৪।	চাকলাহা বাড়ী হইতে বিরজা বাড়ী ১নং	৪,৯২৬.০০
৮৫।	ঐ ২নং	৪,৮৩২.০০
৮৬।	রাইমা সুরমা রোড হইতে কুশীধান নূতন বাড়ী ১নং	৪,৯৩২.০০
৮৭।	কল্যাণপুর হইতে বৈরাগী পাড়া	৪,৫১২.০০
৮৮।	ব্রহ্মছরা হইতে গামির টিলা ১নং	৪,২০০.০০
৮৯।	ঐ ২নং	৫,৪৩২.০০
৯০।	রাম ভণ্ডাল বাড়ী হইতে আথরা বাড়ী এল, এল, কলোনী	৫০০.০০
৯১।	কুঞ্জবন হইতে কালী বাড়ী	৩,৬৬৯.০০
৯২।	গড়িয়া ভাফাড়ের পুলিশ ক্যাম্প হইতে চাঁদথলা বাজার ১নং	৪,৯৭৪.০০

১	২	৩
৯৩।	শান্তি বর্ম্মণ বাড়ী হইতে বন্দর খোয়ারা বাজার	৫,৯৫৭.০০
৯৪।	কল্যানপুর টি, গার্ডেন হইতে আথরা বাড়ী এল, এল, কলোনী	৫,০০০.০০
৯৫।	কল্যাণপুর বাজার হইতে গড়িয়া দফাদার পুলিশ কলোনী	৪,৯৯৮.০০
৯৬।	উত্তর ঘিলাতলা হইতে দক্ষিণ প্রমোদ নগর ভায়া বন্দর খোরাকা (১নং)	৪,৪০৯.০০
৯৭।	— ঐ (২নং)	৪,৯৪৯·০০
৯৮।	— ঐ (৩নং)	৫,৯৯৩·০০
৯৯।	জীবনলাল মরসুম বাড়ী হইতে বেলাহামরশুম পাড়া	৪.৪১৪·০০
১০০।	বেলাহমরশুম পাড়া হইতে নবজয় রিয়াং চন্দ্র পাড়া	৪,৩৮৮·০০
১০১।	জীবলাল মরশুম বাড়ী হইতে পণ্ডিবাই রিয়াং পাড়া	৪,৪৮৯·০০
১০২।	নবজয় রিয়াং চৌধুরী পাড়া হইতে ব্রজলাল চন্দ্র পাড়া	৪,২৮৫·০০
১০৩।	শান্তি নগর হইতে দুর্গাপুর গ্রাম	৫,০৭৩·০০
১০৪।	দুর্গাপুর হইতে ঘীলাটিলী	৪,৮৭০·০০
১০৫।	ঘীলাটিলা হইতে প্রমোদ নগর	৪,১০৫·০০
১০৬।	রাজনগর হইতে শান্তি নগর	৪, ৩৬·০০
১০৭।	এ. এ. রোড হইতে জীলাছড়া	৪,৬০৩·০০
১০৮।	জীলাছড়া হইতে পলাতকাবাড়ী	৪,৬৫৭·০০
১০৯।	রাইমা শরমা হইতে বুধিরাম বাড়ী	৪,৪৫৪·০০
১১০।	বুধিহাম বাড়া হইতে টোজেবাড়ী	৪,৮১০·০০
১১১।	টোজেবাড়ী হইতে বিক্রম বাড়ী	৪,২০৩·০০
১১২।	কুশিধন বাড়া হইডে পশ্চিম খোয়াই নদী	৪,৭৪৮·০০
১১৩।	চাকমা বাড়ী হইতে হলদিয়া (১নং)	৫,০১০·০০
১১৪।	চাকলাঘাট হইতে হলদিয়া (২নং)	৪,৯৯৯·০০
১১৫।	জীবলামরশুম বাড়া হইতে ন্যুনাছড়া	৪,৯০৮·০০
১১৬।	ন্যুনাছড়া হইতে মিত্রহাম চৌধুরী বাড়ী	৪,৭৭৯·০০
১১৭।	খুমবাড়ী হইতে জারীদেওয়ান বাড়ী	৪,৯৮১·০০
১১৮।	রাইমা বাড়ী হইতে ব্রীকাধাচন্দ্র পাড়া	৪,৭৫০·০০
১১৯।	ঈশ্বর চন্দ্র বাড়ী হইতে পাঞ্চজয় বাড়ী	৪,৮০০·০০
১২০।	পাঞ্চজয় বাড়ী হইতে খুমবাড়ী	৪,৮০০·০০
১২১।	রাইমা শরমা রাস্তা হইতে রাইমা বাড়ী	৪,০৬৩·০০
১২২।	কল্যাণপুর ঘীলাটলী হইতে (১নং)	৪,৪১০·০০
১২৩।	কল্যাণপুর হইতে ঘীলাটলী (২নং)	৪,৮৮৯·০০

১	২	৩
১২৪।	বালুছড়া দেওয়ান বাড়ী হইতে পুলিশ ক্যাম্প	৪,৯৭৩·০০
১২৫।	সারনং পুলিশ ক্যাম্প হইতে রাজবাড়ী	৪,৮৬১·০০
১২৬।	কল্যাণপুর হইতে নন্দকুমার পাড়া ভায়া রোয়াজনী	৪,৬০০·৯০
১২৭।	মহারাণীপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এল. এল. কলোনী (১নং)	৪,৬০০·০০
১২৮।	মহারাণীপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এল, এল, কলোনী (২নং)	৪,৫১৩·০০
১২৯।	মহারাণীপুর উচ্চ বিদ্যালয় হইতে এল, এল, কলোনী (২নং)	৪,৫১৩·০০
১৩০।	কল্যাণপুর হইতে ধানী চন্দ্র বাড়ী	৪.৯১৩·০০
১৩১।	করম রোয়াজ বাড়ী হইতে রবীকুমার রোয়াজা পাড়া	৪,৫৫০·০০
১৩২।	রবীকুমার রোয়াজা বাড়ী হইতে ভারত পাক সীমান্ত	৪,২২২·০০
১৩৩।	যাবন কুমার বাড়ী হইতে বেজুকুমার পূর্ণ বাড়ী	৪,৭৪৩·০০
১৩৪।	ব্রজরাই পুরণ বাড়ী হইতে খরং রেজারাই	৪,৩৪৩·০০
১৩৫।	বিক্রম বাড়ী হইতে পবন কুমার বাড়ী	৪,৬৭১·০০
১৩৬।	ডম্বরুং রাংখল বাড়ী হইতে চাংখাল বাড়ী	৪,৯৮০·০০
১৩৭।	চাংখাল কইকুং বাড়ী হইতে তীর্থ সোমাবাড়ী	৫,০০০·০০
১৩৮।	কল্যাণপুর বাগান বাজার হইতে পূর্ণদাস পাড়া	৪,৯৬৩·০০
১৩৯।	পূর্ণদাস পাড়া হইতে শান্তি নগর পুলিশ ক্যাম্প	৪,৯১৮·০০
১৪০।	রাজনগর হইতে উত্তর শান্তি নগর (২নং)	৪,৮০০·০০
১৪১।	রাজ নগর হইতে উত্তর শান্তি নগর (১নং)	৪,৯৮৮·০০
১৪২।	উত্তর শান্তির বাজার হইতে দক্ষিণ শান্তির বাজার	৪,৬০২·০০
১৪৩।	দক্ষিণ শান্তির বাজার হইতে ঘিলাতলী	৪,৭২৫·০০
১৪৪।	উত্তর গোহরছড়া হইতে উত্তর মহারাণীপুর	৪,৬৮০·০০
১৪৫।	ঐ	৪,৭৯৮·০০
১৪৬।	উত্তর মহারাণীপুর বাজার হইতে	৪,৭০৪·০০
১৪৭।	মিত্রহাম বাড়ী হইতে পলটন জয় বাড়ী	৩,৮৫৩·০০
১৪৮।	ঐ	৩,৮০৮·০০
১৪৯।	ফলাচন্দ্র বাড়ী হইতে বালুছড়া	২,৬৮১·০০
১৫০।	বালুছড়া হইতে কেবনাহাম বাড়ী	২,৭৩২·০০
২৫১।	শম্ভু বাড়ী হইতে হাজারী বাড়ী	৩,৯২৭·০০
২৫২।	হাজারী বাড়ী হইতে কলরিয়া ছড়া	৪,৯০১·৩০
১৫৪।	করিয়াছড়া হইতে দুলমনি চৌধুরী পাড়া	৪,৯১৭.০০
১৫৫।	তীর্থ সোমবাড়ী	৪,২৪৩.৭০
১৫৬।	ত্রিপুরী বাড়ী হইতে জম্পি রোড	৪,০৬৭.৭০
১৫৭।	কুলরাম বাড়ী হইতে বজুকুমার নতুন বাড়ী	৩,৯৭৯.০০

১	২	৩	৪
১৫৮।	২নং ঐ		২,৮৪৭.০০
১৫৯।	৩নং ঐ		৩,০০০.০০
১৬০।	৩নং ঐ		৪৪০.০০
১৬১।	৫নং ঐ		৭০০.০০
১৬২।	বজুকুমার নতুনবাড়ী হইতে ফণাচন্দ্র বাড়া ১ নং		৫০০.০০
১৬৩।	২নং ঐ		
১৬৪।	১নং ফণাচন্দ্র বাড়ী হইতে চাকনাচা বাড়ী		৫,৫২৮.০০
১৬৫।	২নং ঐ		৪০০.০০
১৬৬।	চাকনাবাড়ী হইতে কুপিধন বাড়া		৩,৯৭৫.০০
১৬৭।	২নং ঐ		৪০০.০০
১৬৮।	টি. কে. রোড হইতে কল্যাণপুর উদ্বাস্তু কলোনী		২,৯৯৭.০০
১৬৯।	কল্যাণপুর উদ্বাস্তু কলোনী হইতে কুমদখলা বাড়ী এন. এন. কলোনী		৪,৯৩১.০০
১৭০।	১নং রামদয়াল এন. এন. কলোনী হইতে ছনখলা বাজার		৪,৯৭৫.০০
১৭১।	২নং ঐ		৪,৯৯২.০০
১৭২।	দুর্গাপুর এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৯১৮.০০
১৭৩।	প্রমোদনগর এন. এন. কলোনী হইতে		৫,০৫৯.০০
১৭৪।	ঘিলাতলি এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৯৯১.০০
১৭৫।	শান্তিনগর এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৯৪৫.০০
১৭৬।	মধ্য কল্যাণপুর এন. এন. কলোনী হইতে		৫,১৯৯.৫৫
১৭৭।	রামদয়াল বাড়া এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৯৯৫.০০
১৭৮।	লক্ষীনারায়ণপুর এন, এন, কলোনী হইতে		৫,০১৮.০০
১৭৯।	আথড়াবাড়ী এন. এন. কলোনী হইতে		৫,০৫০,০০
১৮০।	কল্যাণপুর গ্রাম হইতে		৪,৫৯৯,৫০
১৮১।	মহারাণীপুর এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৬৭৮.৬০
১৮২।	রায়কৃষ্ণপুর এন. এন. কলোনী হইতে		৪,৯৯১.০০
১৮৩।	রাইমা শর্ম্মা রোড হইতে মুদিছড়া (গঙ্গানগর)		৪,৬৯৪.০০
১৮৪।	পুনিছড়া হইতে বলদাবাড়া		৪,৯৩৭.০০
১৮৫।	বলদা বাড়ী হইতে তক্তা বাড়ী		৩,৩৩৭,২০
১৮৬।	বলদাবাড়ী হইতে লতা বাড়ী		৪,৯৬৮.০০
১৮৭।	১নং তর্কতিনা বাড়ী হইতে পল্টনজয় বাড়ী		·.৯৮১.৬০
২৮৮।	২নং ঐ		৫,০৫০.০০
১৮৯।	২নং পল্টনজয় বাড়ী হইতে বদকুমনি বাড়ী		৪,৯৮৭.৫৫

১	২	৩
১৯০।	২নং ঐ	৪,৭৮৭.০০
১৯১।	জীবলাল মরসুম বাড়ী হইতে চন্দ্রমণিপুর	৪,৮৩১.১০
১৯২।	২নং ঐ	৪,৮৫২.০০
১৯৩।	চন্দ্রমণি পুরাতন বাড়ী হইতে করকরিয়া ছড়া	৩,৪৬৩.০০
১৯৪।	১নং করকরিয়া ছড়া হইতে ব্রহ্মছড়া	৩,৫৬৩.০০
১৯৫।	২নং ঐ	৩,৪৬২.০০
১৯৬।	ইছারবিল হইতে হাদ্রাই স্কুল ১নং	৪,৭২৮.০০
১৯৭।	হাদরাই স্কুল হইতে তারাচন্দ্র রু.পনী বাড়ী ১নং	৪,৮৭৭.০০
১৯৮।	২নং ঐ	৪,৮৭৪.০০
১৯৯।	ইছারবিল হইতে হাদরাই স্কুল ২নং	৪,৮৯৮.০০
২০০।	ত্রিশাবাড়ী হইতে হাদরাই রোড	৪,৭৮৫.০০
২০১।	করইমুং হইতে ইদচাক্‌মা এন. এন. কলোনী	৪,৯০৮.০০
২০২।	২৯ এ. এ. রোড হইতে মাইগঙ্গা	৪,৯৮০.০০
২০৩।	মাইগঙ্গা হইতে আদিমটিলা	২,৩৭১.০০
২০৪।	আদিমটিলা হইতে নারায়ণছড়া	৪,৯৮৫.০০
২০৫।	নারায়ণপুর হইতে কৃষ্ণপুর	৪,৯০২.০০
২০৬।	কৃষ্ণপুর হইতে দেবীকবরা বাড়ী	৩,৯০০.০০
২০৭।	দেবীকবরা বাড়ী হইতে মহারাণীপুর	৪,৪৩১.০০
২০৮।	১নং বীরবাসা বাড়ী হইতে সদকি বাস বাড়ী	৪,৯২৭.০০
২০৯।	২নং ঐ	৪,৯৭৮.০০
২১০।	পণক রাজ বাড়ী হইতে কলুনী বাড়ী	৪,৯১২.০০
২১১।	রাইমা শরমা রোড হইতে নবরিয়াং পাড়া	৪,৮৫৩.০০
২১২।	বীরবাসা বাড়ী হইতে কুসুম চৌধুরা পাড়া	৪,১৭৪.০০
২১৩।	নবকুমার বাড়ী হইতে খুমবাড়ী	৪,৪৫৮.০০
২১৪।	চাকমাহাবাড়ী হইতে বিরজাবাড়ী	৪,৯২৬.০০
২১৫।	২নং ঐ	৪,৮৩২.০০
২১৬।	১নং রাইমা সরমা রোড হইতে কুশিধন নতুন বাড়ী	৪,৯৩২.০০
২১৭।	কল্যাণপুর হইতে বৈরাগী বাড়ী	৪,৫১২.০০
২১৮।	১নং ব্রহ্মছড়া হইতে গামাইরটিলা	৪,২০০.০০
২১৯।	২নং ঐ	৫,৪৩২.০০
২২০।	রামদয়াল বাড়ী হইতে আখড়াবাড়ী এন. এন. কলোনী	৫,০৪৭.০০
২২১।	কুঞ্জবন হইতে কামি বাড়ী	৩,৬৬৯.০০
২২২।	গড়িয়া দফাদার পুলিশ ক্যাম্প হইতে ছনখলা বাজার	৪,৯৭৪.০০

১	২	৩	৪
	২২৩।	শান্তিবর্ম্মণ বাড়া হইতে বন্দারক জোয়ারী বাজার	৪,৯৫৭.০০
	২২৪।	কল্যাণপুর চা-বাগান হইতে আখরা বাড়ী	৫,০০০.০০
	২২৫।	কল্যাণপুর বাজার হইতে গবিয়া দফাদার পুলিশ ক্যাম্প	৪,৯৯৮.০০
	২২৬।	উত্তর ঘিলাতলী হইতে বন্দারক হাওয়ারী হইয়া প্রমোদনগর	৪,৪০৯.০০
	২২৭।	২নং ঐ	৪,৯৪১.০০
	২২৮।	৩নং ঐ	৪,৯৯৩ ০০
	২২৯।	জীবলাল মরসুম বাড়ী হইতে পণ্ডিরাই রিয়াং পাড়া	৪,৪৮৯.০০
	২৩০।	জীবলাল মবসুম বাড়ী হইতে বেনাহাম মৌরাহাম পাড়া	৪,৪১৫.০০
	২৩১।	বেজাহাম মরসুম পাড়া হইতে নবজয় রিয়াং চন্দ্র পাড়া	৪,৩৮৮.০০
	২৩২।	নবজয় রিয়াং চৌধুরী পাড়া হইতে ব্রজলাল চন্দ্র পাড়া	৪,২৮৫.০০
	২৩৩।	শান্তিনগর হইতে দুর্গাপুর গ্রাম	৫,০৭৩.০০
	২৩৪।	দুর্গাপুর হইতে ঘিলাতলি	৪,৮৭০.২৫
	২৩৫।	ঘিলাতলি হইতে প্রমোদনগব	৪,১০০.০০
	২৩৬।	রাজনগব হইতে শান্তিনগর	৪,৩৩৬.০০
	২৩৭।	এ. এ. রোড হইতে জিয়ানছড়া	৪,৬০৩.০০
	২৩৮।	জিযানছড়া হইতে পলতাফা বাড়ী	৪,৬৫৭.০০
	২৩৯।	রাইমা সবমা হইতে বৃদাবাস বাড়ী	৪,৪৫৪.০০
	২৪০।	বুদাহাম বাড়ী হইতে জুজুবাড়ী	৪,৯১০.০০
১৫। তেলিয়ামুড়া খোয়াই,	২৪০।	বুজেবাড়ী হইতে কৃষরামবাড়ী	৪,২০৩.০০
	২৪১।	কুশিবনবাড়ী হইতে পব খোয়াই নদী	৪,৭৪৮.০০
	২৪২।	চাকনাগাঘাট হইতে হালদিয়া (গ্রুপ ১)	৫,০১০.০০
	২৪৩।	ঐ (গ্রুপ ২)	৪,৯৯৯.০০
	২৪৪।	জীবনামারসুম বাড়ী হইতে সোনাছড়াসুম বাড়ী	৪,৯০৮.০০
	২৪৫।	নোরাইয়া হইতে মিত্রবাম চৌধুরীবাড়ী	৪.৭৭৯.০০
	২৪৬।	কুমবাড়ী হইতে জুরিদোয়ারবাড়ী	৪,৯৮১.০০
	২৪৭।	রাইমাবাড়ী হইতে বুক্ষদা চন্দ্র পাড়া	৪,৭৫০.০০
	২৪৮।	ইশ্বরচন্দ্র বাড়ী হইতে পদজয়বাড়ী	৪.৮০০.০০
	২৪৯।	পদজয় বাড়ী হইতে ধুমবাড়ী	৪,৬১০.০০
	২৫০।	রাইমা সরমা রোড হইতে তাইমাবাড়ী	৪,০৬৩.০০
	২৫১।	কল্যাণপুর হইতে ঘিলাতলি বহার (গ্রুপ ১)	৪,৯৮৯.০০
	২৫২।	ঐ (গ্রুপ ২)	৪,৪১০.০০
	২৫৩।	বালুছড়া দেওয়ান ছাড়া হইতে সবংদি	৪,৯৭৩.০০

১		২	৩
	২৫৪।	সর্ব্বং দি ক্যাম্প হইতে রোপাইবাড়ী	৪,৮৬১·০০
	২৫৫।	কল্যানপুর হইতে রজণী সর্দ্দার পাড়া হইয়া নন্দকুমার পাড়া	৪,৬০০·০০
	২৫৬।	মহারাণীপুর সিনিয়ার স্কুল হইতে এল,এস কলোনী (গ্রুপ ১)	৪,৬০০.০০
	২৫৭।	ঐ (গ্রুপ ২)	৪,৫১৩·০০
	২৫৮।	কল্যানপুর হইতে ধনীচন্দ্র বাড়ী	৪,৯১৩·০০
১৫। মোহনপুর	১।	বড় কাঠাল বটমনি রাস্তা (গ্রুপ নং ১,২,৩)	১৪,৫০০·০০
	২।	চাচু বাজার হইতে দাসপাড়া বোড	৫,০০০·০০
	৩।	রাধানগর রোড হইতে চাচুবাজার রোড	৪,৭৮৭·০০
	৪।	বল্লাছেড়া—রাধানগর বোড	৪,৯০০·০০
	৫।	মোহনপুর সিমনা রোড হইতে বড়গাথা বোড	৪,৮৬৫·০০
	৬।	বড়গাথা রোড হইতে বল্লাছেড়া রোড	৫,০০০·০০
	৭।	কালাছেড়া হইতে সোনারাম (গ্রুপ ১,০)	১০,০০০·০০
	৮।	সোনারাম হইতে মনটনা	৫,০০০·০০
	৯।	জগৎপুর হইতে বটকাঠাল	৫,০০০·০০
	১০।	ব্রজবিনোদপুর হইতে ব্রজেন্দ্রনগর	৪,৪৩২·০০
	১১।	কৃষ্ণপুর গোপাট হইতে দাওদা রাণী	৪,৯৪৪·০০
	১২।	সোনারাম হইতে ব্রজবিনোদিনীপুর গ্রাম	৫,০০০·০০
	১৩।	রাঙ্গাছেড়া হইতে স্বরেন্দ্রনগর গ্রাম	৪,৫৬০·০০
	১৫।	জগৎপুর হইতে রাঙ্গাছেড়া বোড	৪,৯৮০·০০
	১৫।	কাচুবাজার হইতে বড়মুড়া রোড (গ্রুপ ১—৭)	৩৪,৮৮৭·০০
	১৬।	৭৯ টীল্লা হইতে কুঞ্জবন হইয়া কামালঘাট	২,৯৪৪·০০
	১৭।	উত্তর দেবেন্দ্রনগর বাস্তা	১,৩২০·০০
	১৮।	ব্রজবিনোদিনীপুর হইতে জুমিয়া কলোনী—সুবলসিং গ্রুপ ১,	৩,৫০০·০০
	১৯।	ব্রজবিনোদিনীপুর হইতে সিদল (গ্রুপ ১,২)	৬,০০০·০০
	২০।	শালবাগান হইতে চান্দমারী টীল্লা	৪,৮২৫·০০
	২১।	উত্তর দেবেন্দ্রনগর	৩,৫৪৫·০০
	২২।	নবগ্রাম হইতে দারোগামোড়া (গ্রুপ ১)	৪,৮৮০·০০
	২৩।	নবনগর হইতে দারোগামোড়া (গ্রুপ ২,৩)	৮,৯২৪·০০
১৬। ছামনু	১।	ছামনু চৈলেংটা হইতে ভিতর মৈগমা নুতন রাস্তা	৪,৫০০·০০
কৈলাসহর	২।	হংস রোয়াছাপাড়া (বঙ্গচিল) হইতে রাজপুত্র রোয়াছা পাড়া (কালটীলা)	৫,০০০·০০

১	২	৩
৩।	জমুতালুকদার পাড়া হইতে বিশ্বরাম রিয়াং পাড়া	৩,৭০০.০০
৪।	ধুমছেড়া হইতে কালাটীল্লা (গ্রুপ ১)	৫,০০০.০০
৫।	—ঐ— গ্রুপ ২	৫,০০০.০০
৬।	—ঐ— গ্রুপ ৩	৫০০০.০০
৭।	ধুমছেড়া হইতে শ্রীধন রোয়াজা পাড়া (গ্রুপ ১)	৫,০০ .০০
৮।	—ঐ— (গ্রুপ ২)	৫,০০০ ০০
৯।	মাছাড় হইতে কাঠালছেড়া (গ্রুপ ১)	৫,০০০.০০
১০।	—ঐ— (গ্রুপ ২)	৫,০০০.০০
১১।	ঘাঘড়াছেড়া হইতে হৈলেংটা	৫,০০০.০০
১২।	ঘাঘড়াছেড়া হইতে চালিতাছেড়া	৪,৯২০.০০
১৩।	চালিতাছেড়া হইতে সোনারাই	৪,৮২০.০০
১৪।	সোনারাই হইতে ছামনু (গ্রুপ—১)	৪,৮২০.০০
১৫।	ঐ (গ্রুপ—)	৪,৯২০.০০
১৬।	লালছেড়া হইতে গঙ্গাছেড়া	৪,৮২০.০০
১৭।	দেমছেড়া-ছামনু হইতে কবিটাদেববর্মা পাড়া হইয়া কাঠালছেড়া	৪,১৫০.০০
১৮।	মাণিকপুর হইতে রাজধর	৩,৭০০.০০
১৯।	হৈলেংটা হইতে ভিতরমৈনামা নূতন রাস্তা	৫,০০০.০০
২০।	হংসরোয়াজাপাড়া (বগাবিল) হইতে বাজপুন রোয়াজা-পাড়া (কাঠালিয়া)	৫০০০.০০
২১।	জমুতালুকদার পাড়া হইতে বিশ্বরাম রিয়াংপাড়া নূতন	৩,৭০০.০০
২২।	মৈনামাবাজার হইতে লালছেড়া প্রস্তাবিত রাস্তা	৪,৬০০.০০
২৩।	ঐ (গ্রুপ—১)	৫০০০.০০
২৪।	মাছালি হইতে পঃ মাছলি রোড	৫০০০.০০
২৫।	ধুমাছেড়া কালাটীল্লা (গ্রুপ—১)	৫০০০.০০
২৬।	ঐ (গ্রুপ—২)	৫০০০.০০

১	২	৩
২৭।	ধুমাছড়া কালাটিল্লা (গ্রুপ—৩)	৫০০০.০০
২৮।	ধুমাছেড়া হইতে সারিধন রোয়াজা পাড়া (গ্রুপ—১)	৫০০০.০০
২৯।	ঐ (গ্রুপ—২)	৫০০০.০০
৩০।	মাছালি হইতে কাঠালিয়াছেড়া (গ্রুপ—১)	৫০০০.০০
৩১।	ঐ (গ্রুপ—২)	৫০০০.০০
৩২।	তারাবনছেড়া হইতে ঘাঘড়াছেড়া	৪,৯৮০.০০
৩৩।	এ. এ. রোড হইতে বিদ্যামানিক ছেড়া	৪,৮৮১.০০
৩৪।	মুণ্ডাপাড়া হইতে হরিদাস বৈষ্ণবপাড়া	৪,৯৪৪.০০
৩৫।	শিবরামবাড়ী হইতে সন্ধসিঙ্গি পাড়া	৪,৯৮০,০০
৩৬।	রতন রোয়াজাপাড়া হইতে গামাধনরোয়াজা পাড়া	৪,৭০৫.০০
৩৭।	গুণধর রোয়াজাপাড়া হইতে কুমারধন রোয়াজাপাড়া	৪,৩৪৭.০০
৩৮।	কুমারধন রোয়াজাপাড়া হইতে রণচন্দ্র রোয়াজাপাড়া	৪,৯৯২.০০
৩৯।	ছৈলেংটা হইতে ভিতর মৈনামা নূতন রাস্তা	২,৬৮৭.০০
৪০।	নংসারোয়াজাপাড়া (বগাবিল হইতে রাজচন্দ্রপাড়া)	৩,৫৫২,০০
৪১।	জমাতালুকদার পাড়া হইতে বিশরাম নূতন রাস্তা	৩,৭০০.০০
৪২।	মৈনামা বাজার লালছড়া প্রস্তাবিত (গ্রুপ—১)	২,৩৮৯.০০
৪৩।	ঐ (গ্রুপ—২)	১,০২০.০০
৪৪।	ধুমাছেড়া কালাটীল্লা (গ্রুপ—২)	২,৬৮৬.০০
৪৫।	ঐ (গ্রুপ—৩)	২,০৪৭.০০
৪৬।	মনুধুমাছেড়া রোড জোমিরছেড়া হইতে সারিধন রোয়াজাপাড়া ২ মাইল	৩,৯৯৩.০০
৪৭।	সারিধন রোয়াজাপাড়া হইতে বৈষ্ণবচরণ রোয়াজাপাড়া (ওল্ড) ৩ মাইল	৪,৩৭৩.০০
৪৮।	বৈষ্ণবচরণ রোয়াজাপাড়া (ওল্ড) হইতে যতীন্দ্র রোয়াজাপাড়া ৩৷৷০ মাইল	৪,৪৬২.০০
১৭।	ডুম্বুরনগর	
	অমরপুর রাইমা হইতে দিনসিংনারায়ণবাড়ী ৫ মাইল	৮,০৪৯.০০

UNSTARRED QUESTION NO. 443.

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

প্রশ্ন

১। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের রোড কনট্রাকসন ১৯৬৭-১৯৬৮ ইং সনের বাজেট প্রভিসন কত ?

২। কোন সাবডিভিসনে কোন্ রোডে কত টাকা খরচ হইয়াছে।

৩। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের ওয়াটার স্কীমের বাজেট প্রভিসন কোন সাবডিভিসনে কত এবং কত টাকার কাজ কোন সাবডিসনে হইয়াছে ?

উত্তর

১। ৭,০০,০০০·০০ টাকা (সাতলক্ষ টাকা)।

২। মহকুমা ভিত্তিক রাস্তা তৈয়ারী বাবত খরচের হিসাব এতদসঙ্গে দেওয়া হইল। (Annexure "A")

৩। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ওয়াটার স্কীমের ১৯৬৭-৬৮ ইং আর্থিক বৎসরে বাজেট প্রভিসন ১,১০,০০০·০০ (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। মহকুমা ভিত্তিক বা ব্লক ভিত্তিক কোন বাজেট প্রভিসন নাই। যাহা হউক যেহেতু ব্লক ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হয় সেই হেতু ব্লক ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং তদনুসারে ব্লক ভিত্তিক ওয়াটার স্কীমের ব্যয়ের হিসাব এতদ সঙ্গে দেওয়া হইল (Annexure "B")।

মহকুমার নাম	ব্লকের নাম	রাস্তার নাম	মোট খরচ
১। খোয়াই	খোয়াই ব্লক	১। কলাবাড়া প্রাইমারী স্কুল হইতে উট্‌পলবাড়ী	৩,৭৭৫·৮০
		২। বৈজলবাড়ী স্কুল হইতে বৈজলবাড়ী পূর্ব্বপাড়া	৩,৮৯৬·০০
		৩। মনাইছড়া হইতে রাতটিলা বাজার	৪,৩২৭·০০
	তেলিয়ামুড়া ব্লক	৪। হাটকাথা বাজার হইতে গৌবনগর	৩,৭১৫·৬০
		৫। হাটকাথা বাজার হইতে পদ্মবিল বাজার	৫৬৯·০০
		৬। হাটকাথা বাজার হইতে মুড়িবাড়ী	৪,৪৫২.০০
২। সোনামুড়া	মেলাঘর ব্লক	১। কামরাঙ্গাতলী হইতে তৈসামা	১,৯৪৬·০০
		২। কাঁঠালিয়া হইতে থলিবাড়ী	৩,৮৩৭·০০
৩। বিলোনীয়া	বগাফা	১। কাকেলিয়া ফরেষ্ট অফিস হইতে মুহুরীপুর	৩,৬০০·০০
		২। চকেথাউবাড়ী হইতে জগবাড়ী	৫,০০০·০০
		৩। চিন্তারামবাড়ী হইতে জগবাড়ী	৫,০০০·০০

১	২	৩
বিলোনীয়া	রাজনগর ব্লক	
	১। জগবাড়া হইতে দোছেরা	৫,০০০·০০
	২। চরকবাড়া সুপারভাইজর অফিস হইতে কং চৌধুরী পাড়া	৫,০০০·০০
	৩। যাবাইগ্রাইবাড়ী হইতে টকেথাউবাড়া	৫,০০০·০০
	৪। জগবাড়ী হইতে তেপাতিয়াচন্দ্র বাড়া	৫,০০০·০০
	৫। বগাফা ব্লক হেড্ কোয়াটার হইতে প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার	১,৭৫৫·০০
	৬। জলাইবাড়া হইতে থাঙ্গা চৌধুরাপাড়া (গ্রুফ—১)	৪,৯৭২·০০
	৭। —ঐ— (গ্রুফ—২)	৪,৭৮০·০০
	৮। করইকা বাড়া হইতে বাঙ্গালা বাড়া	৪,৯৯৩·৩৭
	৯। আনন্দপাড়া হইতে থাঙ্গুছেড়া	৪,৮৭৫·৯২
	১০। থাঙ্গুছেড়া হইতে দেবীপুর	৪,৯৪২·০৬
	১১। কলসী এম্ টি কলোনী (গ্রুফ—১)	৫০০০·০০
	১২। ঐ (গ্রুফ—২)	৪·৯৮৯·৬৯
তেলিয়ামুড়া	১। দুর্গাপুর ভূমিহীন কলোনী হইতে	৪৯১·৮০
	২। প্রমোদনগর কলোনী হইতে	৪৯৬·০০
	৩। খিলাতলী ভূমিহীন কলোনী হইতে	৫০০·০০
	৪। শান্তিনগর ঐ	৫৭৩·০০
	৫। মধ্যকল্যাণপুর ঐ	৫০০·০০
	৬। রামদয়ালবাড়ী ঐ	৫৯৩·০০
	৭। লক্ষী নারায়ণপুর ঐ	৫,০০০·০০
	৮। আল্ রা বাড়া ভূমিহীন কলোনী	৪৯১·০০
	৯। কুঞ্জবন গ্রাম হইতে	৪৭১·৪০
	১০। মহারাণীপুর ভূমিহীন কলোনী	৪৬৮·৪০
	১১। রামকৃষ্ণপুর ভূমিহীন কলোনী	৪৯৯·০০
	১২। রাইমা শরমা রাস্তা হইতে গুলিছেড়া	৬,৫২৬·০০
	১৩। গুলিছেড়া হইতে বলদবাড়ী	১,৯৮২·২০
	১৪। বলদবাড়া হইতে তকতিলাবাড়ী	১,৫৮৯·২৫
	১৫। বলদবাড়ী হইতে বেটাবাড়ী	১,৯৬১ ৯৫
	১৬। তকতিলা বাড়ী হইতে কলটাজয় বাড়ী (গ্রুফ—১)	১,২৯৭·০০
	১৭। তকতিলাবাড়ী হইতে ফল্টনজয়বাড়ী (গ্রুপ ২)	১,৪৯৩.০৪
	১৮। ফল্টনজয়বাড়ী হইতে বনকুমনি বাড়ী (গ্র প ১)	১,২৮৩.২৫

১	২	৩
	১৯। ফল্টনজয় বাড়ী হইতে বলকুমনি বাড়ী (গ্রুপ ২)	১,৪৫৬.৩০
	২০। জীবলাল মরশুমবাড়ী চন্দ্রমণি পুরাণবাড়ী (গ্রুপ ১)	৮৬৩.০০
	২১। ঐ (গ্রুপ ২)	১২৮৩.৫০
	২২। ঐচারবিল হইতে হরদাই স্কুল (গ্রুপ ১)	৪,১২৮.৮০
	২৩। হরদাই স্কুল হইতে তারাচন্দ্রমিনি বাড়ী (গ্রুপ ১)	২,৬৬৯.৫০
	২৪। ইচারবিল হইতে হরদাই স্কুল (গ্রুপ ২)	২,৩১৮,০০
	২৫। হরদাই স্কুল হইতে তারাচন্দ্র মনি বাড়ী (গ্রুপ ২)	২,৬৪৭ ০০
	২৬। ত্রিসাবাড়ী হইতে হরদাই	৪,৭৮৫,০০
	২৭। করইলং হইতে ধনচাকমা ভূমিহীন কলোনী	৩,৩৯৭.৭০
	২৮। ২৯ এ, এ, রোড হইতে মাইগঙ্গা	১,২১৮.২০
	২৯। মাইগঙ্গা হইতে অফিসটিলা	২,৪৪৭.০০
	৩০। অফিসটিলা হইতে নারায়ণছেড়া	৩,৩৮৮.৭০
	৩১। নারায়ণপুর হইতে কৃষ্ণপুর	৫০৭,০০
	৩২। বীরবাসাবাড়ী হইতে গংকারামবারী (গ্রুপ ১)	২,৮১০.০০
	৩৩। ঐ (গ্রুপ ২)	২,৮০৫.০০
	৩৪। গংকারামবাড়ী হইতে কুমুনীবাড়ী	৮৭১.০০
	৩৫। বীরবাসাবাড়ী হইতে কুসুন চৌধুরী পাড়া	২,৭২৯.৮০
	৩৬। রাইমাসরমা হইতে নকরংপাড়া	২,৮৪১.৩০
	৩৭। নব-ঐকুমারবাড়ী হইতে কুমবাড়ী	২,৫৩৬.০০
	৩৮। চক্‌লাগাবাড়ী বিবজাবাড়ী (গ্রুপ ১)	২,৮৮৩.০০
	৩৯। ঐ (গ্রুপ ২)	২,৮২৯.২০
	৪০। রাইমাসরমা হইতে কুশিধন নূতনবাড়ী (গ্রুপ ১)	৪,৯৩৩.০০
	৪১। কল্যাণপুর বৈরাগী পাড়া	২,০৪৭.০০
	৪২। ব্রহ্মছেড়া হইতে গমাইটিলা (গ্রুপ ১)	১,৩৭৪.০০
	৪৩। ঐ (গ্রুপ ২)	৮৭১.০০
	৪৪। রামদয়ালবাড়ী হইতে আথাগরবাড়ী ভূমিহীন কলোনী	২,২৭৩.৭৫
	৪৫। কুঞ্জবন হইতে কালীবাড়ী	৯১৭.০০
	৪৬। গরিয়াদফাদার পুলিশ ক্যাম্প ছনখলা বাজার	১,৬৮৯.০০
	৪৭। শান্তিবর্ম্মণ বাড়ী হইতে বন্দর খোয়ারী বাজার	২,১৩৪.৮০
	৪৮। কল্যাণপুর চা বাগান হইতে আথরাবাড়ী উদ্বাস্তু কলোনী	৫০০.০০
	৪৯। কল্যাণপুর বাজার হইতে গরিয়াদফেদার পুলিশ ক্যাম্প	১,৬৭৪.০০
	৫০। উত্তর ঘিলাতলী হইতে প্রমোদনগর (বন্দর খোয়াই	

১		২	৩
		হইয়া) (গ্রুপ ১)	৪৪০৯.১০
	৫১।	ঐ (গ্রুপ ২)	১৭৬৫.৭০
	৫২।	ঐ (গ্রুপ ৩)	৩০৫৭.৯০
	৫৩।	মীরলাল মরশুমবাড়ী হইতে বেলাহাম মরশুম পাড়া	৪,৪১৫.০০
	৫৪।	বেলাহাম মরশুমপাড়া হইতে নবজয় রিয়াং পাড়া	৪ ৩৮৮.০০
	৫৫।	জীবলাল মরশুম বাড়ী হইতে পন্তিরাই রিয়াং	৪৪৮৯.০০
	৫৬।	নবজয় রিয়াং চৌধুরী ব্রজলাল চৌধুরী পাড়া	৪২৮৫.০০
	৫৭।	শান্তিনগর হইতে দুর্গাপুর	৩৯১২.৩০
	৫৮।	দুর্গাপুর হইতে খিলাতলী	৪ ৩১১.০০
	৫৯।	খিলাতলী হইতে প্রমোদনগর	৪১০৫.০০
	৬০।	রাজনগর হইতে শান্তিনগর	৪ ৩৩৬.২০
রাজনগর	১।	রতন বাড়ী হইতে বিলোনীয়া	২,৫৪০·৬০
	২।	সোনাইছড়ি (উত্তর) হইতে দঃ সোনাইছড়ি	১৬৭·৬০
	৩।	বিলোনীয়া ঋষ্যমুখ হইতে দেবীপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল	৪,৮৭৫·১০
	৪।	একিনপুর হইতে সিদ্দিনগর (গ্রুপ ২)	৪,৯১৪·০০
	৫।	(গ্রুপ ৩)	৪,৯৩০·২০
	৬।	নলুয়া হইতে মোহনসর্দ্দার পাড়া	১,৫৩০·৫০
	৭।	গজারিয়া হইতে কটুয়া বাড়ী	১,৫৪৪·০৩
	৮।	এস্ বি খামার হইতে সরত রোয়াজা পাড়া	৯৮১·৮০
	৯।	নলুয়া বাজার হইতে দুর্খীরাম রোয়াজা পাড়া	১,৮১১·১০
	১০।	নলুয়া বাজার হইতে যদুরাম পাড়া	২,২০২·৯৭
ছাউমনু ব্লক ——— কৈলাসহর	১।	মাসৌলি হইতে কাঁঠালছেড়া (গ্রুপ ১)	—
	২।	ঐ (গ্রুপ ২)	
	৩।	মাণিকপুর হইতে মালীধর রাস্তা (গ্র প ১)	—
৬। কৈলাসহর	৪।	মালিধর হইতে ২নং	—
চামনু	৫।	মানিকপুর হইতে রাজধরঘাট	—
	৬।	চামনু হইতে মানিকপুর রোড	—
৭। সদর	১।	জিরানীয়া হইতে মাজ্জাই ১নং	৫০০০·০০
জিরানিয়া	২।	ঐ ২নং	৫,০০০·০০
	৩।	দুর্গাচৌধুরী পাড়া হইতে রাজচন্দ্র পাড়া	৫,০০০·০০
	৪।	কোব্ রাখামার হইতে মঙ্গলসর্দ্দার পাড়া	৪,০৯৯·০০

১		২	৩
৮।	সদর বিশালগড়	১। সেন্ট্রাল রোড হইতে গাবর্দ্দি	৩,৯৮৯·০০
		২। বিশ্রামগঞ্জ হইতে গোলাঘাটি	৪,৬৮৭·০০
		৩। প্রতাপগড় হইতে যোগেন্দ্রনগর	৭,৩৪৯·০০
		৪। বড়দোয়ালী মিলনসঙ্গ হইতে পশ্চিম প্রতাপগড়	৪,৫৭১.০০
		৫। আনন্দনগর হইতে কালীবাড়ী	৩,৮০৮·০০
		৬। পূর্ব্ব প্রতাপগড় হইতে পশ্চিম প্রতাপগড়	৫,০০০·০০
		৭। বড়জলা হইতে প্রতাপগড় চণ্ডীঠাকুরবাড়ী	২,৬৯০·০০
		৮। বস্তালী হইতে বালুচরি রোড	৪,১০০·০০
		৯। টাকারজলা হইতে	৩,৭২০·০০
		১০। আমতলী টাকারজলা হইতে জম্পুইজলা বাজার ১নং	৪,০০০·০০
		১১। বিশ্রামগঞ্জ হইতে গোলাঘাটি	১,০০৫·০০
		১২। পশ্চিম চারুপাড়া হইতে মধবন	৫,০০০·০০
		১৩। পশ্চিম প্রতাপগড় হইতে বিশালগড় রোড	৫,০০০·০০
		১৪। ঈশানচন্দ্রনগর হইতে পি, ডব্লিউ রোড	৩৯০·০০
		১৫। সেপাইজলা ট্রাইবেল এরিয়া হইতে গোলাঘাটি	১,২০৫·০০
		১৬। ব্রজেন্দ্রনগর কলোনী হইতে কাঞ্চনমালা	৫,০৭০·০০
		১৭। বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুর মেইন রোড হইতে প্রমোদনগর	,৪৪২·০০
		১৮। দক্ষিণ আনন্দনগর হইতে ধনছড়া	৪,৯৬৭ ০০
		১৯। দক্ষিণ আনন্দনগর হইতে জাকুলবাচাই	৭,৯৫৬·০০
		২০। দক্ষিণ আনন্দনগর বাজার হইতে কাঞ্চনমালা	৬,৭০৫·০০
		২১। দক্ষিণ আনন্দনগর হইতে ধুপছড়ি	৪,৭৮[illegible]
		২২। ধারিয়াছরা হইতে তেলেবরন বিদ্যালয়	৪,৯০০·[illegible]
		২৩। বিশ্রামগঞ্জ হইতে উদয়পুর মেইন রোড আমতলা হইতে অমরেন্দ্র নগর ভায়া তুই চামকা বাড়ী এবং প্রমোদ নগর (৬নং)	৪,৯০৫.০৮
		২৪। মধুপুর হইতে কাঞ্চনমালা ৬৬-৬৭ সনে ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার স্কীম অনুযায়ী	২,৯৪৫·৯৮
		২৫। নোয়াবাড়ী হইতে দিলীপ কুমার	৩,৪৩০.৬৮
		২৬। সোনাপতি মৌজা (গ্রুপ ১নং)	—
		২৭। ঐ (গ্রুপ ২নং)	—
		২৮। চড়িলাম হইতে বরজলা	৩,১৬৫·৫০
		২৯। বিশালগড় ব্রজলাপুর হইতে লালসিংমুরা	৩,৪৯৬·৭৯
		৩০। কানাই বাড়ী হইতে বিশালগড়	৩,৫৮৮·৭৩

১	২	৩
	৩১। মধুপুর হইতে কইঢেপা (গ্রুপ ১নং)	১,৫৬৬·০০
	৩২। উত্তর চড়িলাম হইতে আরালিয়া	২,৫০৪·৭০
	৩৩। চরিলাম হইতে লালসিংমুড়া	২,৭৮১·০০
	৩৪। মধুপুর হইতে কইঢেপা (গ্রুপ ২নং)	৫,০০০·০০
	৩৫। ঐ (,, ৩নং)	৪,৯৯৬·২৫
	৩৬। বিশ্রামগঞ্জ—উদয়পুর জেইল রোড এবং আমতলী হইতে অমরেন্দ্র নগর প্রমোদ নগর ভায়া তক্কাবাড়ী	৭,৯৯৯·১১
১। কমলপুর সালেমা ব্লক	৩৭। এ, এ, রোড হইতে কাকমাজয় চৌধরী পাড়া ভায়া কাঞ্চনপুর কলোনী (গ্রুপ এ)	৮৫৬·০০
	৩৮। ঐ (,, বি)	৮৪৯·০০
	৩৯। ঐ (,, সি)	৪,৯১৬·০০
	৪০। কাঞ্চনপুর বাজার হইতে এ, এ, রোড ভায়া রাধামাণিক কলই সরদার পাড়া	২,১০০·০০
	৪১। গণ্ডাছড়া এপ্রোচ রোড (গ্রুপ ১নং) রাস্তা বর্দ্ধিত করন এবং প্রসস্থ করন	২,০৬০·০০
	৪২। ঐ (,, ২নং)	১,৭৮০·০০
	৪৩। বড়লুতমা হইতে সিংহমণি পাড়া (,, ১নং)	২,৮৯১·০০
	৪৪। ঐ (,, ২নং)	২,৫৪৭·০০
	৪৫। রাইমা সরমা সবক হইতে গোরাখাং রিয়াং চৌধুরী পাড়া	৮০০·০০
	৪৬। বান্দিপাঁর হইতে সান্তালগি (গ্রুপ ৩নং)	২৯৩·০০
	৪৭। বারালুতমা হইতে সিংমুণি পাড়া ২০ ফুট সি, সি, টি ব্রীজ তৈরী এবং ড্রাম কালর্ভাট	১,০৩৩·০০
১। অমরপুর অমরপুর এম, পি, ব্লক	৪৮। নূতন বাজার হইতে কড়ইছড়া গোপাট	৪,৮৭২ ০০
	৪৯। মন্ত্রীদাস বাড়ী হইতে মাপতারাই বাড়ী	৪,৮৪৩·০০
	৫০। রত্নচন্দ্র বাড়ী হইতে নতুন বাজর জলয়া রোড	৩,৯৩০·০০
	৫১। রত্নচন্দ্র বাড়ী হইতে ধন্না উচাই পাড়া	৪,৯২৬·০০
	৫২। গোবিন্দ রিয়াং বাড়ী হইতে টালিরাম রিয়াং বাড়ী	১,৬৮৬·০০
	৫৩। টালিরাম রিয়াং বাড়ী হইতে মাষ্টার বাড়ী	৪,৬৯৯·০০
	৫৪। অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে সোনাছড়া এস, টি কলোনী অনন্ত জমাতিয়া পাড়া পর্য্যন্ত	৩,৭৯৯·৭০

১	২	৩
	৫৫। অমরপুর ফেরী ঘাট হইতে বক্সরাই বাড়ী ট্রাইবেল কলোনী (গ্রুপ এ)	৪,৫৮০·০০
	৫৬। ঐ (,, বি)	৪,৫৮০·০০
১১। মোহনপুর	৫৭। ৭৯ টিলা হইতে কমল ঘাট রোড ভায়া কুঞ্জবন	১.৯৯৫.০৯
	৫৮। সাল বাগান হইতে চানমারি	৫,৯০০·০০
	৫৯। উত্তর দেবেন্দ্র নগর	৭,০১০·০০
	৬০। নবগ্রাম হইতে দারোগ্রামমুড়া (গ্রুপ ১ নং)	৪,৮৮০·০০
	৬১। বজনগর হইতে সুবলসিং (,, ১নং)	৪,৫৩৪·০০
	৬২। ব্রজনগর হইতে সুবলসিং (,, ২নং)	১,৫০০.০০
	৬৩। ব্রজ নগর হইতে বিনোদিনীপুর হইয়া সিধাই (সদর)	২,৭৫৬·০০
	৬৪। সাবিনোদিনীপুর হইতে সিধাই রাস্তা	৯,৯০০.০০
	৬৫। কাকুলিয়া ফরেষ্ট অফিস হইতে মুগুবিপুর	৩,৬০০.০০
	৬৬। পকিয়ার বাড়ী হইতে ফপর াড়া	৫,০০০·০০
	৬৭। চিন্তারাম বাড়ী হইতে ফল বাড়ী	৫,০০০·০০
	৬৮। মগবাড়ী হইতে দোছেড়া	৫,০০০.০০
	৬৯। চকুইবাই সুপারভাইজার অফিস হইতে মগ চৌধুরী পাড়া	৫.০০০.০০
	৭০। যাবাং রাম বাড়ী হইতে	৫,০৯০·০০
	৭১। মগবাড়ী হইতে সতীশ চন্দ্র করই	৫,০০০·০০
	৭২। বগাফা বি, এইস, হইতে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার	১,৭০৫·৯৩
	৭৩। কোনই বাড়ী হইতে সাধক চৌধুরী পাড়া (১নং)	৪,৯৭৭·০৭
	৭৪। জলাইবাড়ী হইতে রাঙ্গা চৌধুরী পাড়া (২ নং)	৪,৭১০·৪৩
	৭৫। করইয়াবাড়ী হইতে বাঙ্গালী বাড়ী	৪,৯৯৩·৩৭
	৭৬। অঙ্গপাড়া হইতে থাপুছড়া	৪,৮৭৫·৯২
	৭৭। রাঙ্গাছড়া হইতে দেবপুর	৪,৯৪২·০৬
	৭৮। কলসী সি, টি, রোড	৫,৯০৯·০০
	৭৯। ঐ (২নং)	৪,৯৮৯·৬৯
	৮০। তুইসামা ত্রিবাঙ্গাল কলোনীর অন্তর্গত	১,৯৪৬·০০
	৮১। কাঠালিয়া হইতে থালিবাড়ী	৩,৮৩৭·০০
১৪। সাব্রুম সাতচাঁন্দ ব্লক উদয়পুর	৮২। দামোথাই হইতে সমরেন্দ্রগঞ্জ	২,৫৪৯·০০
	৮৩। থাইবাং হইতে গোবিন্দ মাঠ	৬,৩৭৭·০০
	৮৪। গোকুলপুর—রাজনগর	৫,৩৭৭·০০

১		২	৩
উদয়পুর	৩।	কিল্লা হইতে ভট্টর বাড়ী হইয়া উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর (গ্রুপ ২)	৪,৮১৭.০০
	৪।	কিল্লা হইতে উঃ ব্রজেন্দ্রনগর হইয়া ভট্টর বাড়া (গ্রুপ ৩)	১,৬৫৩.০০
	৫।	কিল্লা হইতে উঃ ব্রজেন্দ্রনগর হইয়া ভট্টরবাড়ী (গ্রুপ ৪)	৩,৮৩৪.০০
	৬।	ঐ (গ্রুপ ৫)	৬৫২.০০
	৭।	ঐ (গ্রুপ ৬)	৪,০১৯.০৯
	৮।	পলটানা বাজার হইতে পলটানা স্কুল হইয়া নোয়াঘাট	২,৫৭৩.০০
	৯।	চারিয়া বাগ্মা হইতে ধারিয়া বাগ্মা হইয়া মনিখ্যা	৫০০০.০০
	১০।	উদয়পুর কাকড়াবন হইতে বিপিনগর	১,৯৫১.০০
	১১।	বাগমা বাজার ময়দাবাড়ী	১,৮৪২.০০
	১২।	শালধর হইতে গর্জ্জনমুড়া	৩,৭৮৩.০০
ধর্ম্মনগর-কাঞ্চনপুর	১।	উত্তবাইবাড়ী রীগাটাল (গ্রুপ ৩)	১০,৫৮০.০০
	২।	দেবীছড়া হইতে ট্রাইবেল অফিস (গ্রুপ ৫)	১২,৮৬২.০০
	৩।	কামিনী সরকার পাড়া হইতে ঈশান সরকার বাড়ী	৩,৩১৩.০০
	৪।	ঈশান সরকার বাড়ী হইতে পূর্ণজয় পাড়া	৭,৬৩২.০০
	৫।	তিলথাই হইতে পিপলাছড়া	৩,৫৭৭.০০
	৬।	খুদুর্গসাই হইতে উত্তম জয়পাড়া	৩,৩৪১.০০

১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেট বরাদ্দ

মোঃ ১,১০,০০০.০০ (এক লক্ষ দশ হাজার টাকা)

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	ব্লকের নাম	খরচ
১।	সদর	(১) জিরানিয়া	৯,২২০.০০
		(২) মোহনপুর	২৫,৯৫৭.০০
		(৩) বিশালগড়	২১,১২৭.০০
২।	সোনামুড়া	মেলাঘর	২,৭৭৭.০০
৩।	উদয়পুর	উদয়পুর	১৩,৭৭৫.০০
৪।	অমরপুর	অমরপুর ও ডুম্বুরনগর	৮৫১.০০
৫।	বিলোনিয়া	(১) বগাফা	৩,৪১০.০০
		(২) রাজনগর	৯০০.০০
৬।	সাব্রুম	সাঁতচান্দ	৮১৪.০০
৭।	খোয়াই	(১) তেলিয়ামুড়া	৪,১০২.০০
		(২) খোয়াই	৪,০২১.০০
৮।	কমলপুর	সালেমা	৭৪৮.০০
৯।	কৈলাসহর	(১) ছামনু	৭,৩৮১.০০
		(২) কুমার ঘাট	৩,৯৬১.০০

টাকা ১,০২,২০০.০০

এক লক্ষ দুই হাজার দুইশত টাকা।

UNSTARRED QUESTION NO. 475.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১। খোয়াই, রতনপুর, বেলছড়া, উত্তর পদ্মবিল এবং বগাবিলের উপজাতীয় জুমিয়া ও ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। তাহাদের কতজনকে কত টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

৩। যাহারা খাস জমি দখল করিয়া আছেন তাহাদের জমি জরিপ করার কাজ এবং উহা বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ শেষ হইয়াছে কি?

৪। যাহাদের অল্প টাকা পুনর্ব্বাসন সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বর্দ্ধিত হারে পুনর্ব্বাসন সাহায্য দেওয়া হইবে কি?

ANSWER

১। উত্তর পদ্মবিলের ২৮টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারের সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। ৭ জনের প্রস্তাব তদন্তাধীন আছে।

বগাবিলের ১৮টি জুমিয়া পরিবারকে সাহায্যের টাকা দেওয়া হইয়াছে।
বগাবিলের ৪১টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।
রতনপুরের ১৮টি জুমিয়া পরিবারকে সাহায্যের টাকা দেওয়া হইয়াছে।
বেলছড়ার প্রস্তাব তদন্তাধীন আছে।

২। উত্তর পদ্মবিলের ২৮টি পরিবারের প্রত্যেককে ৩০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বগাবিলের ১৮টি জুমিয়া পরিবারের প্রত্যেককে ৫০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বগাবিলের ৪১টি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারের প্রত্যেককে ৩০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রতণপুরের ১৮টি জুমিয়া পরিবারের প্রত্যেককে ৫০০৲ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩। জরিপ কার্য্য এখন ও শেষ হয় নাই।

৪। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন প্রকল্পে প্রথম কিস্তি ৩০০৲ টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তি ২০০৲ টাকা হিসাবে মোট ৫০০৲ টাকা প্রতি পরিবারকে দেওয়া হয়।

উপরোক্ত প্রকল্প মতে পুনর্ব্বাসিত সমস্ত পরিবারের উপরোক্ত হারে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী।

UNSTARRED QUESTION No. 478
By Shri Bidya Ch. Deb Barma M.L.A.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮ সালে বসন্ত রোগে ত্রিপুরার কোন এলাকায় কত লোক আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার গ্রাম ভিত্তিক হিসাব।

২। ঐ মহামারী নিরোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

৩। ইহা কি সত্য যে উপজাতীয় এলাকায় এই মহামারীর প্রকোপ বেশী দেখা দেয়।

৪। যদি সত্য হয় তাহার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ?

উত্তর

১) সংগীয় চার্ট দ্রষ্টব্য

২) সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে :—

(ক) ব্যাপক ভাবে টিকা দেওয়া, (খ) জনসাধারণ ও গ্রাম্য নেতাদের আলোচনা ও সভা সমিতি (গ) বসন্ত রোগের উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, (ঘ) উপজাতীয় লোকেরা যাহাতে বসন্ত রোগের টিকা নিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া হইতেছে, (ঙ) স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করণ।

৩) সাধারণ রোগ আক্রমণ ভিত্তিতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সংখ্যা মোট লোক সংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে ০.২৪ জন এবং উপজাতীয় লোকের মধ্যে প্রতি হাজারে ০.৩ জন।

৪) প্রশ্নে উল্লিখিত ২ নং উত্তর দ্রষ্টব্য। উপরন্তু উপজাতীয় এলাকায় উপজাতীয় সর্দ্দার/নেতাদের মাধ্যমে আবেদন/প্রস্তাবনা।

Village Wise Statement of Cases and Deaths Due to Small-Pox in Tripura for the Year 1968.

I. SADAR SUB-DIVISION.

Sl. No.	Name of Villages	Cases	Deaths.
1.	Agartala	49	7
2.	Baldakhal	1	—
3.	Ranjitnagar	1	—
4.	Ichamura	1	1
5.	Charilam	1	1
6.	Arundhutinagar	2	1
7.	—do— (Camp)	11	1
8·	Jogendranagar	5	2
9.	Ranirbazar	5	1
10.	Sekerkot	3	1
11.	Radhakrishnanagar	6	4
12.	Laxmipur	1	1
13.	Assampara	1	1
14.	G. B. Hospital (Quarter)	2	—

1	2	3	4
15.	Ramsundar Nagar	1	—
16.	Abhoynagar	1	—
17.	Town Pratapgarh	4	1
18.	Ram Ch. Sardar Para	6	1
19.	Bordowali	3	1
20.	Sachindranagar	1	—
21.	Gajaria	1	—
22.	Birendranagar	1	—
23.	Bagmara Colony	3	—
24.	Madhuban Kamariagatta	2	—
25.	Jangalia	2	1
26.	Radhanagar	1	—
27.	Indranagar	1	—
28.	Montala	1	—
29.	Dupcherra	6	1
30.	Kathaliamura	1	1
31.	Chalkbasta	1	—
32.	79-Tilla (Kunjaban)	1	—
33.	Chintaram Kabrapara	7	3
34.	Madhuban	3	—
35.	Anandanagar	1	—
36	Purba Bhubanban	1	—
37.	North Badharghat	3	—
38.	Bahadur Deb Barma para	4	2
39.	Nildas Para	10	6
40.	West Champamura	1	—
41.	Gabardi	1	—
42.	Jarjharia	3	2
43.	Narayanbari	12	5
44.	Dukli	2	1
45.	Ghagrabari	4	—
46.	Rambhakta Para	5	2
47.	Radhapur	3	—
48.	Krishnamohanpara	4	2
49.	Belbari	6	—
50.	Rampur	6	1
51.	Kalinagar	6	3
52.	Kanchanmala	—	1
	Total :	208	55

II. SONAMURA SUB-DIVISION.

Sl. No.	Name of Village	Cases	Deaths
1.	Malangbari	10	4
2.	Nichanyabari	11	1
3.	Manaipathar	13	4
4.	Kali Krishnanagar	2	—
5.	Thalaibari	2	—
6.	Maheshpur	1	—
		Total : 39	9

III. DHARMANAGAR SUB-DIVISION.

1.	Ramgunapara	4	1
2.	Mirtingacherra	2	1
3.	Karaicherra	5	3
4.	Halflongcherra	1	1
		Total : 12	6

IV. KAILAŞHAHAR SUB-DIVISION.

1.	Chawmanu	1	3
2.	Natimanu	48	11
3.	Pabiacherra	21	7
4	Murticherra	3	—
		Total : 43	21

V. KHOWAI SUB-DIVISION

1.	Lanka para*	9	3
		Total : 9	3

N. B. *The cases has been included in the report for the year 1967.

UNSTARRED QUESTION NO. 479
By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন

১) ১৯৬৮ সালের শেষদিকে খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, ধর্ম্মনগর মহকুমার মাছমারা, জম্পুই এবং কমলপুর মহকুমার হালাহালি এলাকায় কলেরায় কতলোক আক্রান্ত হয়, কতলোক মারা যায় তাহার গ্রামভিত্তিক হিসাব ;

২) ঐ ব্যাপক কলেরা মহামারীর কারণ কি এবং উহা নিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩) ঐ সকল এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি—হইয়া থাকিলে তাহার বিবরণ।

উত্তর

১) ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে (অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) প্রশ্নে উল্লেখিত অঞ্চলসমূহে কলেরা ও গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা নিম্নরূপ, এবং তাহার গ্রাম ভিত্তিক হিসাব সংলগ্ন চার্টে বর্ণিত হইয়াছে (Annexure—I).

ক্রমিক নং	সাব-ডিভিসন/তহশিলের নাম	কলেরা		গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্	
		আক্রান্ত	মৃত্যু	আক্রান্ত	মৃত্যু
	খোয়াই মহকুমা				
	(ক) তেলিযামুড়া (খ) কল্যাণপুর	৫	১	১২৪	৪৩
	ধর্মনগর মহকুমা				
	(ক) মাছমারা	—	—	২	—
	(খ) জম্পুই	—		—	—
	কমলপুর মহকুমা				
	(ক) হালাহালি	—	—	১	—
	মোট :—	৫	১	১২৭	৪২

২) কলেরা ও গ্যাসট্রোএনট্রাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ জানা নাই। ঐ রোগের প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি নেওয়া হইয়াছে :—

(ক) ব্যাপকভাবে কলেরা প্রতিষেধক টিকা, (খ) যতটুকু সম্ভব আক্রান্ত এলাকায় জলের বিশুদ্ধীকরণ, (গ) স্যানিটারী ও হেল্থ এসিট্যান্টের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ, (ঘ) কলেরা প্রতিষেধক কার্য্যকে জোরদার করার জন্য বিশেষভাবে টীকাদার নিয়োগ।

৩) হ্যাঁ, প্রশ্নে উল্লেখিত এলাকাসমূহে পানীয় জল সরবরাহের বর্তমান অবস্থা বিষদভাবে বর্ণিত হইল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	টিউবওয়েল বর্ত্তমান সংখ্যা	রিংওয়েলের বর্ত্তমান অবস্থা	১৯৬৮-৬৯ সালে গৃহীত কার্য্যাবলী টিউবওয়েল	রিং ওয়েল
(১)	খোয়াই ব্লক	১৭৬	১০২	২০	—
(২)	তেলিয়ামুড়া ব্লক	২০৯	৭৯	৬	১
(৩)	পানিসাগর ব্লক	১৭৩	১৫৫	৬	১
(৪)	কাঞ্চনপুর ব্লক	৭০	৭৮	—	২
(৫)	কমলপুর	২১৩	২১৯	৫	১

ইহা ছাড়া, জম্পুই এলাকায় জল সংরক্ষণের জন্য একটি রিজার্ভয়েব বাঁধ তৈয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

১ম, ২য় ও ৩য় পরিকল্পনাকালে ২,৮৯২টি টিউব ওয়েল, ৯০৫টি রিংওয়েল, ১৬১৯টি গ্রামে বসান হইয়াছে এবং উক্ত খাতে মোট ৫৩.৮৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

ANNEXURE—I.

List Showing the Number of Attacks & Deaths from Cholera & Gestro-Enteritis (Village-Wise) During the Period from October to December. 1968 in some Parts of Khowai, Dharmanagar & Kamalpur Sub-Division.

Period	Name of Sub-Division & Tehasil	Name of Village	Cholera A	Cholera D	Gestro-Enteritis- A	Gestro-Enteritis- D
1	2	3	4	5	6	7
October to December, 1968.	1. KHOWAI Teliamura Kalyanpur	1. Baralong	—	—	1	1
		2- Surdhukumari	—	—	7	4
		3. Tuisundrai	—	—	4	2
		4. Netajinagar	2	1	2	1
		5. Pulinpur	—	—	25	10
		6. Kamalnagar	1	—	12	2
		7. Sarbhong	—	—	4	4

1	2	3	4	5	6	7
		8. Kalyanpur Colony	—	—	1	1
		9. Kalyanpur Proper	—	—	1	1
		10. Karailong	—	---	7	—
		11. Lonachera	—	—	1	—
		12. Icharbill	—	—	3	1
		13 Howaibari	—	—	2	—
		14. Baganbazar	—	—	1	—
		15. Khash Kalyanpur	1	—	—	—
		16. Dwarikapur	1	—	14	4
		17 Baishgarh	—	—	3	1
		18. Ganiamura	—	—	1	—
		19. Totabari	—	--	3	1
		20 Trisabari	-	—	3	3
		21. Moharchara	--	—	12	1
		22. Gouranga Tilla	—	—	2	1
		23. Tamdayalbari Colony	—	-	1	1
		24. Madyakuchi	—	—	1	1
		25. Lembhuchara	—	—	1	—
		26. Kuchpara		—	1	-
		27. Brahmachara		--	1	—
		28. Surdhachara	-		1	—
		29. Gilatali	—	-	1	-
		30. Chakmaghat	—	—	1	—
		31. Office Tilla	—	—	1	—
		32, Santinagar	—	—	1	—
		33. Moharanipur	—	—	2	2
		34. Chakma	—	—	1'	—
		35, Culubari	—	—	1	—
		36. Chaittabari	—	—	1	—
		Total :	5	1	124	43
2. DHARMANAGAR	Masmara area	1. Masmara	—	—	2	—
	Jampui area	2. Jampui	—		—	—
3. KAMALPUR	Halhali area	1. Halhali	—	—	1	—

N. B. 'A' Denotes Attack. 'D' Denotes Deaths.

UNSTARRED QUESTION NO. 486

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION.

১) সদর মোহনপুর এবং সিমনা তহশীলে মোট কতজন উপজাতীয় জুমিয়া এবং ভূমিহীন এ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন সাহায্য পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা এবং সাহায্যের পরিমাণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

২) যাহারা আংশিক সাহায্য পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা ;

৩) যাহারা দরখাস্ত করিয়া এখনও কোন সাহায্য পান নাই—এমন উপজাতীয় জুমিয়া এবং উপজাতীয় ভূমিহীনের সংখ্যা ;

৪) তাহাদের পূর্ণ পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিতেছেন ?

ANSWER.

১) ৭১৯ জুমিয়া ও ২৩৮ ভূমিহীন উপজাতীয় পরিবারকে সর্ব্বমোট ৩,১৭,৫০০ টাকা গ্রাণ্ট দেওয়া হইয়াছে।

২) ৬১৭ পরিবার—

৩) ৪০ জন জুমিয়া ও ৩০০ ভূমিহীন উপজাতী পরিবার এখনও গ্রাণ্ট পায় নাই।

৪) ৫২ জন ভূমিহীন উপজাতী পরিবারের প্রস্তাব পাইয়াছে এবং তাহা বিবেচনাধীনে আছে। তাহাছাড়া ৪০ জন জুমিয়া ও ২৩০ জন ভূমিহীনের প্রস্তাব এখনও তদন্তাধীনে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 487.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION.

১) ত্রিপুরায় কোন ট্রাইবেল ডেভলপমেণ্ট ব্লকের এলাকার মধ্যে মোট জনসংখ্যা কত। এবং তাহার মধ্যে উপজাতীয়দের সংখ্যা কত তাহার হিসাব।

২) সদর দক্ষিণ অঞ্চলে একটি নূতন ব্লক গঠনের কোন প্রস্তাব আছে কি ?

৩) অন্য কোন কোন এলাকায় ব্লক গঠনের প্রস্তাব আছে তাহার বিবরণ।

ANSWER.

		ব্লকের নাম	মোট জনসংখ্যা	উপজাতীয় লোকের সংখ্যা
১।	(ক)	কাঞ্চনপুর টি, ডি. ব্লক	৩৪,৭৭৬	২৫,১৭০
	(খ)	সাবরুম ,,	৪৪,২০৭	২০,৩৩৩
	(গ)	ছামনু ,,	২৮,৫০০	২৩,৫০০
	(ঘ)	ডুম্বুরনগর ,,	১৬,০৭৩	১৪,৩২৪
	(ঙ)	অমরপুর এম, পি, ব্লক	২৮,২৮০	২৩,০০০

২ এবং ৩। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত উপজাতি উন্নয়ন ব্লক খোলার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছিল।

(১) সদর বিভাগের চরিলাম টাকারজলা

(২) খোয়াই বিভাগের—কল্যাণপুর

(৩) খোয়াই বিভাগের—তেলিয়ামুড়া

(৪) বিলোনীয়া বিভাগের—বিলোনীয়া তহশীল কাচারী ও মুহুরীপুর তহশীল কাচারীর কতকাংশ—বিলোনীয়া

(৫) কৈলাসহর বিভাগের—কৈলাসহর তহশীল কাচারী এবং ফটিকরায় তহশীলের কতকাংশ—কৈলাসহর

ভারত সরকার সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে সাধারণ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতি উন্নয়ন ব্লকের আর কোন সম্প্রসারণ হইবে না। ইহার পরিবর্তে বর্ত্তমান ব্লকগুলিতে প্রতি ব্লকে তৃতীয় পর্যায় সৃষ্টি করতঃ আরও ১৫ (পনর) লক্ষ টাকা বরাদ্দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 518.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১) সাব্রুমের অন্তর্গত দক্ষিণ কালাচেপায় সরকার কোন জুমিয়া কলোনী গঠন করিতেছেন কি? যদি গঠন করেন তবে উহার জন্য কত খাসজমি সংগৃহিত হইয়াছে এবং কত জুমিয়া উহাতে পুনর্বসতি পাইবে তাহার বিবরণ?

২) যে সকল জুমিয়া ও ভূমিহীন ঐ খাস জমিতে আগে হইতে বাস ও চাষবাস করিতেছিলেন, পুনর্বাসনের সময় তাহারা অগ্রাধিকার পাইবেন কি?

উত্তর

১) হাঁ, ১,৭৫০ একর জমিতে কলোনী করা হইবে এবং উক্ত কলোনীতে ২২৫ জন জুমিয়া ও ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়ার পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে।

২) হাঁ।

UN-STARRED QUESTION NO . 523,

By Shri Bidya Ch. Deb Barma,

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠিত হইয়া থাকিলে উহা কবে কি ভিত্তিতে কাহাদের লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহার বিবরণ।

২। ঐ বোর্ডএর এ পর্যান্ত কয়টি সভা হইয়াছে এবং ঐ সকল সভার মূল সিদ্ধান্ত সমূহের সারাংশ

৩। ঐ সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত ভিত্তিক বিবরণ।

উত্তর

১। ত্রিপুরায় কোন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড নাই। যাহা হউক এখানে একটি ট্রাইবেল এডভাইসরি কমিটি আছে। উহা ১৯৫৭ ইং সনে গঠিত হইয়াছিল। এডমিনিষ্ট্রেটর কর্ত্তৃক মাননীয় মন্ত্রী, এম, পি, এম, এল, এ সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়।

২। } ১৪।৬।৬৭ইং তারিখে গঠিত বর্ত্তমান কমিটির ২টা সভা হইয়াছিল। কমিটি কর্ত্তৃক
৩। } সুপারিশ ও উহার সম্পর্কে কার্য্যাবলী সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

ACTION TAKEN ON THE RECOMMENDATION OF SUGGESTION MADE IN THE TRIBAL ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD ON 17TH, 18TH. & 19TH SEPTEMBER, 1968.

SUGGESTIONS.	ACTION TAKEN
1) A study team of Tribal Advisory Committee should be formed for the spot study of tribal problems.	Suggestion Is under consideration of Tripura Govt.
2) Shri Kshitish Das, M.L.A. and Conservator of Forest, should be coopted as member of Tribal Advisory Committee.	Suggestion is under consideration of Tripura Govt.
3) Committee approved the revised Jhumia Settlement Scheme as proposed in the 4th Plan and suggested that land for following community purposed should be earmarked in each Colony :—	
(a) Grazing Ground.	The suggestion are being kept in view

(b) Reserved for fuel, Bamboo and Chan grass etc.	while establishing new Colonies.
(c) School & Play Ground.	
(d) Religious (Community) Centre.	
(e) Health Centre.	
4) Expansion of Tribal Boarding House at Bishramganja Higher Secondary School, Bishramganja.	Site has been selected. Plans and estimates are under preparation.
5) The following sites were approved by the Committee for establishing jhumia colonies during the current financial year :—	Necessary action is being taken to organise the new colonies.
(a) South Kaladhepa (Sabroom).	
(b) Borakha (Sadar).	
(c) Chichingcherra (Kailashahar)	
(d) South Hichacherra (Belonia)	

ACTION TAKEN ON THE RECOMMENDATION OF SUGGESTION MADE IN THE TRIBAL ADVISORY COMMITTEE MEETING HELD ON 3RD JULY, 1967.

SUGGESTION	ACTION TAKEN.
1. Construction of boarding house for girls' at M. T. B. Girls' Higher Seocondary, School. Agartala should be completed during the current financial year.	It has been acertained from the Director of Education that the constructional work of the Boardning house is under way. The Work is being carried out by the Executive Engineer Agartala Division No. II. Agartala and expenditure during current year is estimated to be Rs. 71,000/-.

2. It was observed that there is boarding houses at Ompinagar School, where there is no Tribe students in the boarding house and the teachers are living in the boarding house. The same condition in the schools at Kumarghat and Manik Bhander.

i) The Boarding house attached to Ompinagar Sr. Basic School, Amarpur was occupied by the teachers in view of the fact that there was no application from the Scheduled Caste and Scheuled Tribe students for residing in the Boarding house. However, the Inspector of schools Amarpur has direct the teacher-in-charge of the School to remove those teachers from the Boarding house, Students will be admitted to the Boarding house on receipt of application from the deserving students and on fulfilment of the conditions for such admission.

ii) The Boarding house attached to Pabia Cherra Sr. Basic School, Kailashahar is lying vacant for want of willing tribal student candidate. The Boarding house though lying vacant is not being utilised as residence of teachers.

(iii) Though Scheduled Caste students only have been accommodated in the Boarding house attached to Manik Bhander Higher Secondary School, there will be no difficulty to accomodate Schedule Tribe students also in future in view of the fact that another Boarding house is under construction in the premises of the school against the provision of the scheme for the welfare of Backward Classes.

3. The Committee authorised the A.D.M. to select one of the following sites for estsblishment of colony :—

1) Borakha.

2) Jampuijala.

3) Jarulbachai.

Jarul Bachai was finally selected by Addl. District Magistrate and Collector for setting up colony. The work is in progress.

4.	It was pointed out that tribal are disposing their lands to non-tribals. If this is going on or this is allowed to be continued for a long time the tribals who have been settled will be landless again. It was suggested that the Government should examine this and if possible to issue administrative circular to this effect to prevent such transfer.	The matter is already under active consideration of the Govt. ir the Revenue Department. They have been requested to suitably amend Sec. 187 of T. L. R. and L. R. Act 1960,
5.	It was observed that there is an orange plantation at Saikar Village under Kamalpur Sub-Division. The people of that village are not given proper attention for the betterment of the plantation. Director of Agriculture was requested to look into this and developed the plantation. Director of Agriculture was also requested to examine the possibility of setting up one Model Orchard at East Charakbai (Belonia).	As per recommendation of the meeting of the Tribal Advisory Committee held on 3rd July, 1967. now new Model Orchard/Farm was taken up during this year. As desired by the Hon'ble Chief Minister, the position of the Orange Plantation at Saikarbari was enquired into and it was found that only 11 Darlong Families are residing at Saikarbari at present. There are 2000 orange plants in good condition. Director of Agriculture have supplied another 2000 orange seedlings free of cost to these families at Saikarbari. Director of Agriculture has also posted trained Mali to help the tribals in plantation Works, As regards setting up one Model Orchard at East Charakbai the site was examined and found to be suitable for establisbment of a Model Orchard. The proposed site is situated on Agartala-Subroom road at 92 Km. on the Estern side of the road. If approved by the Tribal Advisory Committee one Model Orchard may be established during next session.

As regards selecting suitable site at Khowai Sub-Division, several sites were inspected which includes sites at Ramkrishnapur Colony, Ganganagar Colony and Modinagar. Out of these, the site at Ramkrishnapur Colony seems to be suitable for establishment of Model Orchard. This may also be placed before the Committee for examination and according approval for establishment of Model Orchard there.

6) No new Training-Cum-Production Centre should be started. The existing 9 Training-Cum-Production Centre should be run efficiently.

9(nine) nos. of Training-Cum-Production Centres were started from 1963 to 1966 for imparting training to Tribals of remote villages, in the trades weaving, at the following places. The number of trainees trained is shown against each place.

1)	Baithangbari	50
2)	Dasda	60
3)	Rambabubari	50
4)	Garjee	45
5)	Dayarampara	30
6)	Silachari	25
7)	Chailengta.	32
8)	Ranikilla.	31
9)	Sankhola	15

In Dasda, Rambabubari and Garjee Training-Cum-Production Centre, training has been over and ex-trainees, 6 to 10 nos. in each, are undertaking production in the centres under guidance of the instructors so that they can earn some subsidiary income. In Baithangbari besides such production by 8 ex-trainees, 6 trainees are also undergoing training. These 4 Centres were started in 1963.

It has been observed that in these centres formation of a Co-operative Society with such type of ex-trainees is not feasible. The ex-trainees can earn some wages as subsidiary income only if the centres are run as Government schemes under guidance of the Technical Staff.

During visit of Rambabubari Centre by Shri R. Rankhal, M.L.A. he recommended continuation of training of further batches

The remaining 5 Training-Cum-Production Centres noted above (namely Dayarampara, Silachari, Chailengta, Ranikilla, Sankhola, were started in recent years and the no. of trainees that have been trained in these centres has been shown—above against each. At present, 51 trainees are undergoing training in the current session in these 5 Centres and about 30 ex-trainees are working in their off time in production work thereby earning a subsidiary income.

There has been a total production of about Rs. 70,000/- in all these centres during training and production phase. The products are sold locally and through Government sales Emporia.

It is proposed to contiune training in the latter 5 centres and also production work in all the Centres thereby giving a scope to the tribals of the remote villages for earning a subsidia y income in their spare time through this trade.

7) No Mahila Samity was selected for giving grants during the current financial year. Director of Industries was requested to examine the proposals and put up consideration again.	The following Samities received grant during 1967-68. 1) Madya Kalyanpur Mahila Samity 2000/- 2) Chittamara Mahila Samity Rs. 1500/- (Rajnagar). 3) Tharmapara Mahila Samity Kanchanpur. Rs. 500/-
8) Pig-breeding farm should be established at Mendhihour.	The site was selected during 1967-68 but no construction work could be taken up. Sanction for the same has been received preliminaries for construction of work has also been taken up.
9) Chief Forest Officer requisite for one R.C.C. well at Manirampara.	This has already been done

UN-STARRED QUESTION NO. 657.

By Shri Abhiram Deb Barma.

১) ১৯৬৮-৬৯ইং সনে ত্রিপুরায় মোট কত লোক কলেরায় মারা গিয়াছে এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতালে কতজন মারা গিয়াছে ;

(Total number of deaths from cholera during 1968-69 & how many of them died in different Hospitals).

২) যদি মারা গিয়া থাকে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ ?

(If so , please give details).

(১ এবং ২)

		মৃত্যুর সংখ্যা
১লা এপ্রিল, ৬৮ইং হইতে ১৮ই জানুয়ারী, ৬৯ ইং	ক) কলেরা	১ জন।
	খ) গ্যাসট্রোএনটি রাইটিস্	১০১ জন।

ঐ সময়ের মধ্যে উপরোক্ত রোগে বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

	মৃত্যুর সংখ্যা	
	কলেরা	গ্যাসট্রোএনটিরাইটিস্
ক) ভি, এম, হাসপাতাল—		২০ জন।
খ) খোয়াই ,,		৭ জন।
গ) কমলপুর ,,		৭ জন।
ঘ) তেলিয়ামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১জন	১০ জন।
ঙ) কল্যানপুর ,, —		৪ জন।
মোট	১জন	৪৮ জন

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala.

TGPA—3-4-69—150.